নগর সংস্করণ

রোববার

১০ নভেম্বর ২০২৪

২৫ কার্তিক ১৪৩১, ৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র স্বপ্ননিয়েসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৭

অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে ত্রুটি থাকলে প্রশ্ন তোলা যাবে না

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার দিন পর্যন্ত। আর অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বা কোনো উপদেষ্টার নিয়োগে কোনো ত্রুটি থাকলে শুধু এ কারণে তাঁদের কোনো কাজ অবৈধ হবে না। এ সম্পর্কে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্নও তোলা যাবে না। এমনকি মামলা করা যাবে না।

এমন বিধান রেখে চূড়ান্ত করা হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশের খসড়া। গত ১৯ সেপ্টেম্বর খসড়াটি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হলেও এখনো অধ্যাদেশ আকারে জারি হয়নি। এখন অধ্যাদেশটি জারির অপেক্ষায় আছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। পরদিন রাষ্ট্রপতি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। তারপর আপিল বিভাগের মতামত নিয়ে ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। সেদিন প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি।

সরকারি সূত্র বলছে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক সংকট মোকাবিলায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও রাষ্ট্রের নির্বাহী কাজ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য এই অধ্যাদেশ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি এই অধ্যাদেশ জারি করবেন।

তবে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা কতজন হবেন, তা অধ্যাদেশের খসড়ায় সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। বলা হয়েছে, একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা যতজন নির্ধারণ করবেন, ততজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি স্বনামধন্য এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। আর প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী অন্য উপদেষ্টারা নিযুক্ত হবেন বলে অধ্যাদেশের খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা পদে থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ও কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে সম্মত না হন।

বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছাড়াও ২০ জন উপদেষ্টা রয়েছেন।

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ে খসড়ায় বলা হয়েছে, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং সংবিধান বা অন্য কোনো আইন দিয়ে নির্ধারিত

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রাজনৈতিক ও অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

জিল্লুল হাকিম রেলমন্ত্রী ছিলেন। নিজের জেলায় রেল কারখানার প্রকল্প নিয়েছিলেন। ৭,৬৮৩ কোটি টাকা	৫৪,৬১৮ কোটি টাকা মেট্রোরেলের সাউদার্ন রুট প্রকল্প আবাসন ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আগে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে সরকার।
সাবেক সংসদ সদস্য সালমান এফ রহমান ও সাজ্জাদুল হাসানের এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে না। ৩,৪১৯ কোটি টাকা	৬,৫২৬ কোটি টাকা সংসদ সদস্যদের পছন্দে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৬৮% অর্থ। এখন প্রকল্প বাতিল হচ্ছে।
৫,৬৫১ কোটি টাকা হাওরে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের ইচ্ছায় নেওয়া উড়ালসড়ক প্রকল্প বাতিল হচ্ছে।	৩৬৪ কোটি টাকা সাবেক পরিবেশমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন নিজের এলাকা মৌলভীবাজারে সংরক্ষিত বনে নিয়েছিলেন সাফারি পার্ক প্রকল্প।

সূত্র : সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন

সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের ‘ইচ্ছাপূরণ’ প্রকল্প বাতিল হচ্ছে

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

১০ মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে ৩৫টি প্রকল্প বাতিল অথবা স্থগিতের খবর পাওয়া গেছে। এসব প্রকল্পের ব্যয় ১ লাখ কোটি টাকার বেশি।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

সাবেক রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিমের নির্বাচনী এলাকা রাজবাড়ীতে একটি রেল কারখানা নির্মাণের প্রকল্প নিয়েছিল বাংলাদেশ রেলওয়ে। ব্যয় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার বেশি। অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা প্রকল্পটি বাতিল করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার।

রেল মন্ত্রণালয়ের এখনকার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ও নীলফামারীর সৈয়দপুরে রেলওয়ের দুটি কারখানা রয়েছে। জনবলসংকট, কম বরাদ্দ, পুরোনো যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের অভাবে কারখানা দুটি ধুঁকছে। সে দুটির আধুনিকায়ন না করে নতুন কারখানা করার উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল।

> অনেক প্রকল্প শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। সে প্রকল্পগুলো বাতিল করা হবে।
>
> **মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান**, উপদেষ্টা, অন্তর্বর্তী সরকার

শুধু রেল কারখানা নয়; রেল, সড়ক, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি), দুর্যোগ, পরিবেশ, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ‘রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া, অলাভজনক ও অগুরুত্বপূর্ণ’ প্রকল্প বাতিল করতে যাচ্ছে সরকার। ১০টি মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে অন্তত ৩৫টি প্রকল্পের খোঁজ পাওয়া গেছে, যেগুলো বাতিল, অর্থায়ন স্থগিত অথবা ব্যয় কাটছাঁট করা হবে। এসব প্রকল্পের মোট ব্যয় এক লাখ কোটি টাকার বেশি।

এর আগে গত ১৯ আগস্ট পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া এবং কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের তালিকা করতে বলেছিলেন। এই

> এখন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বাড়ানো যেতে পারে। দরিদ্র মানুষকে নগদ অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
>
> **জাহিদ হোসেন**, অর্থনীতিবিদ

নির্দেশনার পর ভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রকল্পের তালিকা তৈরি শুরু করে। যে ৩৫টি প্রকল্প বাতিল অথবা স্থগিত হতে যাচ্ছে, সেগুলোর কোনোটির কাজ মাঝামাঝি পর্যায়ে, কোনোটির কাজ মাত্র শুরু হয়েছে, কোনোটির কাজ এখনো শুরু হয়নি। কিছু প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে ছিল। মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকর্তারা বলছেন, বাতিল অথবা স্থগিতের তালিকায় প্রকল্পের সংখ্যা আরও বাড়বে।

রেল, সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলোকে* বলেন, বিগত সরকারের সময়ে নেওয়া প্রকল্প তিনটি দিক বিবেচনা করে বাতিল করা হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মালিক-শ্রমিক ঘোষণার ১৮ বিষয়ে অগ্রগতি সামান্য

তৈরি পোশাকশিল্প

আজ শ্রম উপদেষ্টার সভাপতিত্বে ‘বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি’ শীর্ষক বৈঠক বসছে। এতে আগের সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়নের চিত্র উঠে আসবে।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

নিম্নতম মজুরি, হাজিরা বোনাস, মামলা প্রত্যাহারসহ ১৮টি বিষয়ে তৈরি পোশাক খাতের মালিক ও শ্রমিকেরা যে সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন, দেড় মাস পার হলেও সেগুলোর বেশির ভাগই অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা-সংঘাত ও শ্রমিক অসন্তোষের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষ ওই সমঝোতায় পৌঁছায়। সরকারের এক মূল্যায়নে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত মাত্র সামান্য কয়েকটি বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে।

সমঝোতায় পৌঁছানো ১৮টি বিষয়ের অন্যতম ছিল শ্রম আইন সংশোধন করা। সরকারের পরিকল্পনা ছিল আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এটি সংশোধন করা হবে। তবে আগামী মার্চ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে গত বুধবার পাওয়া এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ১৮টি বিষয়ের কিছু পদক্ষেপের আংশিক বাস্তবায়ন হলেও বাকিগুলোর জন্য কাজ করছে বিভিন্ন কমিটি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে গত ১৩ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ‘শ্রম অসন্তোষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা’ শীর্ষক আন্তমন্ত্রণালয় সভায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের যৌথ ঘোষণা হয়। ওই ঘোষণায় ২৫টি বিষয় জায়গা পেলেও ২৪ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মালিক ও শ্রমিকেরা ১৮টি বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছান ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শিল্পাঞ্চলে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তা সমাধানের জন্যই সরকারের উদ্যোগে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ওই আলোচনা হয়।

গত দেড় মাসে ১৮টি বিষয়ের বাস্তবায়নে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে আজ রোববার ‘বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি’

> ক্ষুধার্ত মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না। মুদিদোকানি অপমান করছেন, বাড়িওয়ালা অপমান করছেন, অথচ কারখানা মালিকের কাছে মজুরি পান শ্রমিক। এ শ্রমিকের ক্ষোভ কমানো যাবে তাঁর বকেয়াটা পরিশোধ করেই।
>
> **সৈয়দ সুলতান আহমেদ**, নির্বাহী পরিচালক, বিলস

বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আবার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে শ্রমিক ও মালিকদের যৌথ ঘোষণার বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

শ্রম উপদেষ্টা ও শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানসহ ৯ সদস্যের একটি দল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে যোগ দিয়ে দুই দিন আগে দেশে ফিরেছে। আজ অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সেই অভিজ্ঞতা নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান গতকাল শনিবার মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রায় দুই মাস আগে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন চিত্র কাল (আজ) জানা হবে। তবে কারখানায় মজুরি না দেওয়ার তুলনায় দেওয়ার হারই বেশি। যে কয়েকটি কারখানায় এখনো মজুরি বকেয়া রয়েছে, তারাই ঝামেলা করছে।

শ্রমিকদের জন্য রেশন দেওয়ার বিষয়ে মালিকপক্ষ খুব একটা এগিয়ে আসছে না বলে জানান সচিব সফিকুজ্জামান। তবে তিনি বলেন, ১৮টি বিষয় নিয়েই কাজ চলছে। সব পক্ষের সহযোগিতা থাকলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।

১৯ কারখানায় এখনো মজুরি বকেয়া

গত অক্টোবর মাসের মধ্যেই পোশাক খাতের নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নের ঘোষণা ছিল। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ২ হাজার ১৪০টি কারখানার মধ্যে ২ হাজার ১২১টি তা বাস্তবায়ন করেছে। বাকি ১৯টির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন এবং বিষয়টি তদারক করা হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শহীদ নূর হোসেন দিবস আজ

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর নূর হোসেন এভাবে নেমেছিলেন রাজপথে। নূর হোসেনের বাঁয়ের ছবিটি তুলেছেন দীনু আলম, ডানের ছবিটি তুলেছেন পাভেল রহমান

‘জীবন্ত পোস্টার হইছিল আমার নূর, গণতন্ত্র আসে নাই’

সাদিয়া মাহ্‌জাবীন ইমাম, *ঢাকা*

সন্তান হারানোর কষ্ট সময়ের সঙ্গে গভীর হয়। মায়ের স্মৃতিতে মৃত সন্তানের হাসি, অভিমান, আবদার, তার বলা একটি সামান্য শব্দও স্মারক হয়ে থাকে। তবে সময় এই হারানো স্মৃতিকে সহনীয় করে তুললে সামনে উপস্থিত হয় সন্তানের মৃত্যুর কারণ।

অশীতিপর মরিয়ম বিবির দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন গত শতকের আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়া নূর হোসেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জে যাওয়ার পথে ছোট্ট নূর অনেকটা পথ হেঁটেছিল মায়ের হাত ধরে। বছর সাত-আটের নূর তখন কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, ৫৩ বছর পরও মনে করতে পারেন এই মা।

রাজধানীর পুরান ঢাকার বনগ্রামের এক কামরার ঘরে থেকেও নূর হোসেনের দিনলিপি লেখার অভ্যাস, ভালো সিনেমা দেখার শখ, শরীর ঠিক রাখতে নানা কসরতের আগ্রহ দেখে বাবা মজিবুর রহমান বলতেন, ‘এই ঘরে ওরে রাখতে পারুম না, গরিবের ঘরে জন্মায়ে এই পোলা হইছে অন্য রকম।’ বেবিট্যাক্সিচালক মজিবুর রহমান প্রয়াত হয়েছেন ২০০৫ সালে। কিন্তু মৃত সন্তান সম্পর্কে স্বামীর মন্তব্যটুকুও স্মৃতির দেরাজে যত্নে তুলে রেখেছেন মরিয়ম বিবি।

গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুরের মাজার রোডের বাড়িতে কথা হয় নূর হোসেনের মা, দুই ভাই ও একমাত্র বোন শাহানা বেগমের সঙ্গে। মৃত্যুর দিন সকালে এই বোনের জন্য মতিঝিলের এক দোকান থেকে ফল কিনে দিয়েছিলেন নূর। একমাত্র বোন শাহানার জন্য খুব টান ছিল ভাইয়ের।

১৯৮৭ সালের এই দিনে স্বৈরাচার

শহীদ নূর হোসেনের মা মরিয়ম বিবি মিরপুরে নিজ বাসভবনে। গতকাল দুপুরে। ছবি : প্রথম আলো

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে বুকে-পিঠে ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক’ লেখা স্লোগান নিয়ে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন নূর হোসেন। মিছিলটি রাজধানীর জিরো পয়েন্ট (বর্তমান শহীদ নূর হোসেন চত্বর) এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আসাদ বা নূর হোসেনরা যেভাবে বারবার প্রতারিত হন

লিখেছেন **সৌমিত জয়দ্বীপ**।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

ট্রাম্প বিতর্কিত আদেশ দিলে মোকাবিলার পথ খুঁজছে পেন্টাগন

সিএনএন

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাসদস্য মোতায়েন ও অরাজনৈতিক কর্মকর্তাদের বড় একটি অংশকে চাকরিচ্যুতির আদেশ দিতে পারেন। এমন অবস্থা দেখা দিলে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করছেন পেন্টাগনের কর্মকর্তারা।

মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিক এ আলোচনার আগে ট্রাম্প অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

» গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে কাজ করবেন ট্রাম্প পৃষ্ঠা ১৩

মেহেরপুরের রাজনীতি, ঠিকাদারি ছিল ফরহাদ পরিবারের দখলে

আওয়ামী গডফাদার ২০

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই ও ভগ্নিপতির দাপটে তটস্থ থাকতেন সবাই।

আবু সাঈদ, *মেহেরপুর*

ঢাকার একটি কলেজে শিক্ষকতা করতেন ফরহাদ হোসেন। ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন নিয়ে আসেন মেহেরপুরে। বিএনপিবিহীন ওই নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে জয়ী হয়ে পরের বছর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ পেয়ে যান। এরপর ধীরে ধীরে মেহেরপুরে দলীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে উন্নয়ন প্রকল্পের ঠিকাদারি পর্যন্ত সবই চলে যায় ফরহাদ হোসেনের পরিবারের দখলে।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বলছেন, পরিবারের সদস্য, স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের দলীয় বিভিন্ন পদে বসিয়েছেন সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন (দোদুল)। তাঁদের অনেককে জনপ্রতিনিধিও বানিয়েছেন। তাঁদের দিয়েই জেলার ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। বিপরীতে কোণঠাসা করেছেন দলের ত্যাগী নেতাদের। তাঁর বিপক্ষে গেলে দলীয় নেতা-কর্মীদের নানাভাবে নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। ফরহাদের ভাই ও ভগ্নিপতির দাপটে দলীয় নেতা-কর্মী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তটস্থ থাকতেন।

কলেজশিক্ষক থেকে মন্ত্রী

ফরহাদ হোসেনের বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তবে সংসদ সদস্য (এমপি) হওয়ার আগপর্যন্ত দলে কোনো পদ ছিল না ফরহাদের। এলাকায় সজ্জন হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের চাচাতো বোন

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আজকের আবহাওয়া

বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৪ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১১ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সীতাকুণ্ডে ৩৩.৮° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : শ্রীমঙ্গলে ১৭.৯° সেলসিয়াস

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা

সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে ২৮০১৬ জনকে আইনি সহায়তা

বাসস, *ঢাকা*

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৮ হাজার ১৬ জনকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা সেবা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহায়তার তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার অধীনে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের যাত্রা ২০১৫ সালে শুরু হয়। এর আগে নিম্ন আদালতে এ সেবা শুরু হয়।

দেশে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের' অধীনে সরকারি খরচে এ সেবা দেওয়া হয়। দেশের সব জেলা ও শ্রম আদালতে অসচ্ছল বিচারপ্রার্থী জনগণকে এ সেবা প্রদান করা হয়।

আসিফ নজরুলকে হেনস্তার প্রতিবাদে ঢাবিতে মানববন্ধন

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

আসিফ নজরুল

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় হেনস্তা করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আইন বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বিপরীত দিকে এই মানববন্ধন হয়।

মানববন্ধন থেকে এ ঘটনার তদন্তের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে জবাবদিহির আওতায় এনে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী শাহজাহান সাজু বলেন, আসিফ নজরুলকে সুইজারল্যান্ডে যেভাবে হেনস্তা করা হয়েছে, এটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ও ঘৃণ্য কাজ। তিনি সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের দূতাবাসের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, কেন উপদেষ্টাকে একা যেতে দেওয়া হলো? কেন তাঁকে প্রটোকল দেওয়া হলো না? এটা পূর্বপরিকল্পিত কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখার আহ্বান জানান তিনি।

আসিফ নজরুলের সঙ্গে যা হয়েছে, তা পৃথিবীর সব দেশের আইন, আন্তর্জাতিক আইন এবং শিষ্টাচারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেন ঢাবির আইন বিভাগের ডিন মোহাম্মদ ইকরামুল হক। তিনি সরকারকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, কিছু 'জয় বাংলা স্লোগানধারী' যেভাবে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পথরুদ্ধ করেছে, তা শুধু ফৌজদারি অপরাধের মধ্যে পড়ে। তিনি আসিফ নজরুলকে অপদস্থ করার ভিডিওটি সুইজারল্যান্ডের সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সিপিবির নিন্দা

আসিফ নজরুলের সঙ্গে হওয়া অশোভন আচরণের নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। গতকাল গণমাধ্যমে সিপিবির সভাপতি মো. শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেনের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে।

গাজীপুরে দিনভর শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ২১ কারখানায় ছুটি

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকায় একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে দিনভর বিক্ষোভ ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় দুর্ভোগে পড়েন ওই মহাসড়কের চলাচলকারীরা।

গতকাল শনিবার সকাল পৌনে নয়টায় শুরু হওয়া বিক্ষোভ সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরে ওই কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে আশপাশের ২১টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকায় টি এন জেড অ্যাপারেলস গ্রুপের ছয়টি কারখানা রয়েছে। কারখানাগুলোয় শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন বকেয়া। বেতন পরিশোধের দাবিতে গত মঙ্গলবার শ্রমিকেরা ওই এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিলেও মালিক তাঁদের বেতন পরিশোধ করেননি। এ কারণে গতকাল শ্রমিকেরা আবার অবরোধ শুরু করেন।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন, 'কারখানার মালিক আমাদের দিয়ে কয়েকবার বেতন দেওয়ার সময় দিয়েছেন; কিন্তু মালিক সেই কথা রাখেননি। মালিককে নিয়ে বিজিএমইএ ভবনে বৈঠক হয়েছে, তারপরও বেতন দিচ্ছেন না। আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেও সারা দিনে সমাধান করা সম্ভব হয়নি।'

সারোয়ার আলম বলেন, ওই কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে জেলার ২১টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গুমসংক্রান্ত কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ছবি : পিআইডি

আ.লীগকে আজ বিক্ষোভ করতে দেবে না সরকার

ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চের ব্যানারে আজ দুপুর ১২টায় ঢাকায় গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে কর্মসূচি দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগকে রাজপথে কোনো মিছিল-সমাবেশ বা কর্মসূচি পালন করতে না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি এক ফেসবুক পোস্টে আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, তারা কোনো জমায়েত বা মিছিল করার চেষ্টা করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কঠোর অবস্থানের মুখোমুখি হতে হবে।

অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চের ব্যানারে আজ দুপুর ১২টায় ঢাকায় গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে কর্মসূচি দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। কর্মসূচির শিরোনাম পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে গণজমায়েত।

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন বুকে ও পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান লিখে রাজপথে মিছিলে নেমেছিলেন। সেদিন পুলিশের গুলিতে তিনি মারা যান। ১৯৮৭ সালে তাঁকে হত্যার আজকের এই দিনে ঢাকার জিরো পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ। দলটি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ কর্মসূচি ঘোষণা করার পর তা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

দলটির ওই কর্মসূচির বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরে গতকাল শনিবার ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াও এক ফেসবুক পোস্টে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, আওয়ামী লীগকে আজ রোববার বিক্ষোভ করার অনুমতি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগ এখন যে রূপে (কারেন্ট ফর্ম) আছে, তাতে এটি একটি ফ্যাসিবাদী দল। এই ফ্যাসিবাদী দলকে বাংলাদেশে বিক্ষোভ করতে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

শফিকুল আলম এ-ও লিখেছেন, গণহত্যাকারী এবং স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নির্দেশে কেউ সমাবেশ, জমায়েত এবং মিছিল করার চেষ্টা করলে তাঁকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কঠোর অবস্থানের মুখোমুখি হতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার কোনো সহিংসতা কিংবা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি লঙ্ঘনের কোনো চেষ্টা মেনে নেবে না।

ফেসবুক পোস্টে দেওয়া বক্তব্যের বিষয়ে প্রেস সচিব বাসসকে বলেন, এত বড় গণহত্যা চালানোর পরও দলটির মধ্যে কোনো ধরনের অনুশোচনা নেই। এই গণহত্যাকারী দলটি রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের মোকাবিলা করবে।

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ব্যানারে গতকাল রাতে বিক্ষোভ হয়েছে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে কিছু ব্যক্তিকে সেখানে অবস্থান ও স্লোগান দিতে দেখা যায়।

হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের

গণহত্যাকারী বা নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ কর্মসূচি করার চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি গতকাল ফেসবুকে এ স্ট্যাটাস দেন।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, 'গণহত্যাকারী ও নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ কর্মসূচি করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।'

উল্লেখ্য, শহীদ নূর হোসেন স্মরণে ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আজ বেলা তিনটায় ঢাকা ছাড়াও সব জেলা-উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

জীবন্ত পোস্টার হইছিল আমার নূর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়ে শহীদ হন ২৪ বছরের অপ্রতিরোধ্য যুবক নূর হোসেন। আর সে ঘটনাই যেন ছিল গত শতকের শেষে স্বৈরাচারী সরকার পতন আন্দোলনের সবচেয়ে বড় স্ফুলিঙ্গ। নূর হোসেন হয়ে উঠেছিলেন আন্দোলনের পোস্টার। তিনি নিহত হওয়ার পর ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিক্ষোভের আগুন।

বনগ্রামের মজিবুর রহমান ও গৃহিণী মরিয়ম বিবির সাত সন্তানের একজন নূর হোসেন। দরিদ্র পরিবারে এতগুলো ভাইবোন এক ঘরে থাকা কঠিন ছিল। মেজ ছেলে নূর তখন থাকতেন মতিঝিলের ডিআইটি বিল্ডিংয়ের পাশের মসজিদের এক ঘরে। লেখাপড়া খুব বেশি করেননি। তবে মা মরিয়ম বললেন, 'আমার ছেলে ইংরেজি শিখত নিজে নিজে। দিনের ঘটনা সব লিইখ্যা রাখত ডায়রিতে। মারা যাওয়ার আগের রাতে আমার ছেলেটা যে কী লিখছিল, কোনো দিন জানতে পারলাম না। ডিআইটির মসজিদে থাকা ওর ডায়রিটা সরায় ফেলানো হইছিল। তখন স্বৈরাচারের শাসনকাল। অনেক কিছুই সামনে আসতে দেয় নাই। ওর মুখটাই আর দেখি নাই।'

মরিয়ম বিবি জানালেন, ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করে বনগ্রামের বাসা থেকে নূরের বাবা আর তিনি ছুটেছিলেন মতিঝিলে। সেদিন সচিবালয় ঘেরাও করার কথা। মন বলছিল নূর মিছিলে যাবে, বিপদ হতে পারে। তাঁরা গিয়েছিলেন ছেলেকে সাবধান করতে। মরিয়ম বিবি বলছিলেন, 'গিয়া দেখি ছেলে ঘুমাইতেছে। শরীরের মধ্যে কীসব যেন লেখা। আমাগো দেইখা একটা চাদর গায়ে জড়ায় সামনে আসছে। তখন বুঝি নাই আমার ছেলে জীবন্ত পোস্টার হইছে। অথচ ও আমারে বলছিল, মিছিলের সামনে যাইব না।'

গুলিস্তানের কাছে সেদিন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সবার সামনে ছিলেন নূর হোসেন। এই দৃশ্য তাঁর বড় ভাই দেখে বাড়ি ফিরে বলেছিলেন মায়ের কাছে। এরপর বিকেল থেকে মানুষের মুখে মুখে শোনা যেতে থাকে পুলিশের গুলিতে নূর হোসেনের মৃত্যুর কথা। কিন্তু তখন কোনোভাবেই জানার সুযোগ ছিল না। সন্ধ্যায় বিবিসির খবরে প্রথম নিশ্চিত হওয়া যায়, বনগ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে নূর হোসেনসহ তিনজন নিহত হয়েছেন পুলিশের গুলিতে।

সেই সময়ের স্মৃতিচারণা করে নূর হোসেনের ছোট বোন শাহানা বললেন, 'সেদিন সন্ধ্যায় (১০ নভেম্বর) পাশের বাসার একজন এসে প্রথম নিশ্চিত করল বিবিসিতে কয়েকবার বলা হয়েছে, আমার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর। সেদিন রাতে গোপনে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয় আমার ভাইসহ তিনজনকে। ভাইয়ের শরীরে "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক" যে লিখেছিল, সে অনেক দিন পালিয়ে ছিল ভয়ে। অনেক বছর পর সেই আকরাম ভাই আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। ভাইয়ের

> গুলিস্তানের কাছে সেদিন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সবার সামনে ছিলেন নূর হোসেন। এই দৃশ্য তাঁর বড় ভাই দেখে বাড়ি ফিরে বলেছিলেন মায়ের কাছে। এরপর বিকেল থেকে মানুষের মুখে মুখে শোনা যেতে থাকে পুলিশের গুলিতে নূর হোসেনের মৃত্যুর কথা। কিন্তু তখন কোনোভাবেই জানার সুযোগ ছিল না।

বুকে-পিঠে স্লোগান লিখে দেওয়ার ঘটনাটা বলেন।'

শহীদ নূর হোসেনের স্মৃতিকথা যেন শেষ হতে চায় না তাঁর ভাই-বোনের মুখে। ভাই দেলোয়ার হোসেন বললেন নূর হোসেনের সঙ্গে বাসে করে মিরপুর বেড়াতে যাওয়ার গল্প। কথা শেষ না হতেই আরেক ভাই আনোয়ার হোসেন বললেন সেই সময় বোটানিক্যাল গার্ডেনে বসে নূর হোসেনের বই পড়া ও একজন বিদেশি আলোকচিত্রীর ছবি তোলার আরেকটি ঘটনা। কিন্তু এই পরিবারের কাছে এখন নূর হোসেনের ব্যবহার করা কোনো স্মৃতি, ছবি কিছুই অবশিষ্ট নেই।

শহীদ নূর হোসেনের পরিবার জানাল, 'সব স্মৃতি হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন পত্রিকা অফিস থেকে বিভিন্ন সময় নিয়ে গেছে। সবাই ফেরত দেওয়ার কথা বললেও কেউ আর কিছু ফেরত দেয়নি।' আমাদের এই সব আলাপের সময় মিরপুর মাজার রোডের তিনতলার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন মরিয়ম বিবি। তাঁর যেন এসব স্মৃতিকথায় আর বিশেষ কিছু আসে যায় না। একটা বড় নিমগাছ আছে এ বাড়ির জানালা লাগোয়া। যদিও এ বাড়িতে নূর হোসেন থাকেননি কিন্তু মায়ের হৃদয়জুড়ে সব সময়ই আছেন সেই সন্তান। যাঁর বয়স আর কোনো দিন বাড়বে না। যিনি আছেন বাংলাদেশে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসের এক অনন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে।

সম্প্রতি দেশে আবার একটি বড় গণ-অভ্যুত্থান হলো। স্বৈরাচার সরকারের পদত্যাগের দাবিতে অনেক মানুষ প্রাণ দিল। নূর হোসেনের মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের মুক্তির যে বাসনা নিয়ে ৩৭ বছর আগে নূর হোসেন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তা কি পেয়েছেন? মরিয়ম বিবি উত্তর দিলেন, 'যে কারণে আমার সন্তান প্রাণ দিছে, তা আসে নাই। মানুষ এখনো কথা কইতে ভয় পায়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এইটা কি গণতন্ত্র?'

তাঁর প্রশ্ন, 'নূর মারা যাওয়ার পর অনেক সরকার নির্বাচিত হইয়া আসছে। দেশ চালাইছে। সেই কবেকার কথা আমার ছেলেটা জীবন্ত পোস্টার হইল, প্রাণ দিল কিন্তু সত্যিকার গণতন্ত্র আর আসল না এই দেশে। আমার ছেলেটা তাইলে কেন প্রাণ দিল?'

প্রশ্ন তোলা যাবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা দেবে।

অধ্যাদেশের খসড়া অনুযায়ী, সংবিধান এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়া এবং নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে কার্যভার গ্রহণ করবেন, সেই তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রয়োগ করা সব ক্ষমতা, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, জারি করা প্রজ্ঞাপন, আদেশ, কর্মকাণ্ড ও গৃহীত ব্যবস্থা আইনানুযায়ী যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষ এর বৈধতা সম্পর্কে কোনোভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন বা একে অবৈধ বা বাতিল করতে পারবে না।

কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

গুমবিষয়ক তদন্ত কমিশনকে সর্বোচ্চ সহায়তার প্রতিশ্রুতি

বাসস, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস গুমবিষয়ক তদন্ত কমিশনকে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত জোরপূর্বক গুমের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও জবাবদিহির আওতায় আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গতকাল শনিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা এ প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রধান উপদেষ্টা কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা আপনাদের যা যা প্রয়োজন, সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।'

কমিশনের সদস্যরা জানান, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সরকারকে তাঁরা একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দেবেন। এরপর বিষয়টি নিয়ে আরও কাজ করবেন তাঁরা।

বৈঠকে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, সরকার প্রয়োজনে কমিশনের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়াবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবে, যার মধ্যে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার জন্য আইনি বিধানের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁরা প্রায় ১ হাজার ৬০০টি অভিযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে ৪০০টি অভিযোগ যাচাই করেছেন।

বৈঠকে কমিশনের একজন সদস্য বলেন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা প্রতিশোধ নিতে পারেন, এমন আশঙ্কা থেকে অনেকে কমিশনে আসছেন না। এ থেকে বোঝা যায়, গুমের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। কমিশনের ওই সদস্য আরও বলেন, তাঁরা সন্দেহ করছেন যে গুমের সংখ্যা অন্তত ৩ হাজার ৫০০ হতে পারে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, কমিশনের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা পাওয়ার পরই অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৈঠকে উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, নূরজাহান বেগম, আদিলুর রহমান খান, এম সাখাওয়াত হোসেন, নাহিদ ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আবদুল হাফিজ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশীদ, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব মো. সিরাজ উদ্দিন মিয়া ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম উপস্থিত ছিলেন।

শুধু নির্বাচনের জন্য ২ হাজার মানুষ জীবন দেয়নি : সারজিস

প্রতিনিধি, *সিলেট ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেছেন, শুধু নির্বাচনের জন্য দুই হাজার মানুষ জীবন দেয়নি। অর্ধলাখ মানুষ রক্ত দেয়নি। সুষ্ঠু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সিস্টেমগুলোর যৌক্তিক সংস্কার করে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচনে যাওয়া উচিত।

গতকাল শনিবার সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সারজিস আলম এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, গত ১৬ বছর, এমনকি ৫৩ বছর ধরে সংবিধান এই বাংলাদেশকে, মানুষকে পাঁচ বছরের জন্য 'জনতার সরকার' উপহার দিতে পারেনি।

ভোট হতে হবে, এর সঙ্গে কোনো আপস নেই

বললেন তারেক রহমান

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

তারেক রহমান

জনগণকে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে সারিতে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, মানুষ যাকে ইচ্ছা (ভোট) দেবে, যাকে ইচ্ছা হবে না দেবে না; কিন্তু ভোট হতে হবে। এর সঙ্গে কোনো আপস নেই।

জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কর্মসূচি উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এ কথা বলেন। তিনি লন্ডন থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হন। রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গতকাল শনিবার বিকেলে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দেশ, দেশের মানুষ এবং জাতীয়তাবাদী শক্তি—এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে নেই বলেও মন্তব্য করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, এই ষড়যন্ত্র যদি রুখতে হয় অবশ্যই ভোটের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০ নভেম্বর থেকে তিন মাস সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সমাবেশ করার কর্মসূচি নিয়েছে বিএনপির অঙ্গসংগঠন কৃষক দল। গতকাল তারেক রহমান এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'এই কৃষক সমাবেশে আপনারা বহু শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রত্যেককে একটি বার্তা দিতে হবে যে ভাই, তুমি যে-ই রাজনীতিতে বিশ্বাস করো না কেন-একটি জায়গায় এসে দাঁড়াও। অর্থাৎ তোমার যাকে ইচ্ছা ভোট দাও। কিন্তু ভোট যাতে হয় এই ব্যবস্থাটা করতে হবে যেকোনো মূল্যে। ভোট হতে হবে।'

তারেক রহমান বলেন, 'ওই ডামি নির্বাচন হতে পারবে না, নিশিরাতের ভোট হতে পারবে না, দিনের আলোতে ভোট হতে হবে। যাকে খুশি তাকে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে, নিরাপদে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে। এইটার সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ নয়।'

নানা ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ষড়যন্ত্র যে থেমে নেই।

১৮ বিষয়ে অগ্রগতি সামান্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রমসচিব সফিকুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, ১৯টির মধ্যে দুটি কারখানায় বকেয়া মজুরি পরিশোধের বিষয়টির ইতিমধ্যে সমাধান হয়েছে। বাকি কারখানাগুলো নিয়ে আলোচনা চলছে।

নিম্নতম মজুরি পুনর্মূল্যায়নের জন্য ছয় মাসের মধ্যে একটি সক্ষমতা প্রতিবেদন তৈরির বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের তিনজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে এটি তৈরি হবে। এখন পর্যন্ত কমিটির দুটি বৈঠক হয়েছে। এ ছাড়া বার্ষিক নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ কমিটি মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় রেখে চলতি মাসের মধ্যে শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে বলে কথা রয়েছে। এ ব্যাপারে কাজ চলছে বলে মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

শ্রম আইন সংশোধনে অধ্যাদেশ হচ্ছে

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি বিষয়ে শ্রম আইন সংশোধন হওয়ার কথা। এগুলো হচ্ছে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা, তাঁদের সার্ভিস বেনিফিট দেওয়া এবং নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করা।

শ্রমসচিব বলেন, 'আইএলও পর্ষদ সভায় আমরা জানিয়ে এসেছি, অধ্যাদেশ জারি হতে মার্চ নাগাদ সময় লাগবে।'

মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে অনেক কারখানা ১২০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া শুরু করেছে। সংশোধিত শ্রম আইনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সার্ভিস বেনিফিট বলতে স্থায়ী, অস্থায়ী ও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে চাকরি করা শ্রমিকদের ইস্তফা দেওয়ার সুযোগ এবং বিপরীতে মজুরি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাঁচ বছর কাজ করলে তাঁদের যে এককালীন সুবিধা পাওয়ার কথা, সেটি এখানে থাকবে। সংশোধিত শ্রম আইনে এ বিষয়গুলো যোগ করে অধ্যাদেশ জারি করা হবে। শ্রম আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অন্যায্যভাবে শ্রমিক ছাঁটাই না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্যায্যভাবে ছাঁটাই হচ্ছে না। ছাঁটাই হলেও আইনানুগ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের।

উদ্যোগ নেই রেশনের ব্যাপারে

সমঝোতা বৈঠকে শ্রমিকদের জন্য রেশনব্যবস্থা চালু করতে মালিকদের কাছে প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পাশাপাশি সব পোশাক কারখানায় শ্রমিকের হাজিরা বোনাস, টিফিন ও নাইট বিল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রেশনের বিষয়ে এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। তবে হাজিরা বোনাসসহ বিল বৃদ্ধির বিষয়ে কারখানাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। তা বাস্তবায়নের বিষয়ে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে তদারকও করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল, শ্রমঘন এলাকায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপণ্য সরবরাহ করা হবে এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিও শ্রমঘন এলাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। কাজটি হয়েছে বলে শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণের তালিকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে

জুলাই-আগস্টে গণ-আন্দোলনে নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা দিতে একটি তালিকা হওয়ার কথা। এ তালিকা পরে যাবে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন'-এ। শ্রমিকনেতাদের কাছ থেকে তালিকা নিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয় তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এখনো এটি চূড়ান্ত করেনি।

এদিকে রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে যে কমিটি রয়েছে, সেই কমিটি একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ক্ষতিপূরণ দিতে অনেক টাকা অনুদান পেলেও খরচ করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। মালিক-শ্রমিকের সমঝোতায় বিষয়টি সুরাহা করার জন্য এলেও বিষয়টিতে কোনো অগ্রগতি নেই।

শ্রমিকদের মামলা প্রত্যাহার হয়নি

২০২৩ সালের মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনসহ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আগে অনেক হয়রানিমূলক ও রাজনৈতিক মামলা হয়েছে। এগুলো পর্যালোচনা করে আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার কথা ছিল। মজুরি আন্দোলনে মারা যাওয়া চারজন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে তথ্য যাচাইয়ের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় চিঠি পাঠিয়েছে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে।

জানা গেছে, শ্রমিক সংগঠন ও শ্রম অধিদপ্তর যৌথভাবে মামলার তালিকা তৈরি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। এখনো তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যায়নি। এ বিষয়ে নতুন করে অভিযুক্তদের শ্রম মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত মামলা আছে ৪২ জনের বিরুদ্ধে। তালিকা পাওয়ার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই করে সেগুলো আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। এরপর মামলা বাতিলের গেজেট হবে।

মামলা প্রত্যাহার নিয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'হয়রানিমূলক মামলাগুলোতে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগপত্র (চার্জশিট) হয়নি। ফলে বিষয়টা খুবই সহজ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে থানাগুলোতে একটা চিঠি দিলেই মামলাগুলোয় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া সম্ভব।'

চাঁদাবাজি বন্ধেও অগ্রগতি কম

ঝুট ব্যবসা নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবে চাঁদাবাজি হয়। চাঁদাবাজি বন্ধে কেন্দ্রীয় তদারক ব্যবস্থা তৈরি করার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রম অধিদপ্তর ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে একটি রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দুই দপ্তর এখন এ বিষয়ে কাজ শুরু করেছে।

কারখানায় নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন নিয়োগের সিদ্ধান্তও হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারখানার মালিকেরা বিষয়টি সমাধান করবেন। বিজিএমইএকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান আহমেদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে দুই পক্ষসহ সরকারকেও সক্রিয় হতে হবে। এই সময়ে কোনো কোনো ব্যবসায়ী যৌক্তিক কারণে অসুবিধায় থাকলেও কেউ কেউ আবার সুযোগ নিচ্ছেন। মজুরি বকেয়া রাখার কোনো অধিকার কারও নেই। মজুরি না দিলে শাস্তি—সরকারের দিক থেকে এটাই দর্শন হওয়া উচিত।

বকেয়া বেতন পরিশোধ, কারখানা বন্ধ না করা এবং ছাঁটাই না করা—এ তিন বিষয়ে জোর দিয়ে সৈয়দ সুলতান আহমেদ বলেন, 'ক্ষুধার্ত মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না। মুদিদোকানি অপমান করছেন, বাড়িওয়ালা অপমান করছেন, অথচ কারখানা মালিকের কাছে মজুরি পান শ্রমিক। এ শ্রমিকের ক্ষোভ কমানো যাবে তাঁর বকেয়াটা পরিশোধ করেই।' তিনি আরও বলেন, এ ধরনের সংকট মোকাবিলায় সরকারের দিক থেকে এমন একটি তহবিল গঠন করা দরকার, যেখানে প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকদের জন্য দুই মাসের মজুরি জমা থাকবে।

ট্রাম্প বিতর্কিত আদেশ দিলে মোকাবিলার পথ খুঁজছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রক্ষায় ও গণহারে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ দেশে পাঠাতে 'অ্যাকটিভ-ডিউটি'তে থাকা সদস্যদের কাজে লাগানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারে অনুগত ব্যক্তিদের ব্যাপক হারে নিয়োগ ও জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো থেকে 'দুর্নীতিবাজ' কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়ার ইঙ্গিত দেন।

প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্পের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের অনেকেরই বৈরী সম্পর্ক ছিল। এঁদের অন্যতম অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মার্ক মিলে। যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান থাকাকালে মার্ক মিলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে ট্রাম্পের ক্ষমতাকে সীমিত করেছিলেন। ইতিমধ্যে ট্রাম্প মার্কিন সামরিক নেতাদের 'দুর্বল' ও 'অক্ষম' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রস্তুতি চলছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা সবচেয়ে খারাপ দৃশ্য সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছি ও পরিকল্পনা সাজাচ্ছি। তবে এসব কীভাবে (কার্যকর) হবে, আমরা এখনো তা জানি না।'

নির্বাচনে ট্রাম্প জেতায় পেন্টাগনের ভেতর প্রশ্নও উঠেছে, যদি তিনি বেআইনি আদেশ দেন, বিশেষ করে এ বিভাগে তাঁর নিয়োগ দেওয়া রাজনৈতিক নেতারা যদি পিছু না হটেন, তখন কী হবে।

এ বিষয়ে আরেক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, 'সেনাদের বিধিবহির্ভূত আদেশ অমান্য করার অধিকার আইনেই আছে। তবে প্রশ্ন হলো, এরপর কী হবে। আমরা কি জ্যেষ্ঠ সামরিক নেতাদের পদত্যাগ করতে দেখব?'

পেন্টাগনকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভার ট্রাম্প কাকে দেন, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। তবু কর্মকর্তারা আশা করেন, ট্রাম্প ও তাঁর নিয়োগ করা কর্মকর্তারা সামরিক নেতাদের সঙ্গে 'বৈরী' সম্পর্ক এড়ানোর চেষ্টা করবেন; যেমন সম্পর্ক তাঁর প্রথম মেয়াদে দেখা গেছে।

ট্রাম্পের প্রথম শাসনামলে দায়িত্ব পালন করা সাবেক এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, 'ট্রাম্পের প্রথম শাসনামলে হোয়াইট হাউস ও প্রতিরক্ষা বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সত্যিকার অর্থে খারাপ। তাই আমি জানি, এখন ট্রাম্প প্রশাসন কীভাবে প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য কর্মী বাছাই করবে। এটি পেন্টাগন কর্মকর্তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়।'

ট্রাম্প যদি নির্বাহী আদেশ 'শিডিউল এফ' পুনর্বহাল করেন, সে ক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসনের বেসামরিক কোন কর্মীরা এটির শিকার হতে পারেন, তা বোঝার চেষ্টা করছেন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা। নির্বাহী ওই আদেশ প্রথম জারি করা হয়েছিল ২০২০ সালে। আদেশটি কার্যকর হলে দেশজুড়ে বিপুলসংখ্যক অরাজনৈতিক সরকারি কর্মী প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের আওতায় আসবেন; যাতে খুব সহজে চাকরিচ্যুতির শিকার হতে পারেন তাঁরা।

'ঘরের ভেতরের শত্রু'

অনেক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারই এ মুহূর্তে বড় চিন্তার বিষয়, ট্রাম্প কীভাবে মার্কিন সামরিক শক্তিকে অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যবহার করেন, সেটি।

গত মাসে ট্রাম্প বলেন, সামরিক বাহিনীকে 'ঘরের ভেতরের শত্রু' ও 'উগ্রবাদী বাম খ্যাপাটেদের' মোকাবিলায় ব্যবহার করা উচিত।

নির্বাচনের দিন বিরোধীদের সম্ভাব্য বিক্ষোভের দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, 'আমি মনে করি, প্রয়োজনে ন্যাশনাল গার্ড দিয়ে বা সত্যিই প্রয়োজন হলে সামরিক বাহিনীকে দিয়ে সহজেই বিক্ষোভ ঠেকানো যায়।'

ট্রাম্পের আগের শাসনামলে কাজ করেছেন এমন কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা তাঁর কর্তৃত্ববাদী চেতনা বা ঝোঁকের বিষয়ে গত কয়েক বছর ধরে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে আছেন মার্ক মিলে, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাবেক চিফ অব স্টাফ জেনারেল (অব.) জন কেলি। নির্বাচনের আগে কেলি বলেছিলেন, ট্রাম্প 'ফ্যাসিস্টের সাধারণ সংজ্ঞায়' পড়েন। তিনি হিটলারের নাৎসি জেনারেলদের আনুগত্যের কথা বলেন।

একজন কমান্ডার ইন চিফের (প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প) ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহার থেকে সামরিক বাহিনীকে রক্ষায় আগেভাগেই পেন্টাগনের করার কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে ট্রাম্পের আদেশের বৈধতার বিষয়ে প্রতিরক্ষা বিভাগের কৌঁসুলিরা সামরিক নেতাদের সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু সত্যিকার এমন কোনো আইনি সুরক্ষা নেই, যা দিয়ে রাজপথে সেনা মোতায়েন থেকে ট্রাম্পকে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনে কাজ করা প্রতিরক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, তাঁর বিশ্বাস, ট্রাম্প সম্ভবত দেশের দক্ষিণে কাস্টমস ও সীমান্ত সুরক্ষায় অতিরিক্ত 'অ্যাকটিভ-ডিউটি' বাহিনীকে কাজে লাগাবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে এরই মধ্যে 'অ্যাকটিভ-ডিউটি'সহ ন্যাশনাল গার্ড ও রিজার্ভ বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন গত বছর সীমান্তে ১ হাজার ৫০০ অ্যাকটিভ-ডিউটি সদস্য পাঠায়। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন আরও কয়েক শ সদস্য।

সাবেক ওই প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, ট্রাম্পের গণহারে অভিবাসী তাড়ানোর পরিকল্পনা কার্যকর করতে ভবিষ্যতে এই সেনাদের যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে পাঠানোও অসম্ভব কিছু না। যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে রাস্তায় সেনা নামানো হলে সেটিকে হালকাভাবে দেখার কিছু নেই।

“ গত ১৬ বছর, এমনকি ৫৩ বছর ধরে সংবিধান এই বাংলাদেশকে, মানুষকে পাঁচ বছরের জন্য জনতার সরকার উপহার দিতে পারেনি।

সারজিস আলম, সাধারণ সম্পাদক, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, গতকাল সিলেটে সাংবাদিকদের

সংক্ষেপে

আইসিএসসি সদস্য হলেন জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি

জাতিসংঘে (ইউএন) বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিত নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের (আইসিএসসি) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দুটি শূন্য আসনের জন্য বাংলাদেশ, চীন ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশ ও চীনের প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বলে গতকাল শনিবার পাওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রদূত মুহিত ২০২৫ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের জন্য আইসিএসসির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আইসিএসসি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ সংস্থা, যা ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। এটি জাতিসংঘের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিপূরণ ও এনটাইটেলমেন্ট-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ করার জন্য প্রধান সংস্থা। পেশাদার কূটনীতিক মুহিত ২০২২ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

বাসস, *ঢাকা*

পরিচর্যা

শীতকালীন সবজি মুলার পরিচর্যা করছেন এক কৃষক। গতকাল ফরিদপুর সদরের শোলাকুণ্ড এলাকায়। আলীমুজ্জামান

ঢাকা মেডিকেলে ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু

রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর এলাকায় একটি হোটেলে ভারতীয় এক নাগরিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মারা গেছেন। তাঁর নাম আকবর আলী মণ্ডল (৩৮)। গত শুক্রবার দিবাগত রাত চারটার দিকে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাঁর বাড়ি ভারতের মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার কাটা কোপরা গ্রামে। অসুস্থ অবস্থায় আকবর আলী মণ্ডলকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান রহমান নামের এক ব্যক্তি। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ভারতীয় নাগরিক আকবরসহ ছয় বন্ধু মিরপুরের একটি হোটেলে ওঠেন। ঘুমের মধ্যে আকবর অচেতন হয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁকে মিরপুরের ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দিবাগত রাত চারটার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মিরপুর থানার এসআই শামসুন্নাহার বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে টিকা সংরক্ষণ যন্ত্র

স্বাস্থ্যে অবহেলা

ইপিআইয়ের অনুরোধে কোল্ড রুম এনেছে ইউনিসেফ। পাওয়ার পর ব্যবহারে উদ্যোগী নয় প্রতিষ্ঠানটি।

শিশির মোড়ল, *ঢাকা*

সাতটি জেলায় টিকা সংরক্ষণের মূল্যবান সামগ্রী পড়ে আছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) কর্মকর্তাদের অলসতায় ‘ওয়াক-ইন-কোল্ড রুম’ নামের এই সামগ্রী স্থাপন করা হচ্ছে না। পড়ে থাকায় এগুলো নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

টিকাবিষয়ক বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্যাভির আর্থিক সহায়তায় এই সাতটি ওয়াক-ইন-কোল্ড রুম বাংলাদেশকে সরবরাহ করেছে ইউনিসেফ। ফেনী, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পিরোজপুর—এই সাত জেলায় একটি করে কোল্ড রুম পাঠানো হয়েছে গত এপ্রিলে। কিন্তু সেগুলো স্থাপন বা ইনস্টল করা হয়নি।

কোল্ড রুম টিকা সংরক্ষণের জন্য বড় আকারের একটি সামগ্রী। বলা যায়, বড় আকারের রেফ্রিজারেটর। এর মধ্যে একসঙ্গে ১০ লাখ টিকা রাখা যায়। তাপনিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এর সঙ্গে বেশ কিছু স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আছে। প্রশিক্ষিত যন্ত্রবিদ বা প্রকৌশলীরা ‘ওয়াক-ইন-কোল্ড রুম’ স্থাপন করেন। জেলা পর্যায়ে এ ধরনের প্রকৌশলী নেই। সাধারণত ইপিআইয়ের ঢাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রকৌশলী গিয়ে এ ধরনের সামগ্রী বা যন্ত্র স্থাপন করে দেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সিভিল সার্জন এস এম মাহমুদুর রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমরা স্থানীয়ভাবে কোল্ড রুম স্থাপন করতে পারব না, সেই সক্ষমতা নেই। এর জন্য ঢাকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসতে হবে।’ ফেনীর সিভিল সার্জন জানেন না ঠিক কোন কারণে তাঁর জেলায় কোল্ড রুম স্থাপন করা হয়নি।

ইপিআইয়ের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক শাহাবুদ্দিন ৮ নভেম্বর *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি মনে করতে পারেন না ঠিক কোন কারণে কোল্ড রুমগুলো স্থাপন করা হয়নি। জানার পর তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

ইপিআই ও দাতাদের সূত্রে জানা গেছে, ইপিআই ২০২৩ সালে টিকার ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য ইউনিসেফকে অনুরোধ জানায়। তারা সাতটি জেলায় অবকাঠামো নির্মাণ, অবকাঠামো সংস্কারসহ সাতটি কোল্ড রুম স্থাপনের কথা বলে। ইউনিসেফ গ্যাভির আর্থিক সহায়তায় তিনটি জেলায় নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করে ও বাকি চারটি জেলায় সংস্কার করে। পাশাপাশি ফিনল্যান্ড থেকে সাতটি কোল্ড রুম আনা হয়। প্রতিটি কোল্ড রুমের জন্য খরচ হয় ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এগুলো এ বছর মার্চে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছায় এবং এপ্রিলে সাতটি জেলায় তা পৌঁছে যায়। কিন্তু এর পর থেকে সেগুলো পড়ে আছে। এর মধ্যে ইউনিসেফের পক্ষ থেকে এগুলো স্থাপন করার জন্য একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে ইপিআই কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু ইপিআই কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। ইউনিসেফের চিঠির কথাও মনে করতে পারেননি ইপিআইয়ের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক।

> “ বাংলাদেশের জন্য দেওয়া গ্যাভির টিকা ফ্রিজগুলো কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না, ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছে, এর পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি বা গাফিলতি আছে কি না, তা অনুসন্ধান করে দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা প্রয়োজন।
>
> **কাজী সাইফউদ্দীন বেননূর**, আহ্বায়ক, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ ফোরাম

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যন্ত্র কেনার পর সেগুলো পড়ে থাকার বহু নজির আছে। ঠিক সময়ে বাক্স না খোলায় যন্ত্র ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। অনেক সময় ‘ওয়ারেন্টি পিরিয়ড’ শেষ হয়ে যায়। স্বাস্থ্য খাতে এ ধরনের অবহেলা, অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

এ ব্যাপারে নাগরিক সংগঠন সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ ফোরামের আহ্বায়ক কাজী সাইফউদ্দীন বেননূর *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশের জন্য দেওয়া গ্যাভির টিকা ফ্রিজগুলো (ওয়াক-ইন-কোল্ড রুম) কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না, ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছে, এর পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি বা গাফিলতি আছে কি না, তা অনুসন্ধান করে দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা প্রয়োজন। কেউ যদি দায়ী হয়ে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এগুলোকে এখনই সক্রিয় করে কাজে লাগাতে হবে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন **প্রতিনিধি**, *চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ফেনী*]

‘ছাত্রলীগ আন্দোলনে না যেতে হুমকি দিয়েছিল’

ওয়েবিনারে রংপুরের শিক্ষার্থীরা

‘মৃত্যুর মুখোমুখি : জুলাই ১-৩৬ বিপ্লবে আবু সাঈদের রংপুরে কী ঘটেছিল?’ ব্যানারে এই সেমিনারের আয়োজন করে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গোয়েন্দা সংস্থা ফোনে হুমকি দিয়ে, বাসার সামনে ছাত্রলীগ অস্ত্রসহ মহড়া দিয়ে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করেছে বলে জানান সাবিনা আক্তার। সাজ্জাদকে নানাবাড়ি ও মেসে পালিয়ে থাকতে হয়েছে। তবে এসব হুমকি ও ভয় উপেক্ষা করে রংপুরের এই শিক্ষার্থীরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছেন, পাশে ছিলেন পুলিশের গুলিতে নিহত আবু সাঈদের।

গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজের উদ্যোগে আয়োজিত এক ওয়েবিনারে তাঁরা এসব অভিজ্ঞতা জানান। ‘মৃত্যুর মুখোমুখি : জুলাই ১-৩৬ বিপ্লবে আবু সাঈদের রংপুরে কী ঘটেছিল?’ ব্যানারে আয়োজিত এই ওয়েবিনারে রংপুরের তিন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাবিনা আক্তার প্রতিদিনই মাঠে থেকে আন্দোলনে অংশ নেন। তিনি বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা নানাভাবে হুমকি দিতেন। দমিয়ে রাখার জন্য ফোনে হয়রানিমূলক কথা বলতেন। গত ৫ আগস্টের পর এসে ক্ষমা চান তাঁরা।

সাবিনা মেসে থাকতেন। জানান, ৪ আগস্ট সকালে তিনি দেখতে পান, মেসের সামনে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা অস্ত্রসহ এসে বসে আছেন। সেদিন আন্দোলনে না যাওয়ার জন্য ভয় দেখিয়েছিলেন তাঁরা।

রংপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেন আবু সাঈদকে গুলি করার সময় ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন। ১৬ জুলাইয়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, দুপুর থেকে শহরে সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জমায়েত করেন। একসময় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগোতে চান। দুপুরের পর বর্তমান আবু সাঈদ গেটের সামনে সাঈদের সঙ্গে দেখা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সাঈদের তর্ক হয়। এর মধ্যে পেছন থেকে একজন পুলিশ সদস্য ফাঁকা গুলি ছোড়েন। এতে অনেকেই ছোটাছুটি শুরু করেন। এক শিক্ষার্থীকে ধরে পেটান। পেছন থেকে সাঈদকে মাথায়ও আঘাত করেন। তখন সাজ্জাদ ওখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য সাঈদকে বলতে থাকেন; কিন্তু সাঈদ পুলিশের সামনে বুক পেতে দাঁড়ান। পুলিশ তাঁকে গুলি করে। সরকার পতনের আগপর্যন্ত পালিয়ে থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন বলে জানান। নিজেও সাঈদের নিহত হওয়ার ঘটনার দিন আহত হন।

জুলাইয়ের শুরু থেকেই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলন একসময়ে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনে প্রশাসন, পুলিশ, ছাত্রলীগ একযোগে বাধা দিত। গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এসে নানা তথ্য নিতেন।

সাবিনা ইয়াসমিন আরও বলেন, আবু সাঈদ যখন মারা যান, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে কোথায় রাখা হয়, তা অনেকক্ষণ কাউকে জানানো হয়নি। নোংরা একটা পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। যে মানবিকতাটুকু দরকার ছিল, সেটাও পাননি সাঈদ। তাঁর বন্ধুদের চাপে রাখা হয়।

ওয়েবিনারে কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ নৃশংসতা ও বর্বরতার অনেক প্রমাণ রেখে গেছে। এগুলো নথিভুক্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এত বীভৎসতার পরও শেখ হাসিনা নিজেই ইচ্ছা করে কল রেকর্ড প্রকাশ করে এখনো দেখে নেওয়ার কথা বলে যাচ্ছেন। কোনো অনুতাপ নেই।

ওয়েবিনার সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক মনির হায়দার। এতে অংশ নেন মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান।

মেনন, ইনু, শমী ও তাপস কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

এ ছাড়া উত্তরা পশ্চিম থানার হত্যাচেষ্টার এক মামলায় অভিনেত্রী শমী কায়সার ও বেসরকারি টেলিভিশন গানবাংলার চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপসকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ঢাকার সিএমএম আদালত গতকাল শনিবার এ আদেশ দেন।

পুলিশ ও আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় গ্রেপ্তার রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনুকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গতকাল আদালতে হাজির করে পুলিশ। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

উত্তরা পূর্ব থানার মামলায় তিন দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শমী কায়সার ও তাপসকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। গত ২২ আগস্ট মেনন, ২৬ আগস্ট ইনু, ৩ নভেম্বর তাপস ও ৫ নভেম্বর গ্রেপ্তার হন শমী কায়সার।

এদিকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলককে গতকাল রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এর আগে যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় তাঁকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছিল পুলিশ।

জাতীয় নাগরিক কমিটির আয়োজনে ‘জুলাই জাগরণী’ অনুষ্ঠানে ‘আয়নাঘর’ ও ‘রক্ত গ্রহণ’ নামের দুটি মূকাভিনয় পরিবেশন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইম দল। গতকাল রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : আশরাফুল আলম

গানের সুর, কবিতার ছন্দ, প্রামাণ্যচিত্রে জুলাই জাগরণী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কিশোর শাহরিয়ার খান আনাস মায়ের কাছে চিঠি লিখে রেখে মিছিলে গিয়েছিল। ক্ষমতাসীন সরকারের পতন হলো, কিন্তু আনাস আর ফিরল না মায়ের কোলে। মাত্র ১৬ বছরের আনাসের লেখা সেই চিঠি পড়ার মধ্য দিয়েই গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শুরু হয়েছিল ‘জুলাই জাগরণী’ নামের জুলাই ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর আয়োজন করে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল জুলাই-আগস্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে। এরপর অনুষ্ঠানের মূল পরিবেশনা শুরু হয় নাজহাতুল তোয়ার শহীদ আনাসের চিঠি পাঠের মধ্য দিয়ে।

পরে বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থী সানজিদা প্রমি দুটি গান গেয়েছেন, ‘আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটি পলাশ ফুলের মালা’ এবং ‘সেই রেললাইনের পাশে’। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিমেল গেয়েছেন দুটি লোকগান ‘তোমার ঘরে বাস করে কারা’ এবং ‘তোমাকে দেখিবার মনে চায়।’

এরপর জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা রওশন আরার কবিতা ‘গোল্ড ফিশের কান্না’ ও সেলিম রেজা নিউটনের কবিতা ‘রাজকীয় মুক্তির ছলনা’ আবৃত্তি করেন মাহবুবুর রহমান।

‘আয়নাঘর’ ও ‘রক্ত গ্রহণ’ নামের দুটি মূকাভিনয় পরিবেশন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইম দল। ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়’ গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন অদ্রী। ‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’ গানের সঙ্গে দ্বৈত নৃত্য পরিবেশন করেন উজ্জ্বল ও শামীম। জাহিদ আখতারের লেখা ‘নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ’ আবৃত্তি করেন দীপক সুমন।

গাজী-কালুর গান পরিবেশন করেন মাগুরা থেকে আসা লোকসংগীতশিল্পী আবদুস সাত্তার ও তাঁর দল। লালন সাঁইয়ের গান গেয়ে শোনান কোহিনূর আক্তার। আলেয়া বেগম গেয়েছেন মারফতি গান। এ ছাড়া ছিল এই প্রজন্মের শিল্পী সেজান, তাকবিরসহ অনেকের পরিবেশনায় র‍্যাপসংগীত। এ ছাড়া ছিল জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে জুলাই ম্যাসাকার আর্কাইভ নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র এবং জীবন আহমেদ ও মাহমুদুজ্জামানের তোলা আলোকচিত্রের প্রদর্শনী।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তাজনূভা জাবীন ও মানজুর-আল-মতিন। আয়োজন সম্পর্কে কমিটির মুখপাত্র সামান্থা শারমিন বলেন, কবিতা, গান, গ্রাফিতি, নাটকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পীরা এই অভ্যুত্থানকে তুলে ধরেছেন। এই জাগরণ যেন স্তিমিত না হয়ে পড়ে এবং তাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান।

৫% মানুষ অনলাইন তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে পারেন

ইউনেসকোর প্রতিবেদন

১৬টি উচ্চ আয়ের দেশ এবং বাংলাদেশসহ ৭টি মধ্যম আয়ের দেশের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এ প্রতিবেদনে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি বছরের মাঝামাঝি সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ব্যথা কমানো ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের নামে ওষুধের ভুয়া প্রচার শুরু হয় ব্যাপকভাবে। সাধারণ লোকজনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করতে ওষুধের প্রচারে *প্রথম আলোর* ওয়েবসাইট ও লোগো নকল করে অণুজীববিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহার ভুয়া সাক্ষাৎকারও বানানো হয়। ভুয়া একটি ওষুধ বিক্রির এ প্রচারণার বিরুদ্ধে গত ১ জুলাই রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন সেঁজুতি সাহা। ৩ জুলাই *প্রথম আলোকে* তিনি জানান, ওই পণ্য সম্পর্কে তাঁর কিছুই জানা নেই।

আগস্টে পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক হারে বন্যা ছড়িয়ে পড়লে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে ভুয়া ছবি ও খবর প্রচার হয় ব্যাপক হারে। ‘ফেনীতে বাচ্চাসহ ৪২৮ জনের মৃত্যু, নোয়াখালীতে ৩৮৫ জনের মৃত্যু, কুমিল্লাতে ১০৩ জনের মৃত্যু’—এমন ভুয়া তথ্য একটি টেলিভিশন চ্যানেলের লোগো ব্যবহার করে ফটোকার্ড তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ফেসবুকে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় ও অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময় গণমাধ্যমকে জড়িয়ে ব্যাপক হারে অপতথ্য ছড়ানো হয়।

শুক্রবার জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো প্রকাশিত ‘বৈশ্বিক শিক্ষা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ২০২৪-২৫’-এ বলা হয়েছে, অনলাইনে পাওয়া তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে পারেন এমন তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হার বাংলাদেশে ৫ শতাংশের বেশি নয়। অর্থাৎ দেশের তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন অনলাইনের তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে পারেন। ইরান ও ভিয়েতনামের অবস্থাও বাংলাদেশের মতোই। অপর দিকে উন্নত দেশগুলোতে ৩৮ শতাংশ তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অনলাইনের তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে পারেন।

১৬টি উচ্চ আয়ের দেশ এবং বাংলাদেশসহ ৭টি মধ্যম আয়ের দেশের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের উপাত্ত তালিকায়। মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ইরান, ভিয়েতনাম, আলবেনিয়া, সার্বিয়া, মঙ্গোলিয়া ও মরোক্কো। উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সুইজারল্যান্ড, বাহরাইন, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া, কুয়েত, রাশিয়া, গ্রিস, স্লোভাকিয়া, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, মাল্টা, লুক্সেমবার্গ ও রোমানিয়া।

তথ্যব্যবস্থায় প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ‘ডিজিটালি রাইট’-এর তথ্য যাচাইয়ের উদ্যোগ ডিসমিসল্যাবের প্রধান গবেষক মিনহাজ আমান *প্রথম আলোকে* বলেন, সামাজিক বা রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে মানুষ তথ্য পেতে চায়। ওই সময় মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, আবেগ-অনুভূতিকে লক্ষ্য করে অপতথ্য ও ভুল তথ্য ছড়ানো হয়।

অপতথ্য কী পরিমাণ ছড়ায়, তার একটি তথ্য উঠে এসেছে সম্প্রতি রিউমার স্ক্যানারের এক প্রতিবেদনে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসে অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী সময়ে গণমাধ্যমকে জড়িয়ে ১৯৯টি এবং অভ্যুত্থানের পর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২৫টি ফ্যাক্ট চেকে অপতথ্য তুলে ধরেছে প্রতিষ্ঠানটি। এসব ঘটনায় বিদেশি ৩টিসহ ২৮টি গণমাধ্যমকে জড়ানো হয়েছে।

প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান কম থাকায় অনেকে ভুল তথ্য বা অপতথ্য যাচাই করতে পারেন না বলে মনে করেন রিউমার স্ক্যানারের হেড অব অপারেশন সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ভুল তথ্য বা অপতথ্য বিশ্বাস করার আগে তা যাচাই করার বেশ কিছু উপায় আছে। ভুঁইফোড় কোনো প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্য শেয়ার না করে গণমাধ্যমের মূল পেজগুলো ঘুরে আসা, নিউজফিডে আসা ভুয়া তথ্য ঠেকাতে সেসব তথ্যে আগ্রহ না দেখানোর অপশনে ক্লিক করা এবং ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে পারেন যে কেউ। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তুলতে স্কুলে তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ের বইয়ে ফ্যাক্ট চেকিং নামে আলাদা অধ্যায় রাখা উচিত।

রাজধানীতে ট্রাফিক পুলিশের জরিমানা | রাজধানীতে গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার ৭৬ লাখ ২৮ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করেছে ট্রাফিক পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চার জেলায় ৩ মোটরসাইকেল আরোহীসহ নিহত চারজন

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন মোটরসাইকেল ও একজন বাইসাইকেল আরোহী। গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল শনিবার দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার চৈত্রঘাট ব্রিজের পাশে গতকাল সকালে মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন হামদান সোহান (২১) নামের এক কলেজছাত্র। এ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে মোটরসাইকেলে থাকা দুজন আহত হয়েছেন।

হামদান মৌলভীবাজার শহরের মুসলিম কোয়ার্টার এলাকার মঈন আহমদের ছেলে। তিনি মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। আহত দুই তরুণও একই এলাকার বাসিন্দা।

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জামতলা এলাকায় গতকাল দুপুরে মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী রতন কুমার দে (৪০)। তিনি রংপুরের একটি বেসরকারি ক্লিনিকের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ছিলেন। তাঁর বাড়ি রংপুর নগরের উত্তর হাজিরহাট পূর্বপাড়ায়।

পীরগঞ্জের বড় দরগাহ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী বাঁ লেন থেকে ডান লেনে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন।

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার কালভৈরব বাজার এলাকায় শুক্রবার রাতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কালভার্টের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত হন ফিরোজ হোসেন ওরফে জিহাদ বাবু (৫৫)। তিনি উপজেলার ভেলাগুড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

কালীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক এরশাদুল ইসলাম বলেন, কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই ফিরোজ হোসেনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার রাজাপুর এলাকায় শুক্রবার রাতে বাসচাপায় নিহত হন বাইসাইকেল আরোহী সাইফুল ইসলাম (৩৪)। ওই এলাকায়ই তাঁর বাড়ি। পেশায় তিনি কৃষক ছিলেন।

এই প্রতিযোগিতা জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘জিততে হলে পড়তে হবে’ স্লোগানে চতুর্থবারের মতো অনলাইন পাঠক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের পঞ্চম দিন গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত পঞ্চম দিনের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন। এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ১০ দিন ঠিক একই সময়ে।

পঞ্চম দিন দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চসংখ্যক সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন চট্টগ্রামের জয় চৌধুরী, মোহাম্মদ আসিফুর রহমান; দিনাজপুরের মো. নাঈম চৌধুরী; ঢাকার মমিজি আরজমীর, আহমেদ ইশতিয়াক ফেরদৌস, আয়শা আক্তার, তানজিম আকরাম, নুসরাত জেরিন; কুমিল্লার মো. নুরুল আমিন, মো. ইসতিয়াক হাসান; সাতক্ষীরার মাছুম বিল্লাহ; গাজীপুরের মৌসুমী আক্তার, রুদ্র নীল; ময়মনসিংহের রাকিবুল হাসান; হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান।

বিজয়ী জয় চৌধুরী বলেন, এই কুইজ প্রতিযোগিতা জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করছে এবং ধারাবাহিকভাবে উৎসাহ প্রদান করে চলেছে।

আয়োজকেরা জানান, প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ১৫ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ২ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকার গিফট চেক। ১০ দিনে মোট ১৫০ জন বিজয়ী পাবেন মোট ৩ লাখ টাকার গিফট চেক।

উল্লেখ্য, পাঠক কুইজের প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মোট ১০ মিনিট করে সময় পেয়েছেন। কুইজে অংশগ্রহণ করতে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে prothomalo.com/quiz ওয়েবসাইটে।

পঞ্চম দিনের পাঠক কুইজ

জয় চৌধুরী

মমিজি আরজমীর

নাঈম চৌধুরী

রাজনীতি, ঠিকাদারি ছিল ফরহাদ পরিবারের দখলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে বিয়ে করেন। ২০১৪ সালে মেহেরপুর-১ আসনের এমপি হওয়ার পর ২০১৫ সালের অক্টোবরে সরাসরি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বনে যান। সবশেষ ২০২২ সালেও দলের সম্মেলনে তিনি একই পদ পান। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান ফরহাদ হোসেন। সর্বশেষ ২০২৪ সালে তৃতীয়বারের মতো এমপি হয়ে জনপ্রশাসনমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে ছিলেন ফরহাদ হোসেন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় মেহেরপুরে সাবেক এই মন্ত্রীর বাসভবনের সামনের গাড়ি রাখার টিনের ছাউনি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ফরহাদ হোসেনের ‘ব্যক্তিগত কার্যালয়ে’ ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে শহরের বড়বাজার সড়কে পৌর কমিউনিটি হলের সামনে ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেনের বাণিজ্যিক তিনতলা ভবনের নিচতলার একটি দোকান পুড়িয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর আদাবর থানার পোশাককর্মী রুবেল হত্যা মামলায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে ফরহাদ হোসেনকে রাজধানীর ইস্কাটন থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। বর্তমানে তিনি কারাগারে।

আওয়ামী লীগে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার পর থেকে ফরহাদ হোসেন স্ত্রীসহ অন্তত ১৭ স্বজন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পদ পেয়েছেন। ভগ্নিপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি, বোন শামীম আরা মহিলাবিষয়ক সম্পাদক, স্ত্রী সৈয়দ মোনালিসা ও চাচাতো ভাই আমিরুল ইসলাম সদস্য পদে আছেন। বড় ভাই ইকবাল হোসেন মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি। বাবার ফুফাতো ভাই সদ্য প্রয়াত বোরহান উদ্দিন ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ফুফাতো ভাই মোমিনুল ইসলাম সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। ভাতিজা আদিব হোসেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ও ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে আছেন।

আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাত নেতা *প্রথম আলো*কে বলেন, ফরহাদের আধিপত্যের বিরোধিতা করা দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন তিনি। এ নিয়ে দলের মধ্যে দুটি ধারা তৈরি হয়, যার অন্যপক্ষে নেতৃত্ব দিতেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মিয়াজান আলী, সহসভাপতি ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

গোলাম রসুল *প্রথম আলো*কে বলেন, ফরহাদ হোসেন সৈয়দ আশরাফের চাচতো বোনকে বিয়ে করে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। দশম সংসদ নির্বাচনে হঠাৎ তাঁর আর্বিভাব ঘটে মেহেরপুরের আওয়ামী রাজনীতিতে। এমপি বনে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগকে পারিবারিক দল হিসেবে গড়ে তোলেন। প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে নিজের একক নিয়ন্ত্রণে নেন। ২০১৪ সাল থেকে জেলায় সরকারের যতগুলো উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, এসব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর স্বজনেরা করেছেন।

ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বলছেন, মেহেরপুরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উন্নয়নকাজের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ করতেন ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস ও ভাই সরফরাজ হোসেন। মূলত অন্যদের প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ নিয়ে বাবলু বিশ্বাস তা নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারেরা।

২০২২ সালের ২১ ডিসেম্বর জেলা পরিষদের আহ্বান করা মুজিবনগর-দর্শনা সড়কের ১৪০টি গাছ বিক্রির দরপত্রে অংশ নিতে গিয়েছিলেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক মজিরুল ইসলাম ও আবদুল লতিফ। দরপত্র জমাদানের সময় হামলার শিকার হন তাঁরা। ওই সময় ১৮টি শিডিউল বিক্রি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জমা পড়ে মাত্র দুটি। শেষে মাত্র ৭০ লাখ টাকায় গাছগুলো কিনে নেন ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন।

২০২১ সালের ২১ জুন নিজ দপ্তরে মারধরের শিকার হন মেহেরপুরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) উপবিভাগীয় প্রকৌশলী অনুজ কুমার দে। ঘটনার পর এই প্রকৌশলী বলেছিলেন, শহীদুল এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সওজের একটি সড়ক সংস্কারের ঠিকাদারি কাজ পায়। ওই কাজ দেখভাল করার দায়িত্বে ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম ও ছাত্রলীগ কর্মী রাশেদুল ইসলাম। তাঁরা ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাসের কর্মী হিসেবে পরিচিত। তাঁরা দপ্তরে এসে কাজ সম্পন্ন না করেই বিল তুলতে চাপ প্রয়োগ করেন। রাজি না হওয়ায় একপর্যায়ে তাঁরা দুজন মারধর করে চলে যান। ওই ঘটনায় তখন থানায় কোনো মামলা করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান তিনি।

গত বছরের ২০ অক্টোবর সরফরাজ হোসেনের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক প্রত্যাখ্যানের (ডিজঅনার) মামলা করেছেন দেবাশীষ বাগচি নামের এক ব্যক্তি। একসময় তিনি সরফরাজের ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ২০১৫ সাল থেকে তিনি সরফরাজের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫টি দরপত্র তিনি প্রভাব খাটিয়ে বাগিয়ে নেন। এর আনুমানিক মূল্য ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালে জানুয়ারিতে সরফরাজ হঠাৎ কিছু না বলে তাঁকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেন। পাওয়া টাকা চাইলে পুলিশ দিয়ে হয়রানি শুরু করেন। একপর্যায়ে পাওনা টাকা বাবদ গত বছরের ১২ জুলাই ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক দেন। কিন্তু পরে দেখা গেছে, ব্যাংক হিসাবে কোনো টাকা নেই। পরে আদালতে মামলা করেন।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০১৪ সালের আগে ছোট একটি ওষুধের দোকানে বসতেন সরফরাজ হোসেন। ভাই এমপি হওয়ার পরপরই তিনি ঠিকাদারি ব্যবসায় যুক্ত হন। প্রভাব বিস্তার করে দরপত্র বাগিয়ে নিতেন। এরপর তিনি পৌরসভা কমিউনিটির সামনে বড় বাজার সড়কের পাশে ৬ কাটা জমি কিনে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করেন।

সরকার পতনের পর মেহেরপুর শহরে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন ক্ষুব্ধ জনতা। ছবি : প্রথম আলো

দাপট দেখিয়েছেন ভাই-ভগ্নিপতি

বাবলু বিশ্বাস দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ফরহাদ হোসেনের পক্ষে এক সভায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আবদুল মান্নানকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ‘কিসের ভয় দেখায়, আমি তো বুঝতি পারিনি। আমার চেয়ে মস্তান বেশি আছে কেউ? আমার চেয়ে যন্ত্রপাতি কারও বেশি আছে? আমার চেয়ে কি টাকা তাদের বেশি আছে? তাহলে ভয় কিসের দেখায়?’ একই সভায় তিনি বলেছিলেন, ‘পিরোজপুর ইউনিয়নের চারটি সেন্টারে (ভোটকেন্দ্রে) আমি যেন দেখতে না পাই কোনো এজেন্ট আছে ওই চাপা দেওয়া জিনিসের (ট্রাক প্রতীকের)।’

বাবলু বিশ্বাস সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এলাকাবাসী *প্রথম আলো*কে বলেন, ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি হওয়ার সুবাদে এই ইউনিয়নে বাবলু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কারও কোনো কথা বলার সাহস ছিল না। ১০ বছর এই গ্রামের দাদ বিল তিনি দখলে রেখেছিলেন। ৫ আগস্টের পর স্থানীয় লোকজন বাবলু বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন। এর পর থেকে তাঁরা পলাতক।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা ও বালক উচ্চবিদ্যালয়ে দুটি ছয়তলাবিশিষ্ট একাডেমি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। প্রতিটি ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ছয় কোটি টাকা। বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের ঠিকাদার বাবলু বিশ্বাস, বালক বিদ্যালয়টির ঠিকাদার সরফরাজ হোসেন। পাশাপাশি অবস্থিত বিদ্যালয় দুটির শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকেদের অভিযোগ, তাঁরা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখল করে ভবন নির্মাণের সামগ্রী রেখেছিলেন। বালক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ফজলুল হক বলেন, ‘একাডেমি ভবন নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সদ্য সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস। তাঁকে মাঠ পরিষ্কার রাখতে নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নিতে বলার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।’

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গত ২৯ আগস্ট মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়ায় ফরহাদ হোসেনের ফুফাতো ভাই শাজাহান সিরাজের ভাড়া বাড়ি থেকে কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ সরকারি মালামাল জব্দ করে যৌথ বাহিনী। ফরহাদ হোসেনের পক্ষে শাজাহান সিরাজ বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। জব্দ মালামালের মধ্যে ছিল বিনা মূল্যে বিতরণের কোরআন শরিফ, কম্বল, বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়াসামগ্রী, সেলাই মেশিন, হুইলচেয়ার, চিকিৎসকের অ্যাপ্রোন, পিপি, শাড়ি, লুঙ্গি, থ্রি-পিস, অক্সিজেন সিলিন্ডার, শিক্ষার্থীদের টিফিন বক্স। এসব সামগ্রীর গায়ে লেখা রয়েছে ‘বিক্রয়ের জন্য নহে’।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বাবলু বিশ্বাস সম্প্রতি মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘ফরহাদ হোসেন মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই আমি ঠিকাদারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছি। ক্ষমতায় থাকলে অনেক অভিযোগ যুক্ত হয়। যারা অভিযোগ করে, তাদের হলফনামা ঘাটলে ব্যাপক দুর্নীতি পাওয়া যাবে।’

১০ বছরে আয় বেড়েছে অন্তত ১২ গুণ

ফরহাদ হোসেনের গত তিনটি সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ফরহাদ হোসেন কলেজে শিক্ষকতা করে বছরে আয় করতেন ৬ লাখ ১২ হাজার ৩৪০ টাকা। ১০ বছর পর এখন তিনি কৃষি, ব্যবসা, শেয়ার ও মন্ত্রীর পারিশ্রমিক মিলিয়ে বছরে আয় করেন ৭৭ লাখ ১ হাজার ৮৫০ টাকা, যা ২০১৪ সালের তুলনায় ১২ গুণ বেশি।

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে তাঁর স্ত্রী সৈয়দ মোনালিসা ইসলামের নগদ ৫ লাখ টাকা ও ৪০ ভরি সোনা ছিল। এখন তাঁর অস্থাবর সম্পদের আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২০ লাখে। এর মধ্যে নগদ আছে ৪৭ লাখ ও ব্যবসায় বিনিয়োগ আছে ৪০ লাখ টাকা। যদিও কোনো হলফনামাতেই মোনালিসা ইসলামের আয়ের উৎসের কোনো তথ্য উল্লেখ নেই। ২০২৩ সালে ফরহাদের অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২৭ লাখ ২ হাজার টাকা। ২০১৪ সালে যা ছিল মাত্র ২৬ লাখ ৬৬ হাজার ২৩৭ টাকা। তাঁর স্ত্রীর নামে ২০১৪ সালে কোনো জমি ছিল না। বর্তমানে তাঁর ২ বিঘা ৫ কাঠা কৃষিজমি রয়েছে, যার আর্থিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গত বছর *প্রথম আলো*কে বলেছিলেন, তাঁরা যখন যৌথ পরিবার ছিলেন, তখন কৃষিজমি থেকে তাঁর নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। পরিবারের সম্পত্তি বণ্টন হওয়ার পর কৃষিজমি হয়েছে। পাশাপাশি বেতন-ভাতা থেকে বছরে ৩০ লাখ টাকার সমপরিমাণ যোগ হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, সাবেক এই মন্ত্রী অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করে কানাডায় বাড়ি তৈরি করেছেন। হঠাৎ সরকার পতন হলে তিনি বিদেশে যেতে পারেননি। তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রী কানাডায় অবস্থান করছেন বলে তাঁরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছেন।

সুশাসনের জন্য নাগরিক মেহেরপুরের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, দেশের মানুষ যখন পছন্দমাফিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সুযোগ পান না, ঠিক তখনই গণতন্ত্র বিলুপ্ত হতে থাকে। মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ হয়ে যায়। এমন একটি ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনেরা তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে লুটপাট শুরু করেন। ফরহাদ হোসেনের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটিই হয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের ‘ইচ্ছাপূরণ’ প্রকল্প বাতিল হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক. প্রকল্পটি কতটা মানুষের প্রয়োজনে নেওয়া হয়েছে। দুই. প্রকল্প থেকে রিটার্ন (সুফল) কেমন আসবে। তিন. প্রকল্পটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কি না। তিনি আরও বলেন, অনেক প্রকল্প শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। সে প্রকল্পগুলো বাতিল হবে।

রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীদের আগ্রহে প্রকল্প

সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের আগ্রহে কিশোরগঞ্জে হাওরে একটি উড়ালসড়ক নির্মাণকাজ শুরু হয় গত বছর। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে ৫ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা। সেতু বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এ প্রকল্পের অর্থায়ন স্থগিত হতে পারে। কারণ, এ উড়ালসড়ক দিয়ে যে পরিমাণ যানবাহন চলাচলের কথা বলা হচ্ছে, সেই পরিমাণ যান চলাচলের সম্ভাবনা কম। হাওরে উড়ালসড়ক নির্মিত হলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে।

হাওরে উড়ালসড়কটি কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলা থেকে শুরু হয়ে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালীতে গিয়ে শেষ হওয়ার কথা ছিল। গত বছরের জানুয়ারি মাসে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ‘হাওরে এবার উড়ালসড়ক, ব্যয় ৬ হাজার কোটি টাকা’ শিরোনামে *প্রথম আলো*তে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, এই উড়ালসড়ক নির্মিত হলে দৈনিক যে সংখ্যক যানবাহন চলবে বলে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখন পদ্মা সেতু ও যমুনা নদীর ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর দিয়ে চলাচল করা যানবাহনের সংখ্যার চেয়ে বেশি। প্রতিবেদনটিতে এই সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

বাতিলের তালিকায় ফেলার বিষয়ে জানতে চাইলে হাওরে উড়ালসড়ক প্রকল্পের পরিচালক সারোয়ার মোর্শেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুনামগঞ্জ জেলার সঙ্গে নেত্রকোনার সড়ক যোগাযোগ স্থাপনে হাওরে আরেকটি উড়ালসড়ক নির্মাণের প্রকল্প নিয়েছিল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। গত ৩১ অক্টোবর পরিকল্পনা কমিশনের এক সভায় প্রকল্পটি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয়, সুনামগঞ্জে উড়ালসড়ক নির্মাণ হলে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার লাঠিটিলা বনে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, মৌলভীবাজার (প্রথম পর্যায়)’ শিরোনামে একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় গত বছর। জুড়ী তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের নির্বাচনী এলাকা। পার্কটি হওয়ার কথা ছিল সংরক্ষিত বনের ৫ হাজার ৬৩১ একর জমিতে। ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৬৪ কোটি টাকা।

সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক নির্মাণ নিয়ে পরিবেশবাদীদের আপত্তি ছিল। পরিকল্পনা কমিশনও আপত্তি জানিয়েছিল। তারপরও প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন সরকার প্রকল্পটি বাতিল করতে যাচ্ছে।

সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন মন্ত্রী থাকার সময় (২০১৪-২০১৮) ফরিদপুর শহরের টেঁপাখোলায় নিজ নির্বাচনী এলাকায় একটি পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এ জন্য ২০১৮ সালে নেওয়া প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয় ১৮০ কোটি টাকা। চলতি বছরের শুরুতে এই পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রহমান। যদিও প্রকল্পটির কাজ এখনো শুরু হয়নি। এর অর্থায়নও স্থগিত হচ্ছে।

২০১৯ সালে ১ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের নির্বাচনী এলাকা নবাবগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের একটি প্রকল্প নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সচিব ও সাবেক সংসদ সদস্য সাজ্জাদুল হাসানের নির্বাচনী এলাকা নেত্রকোনায় অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের আরেকটি প্রকল্প নেওয়া হয় ২০১৮ সালে। ব্যয় ধরা হয়েছিল ১ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্প দুটি বাতিল হচ্ছে।

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী এলাকা মেহেরপুরে একটি মেরিটাইম ইনস্টিটিউট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের পরপরই। প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। ব্যয় ধরা হয়েছিল ২২০ কোটি টাকা। এটি অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় থাকা অবস্থায় বাতিল হচ্ছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, চট্টগ্রাম ও মাদারীপুরে দুটি মেরিটাইম ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ দুটি ইনস্টিটিউটে জনবল ও আর্থিক সংকট রয়েছে। সে দুটিকে শক্তিশালী না করে নতুন ইনস্টিটিউট নেওয়া হয়েছিল ফরহাদ হোসেনের চাপে।

সংসদ সদস্যদের পছন্দ অনুযায়ী গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের একটি প্রকল্প নেওয়া হয় ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর। ব্যয় ধরা হয়েছিল ৬ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা। এর ৬৮ শতাংশ অর্থ খরচ হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের গত ৩১ অক্টোবরের একটি সভায় এটি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা আত্মগোপনে রয়েছেন। কেউ কেউ কারাগারে। তাই তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

উন্নয়ন প্রচারের প্রকল্প বাতিলের তালিকায়

আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিন মেয়াদে নিজেদের করা ‘উন্নয়নকাজে’র প্রচারে গত বছর এপ্রিলে ‘প্রান্তিক পর্যায়ে উন্নয়ন প্রচার’ শিরোনামের একটি প্রকল্প নেয়। ব্যয় ধরা হয় ৪৩ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বায়োস্কোপের মাধ্যমে সরকারের ‘উন্নয়নকাজ’ মানুষকে দেখানো হতো। এর পেছনে ইতিমধ্যে ১৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রকল্পটির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি নিয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত সরকার শুধু তাদের উন্নয়নই প্রচার করেছে; মানুষের কোনো উপকারে আসেনি। সে জন্য প্রকল্পটি বাতিল হচ্ছে। প্রকল্পটির উপপ্রকল্প পরিচালক শরিফুল আরমান *প্রথম আলো*কে বলেন, উন্নয়ন প্রচার কার্যক্রম আপাতত স্থগিত আছে।

দুর্যোগকালে মানুষের আশ্রয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা (আশ্রয়কেন্দ্র) নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৮ সালে। ব্যয় ধরা হয় ১ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা।

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, অনেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের চাপে তাঁদের এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ হয়েছে, যা কাজে আসছে না। মুজিব কিল্লা নির্মাণ করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে, মানহীন উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। দুর্যোগ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ প্রকল্প স্থগিত থাকবে।

ঢাকার হেমায়েতপুর থেকে আফতাবনগর হয়ে দাশেরকান্দি পর্যন্ত মেট্রোরেলের সাউদার্ন রুট প্রকল্প (এমআরটি লাইন-৫) বাতিল হতে পারে। এটি অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫৪ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা। সূত্র জানিয়েছে, প্রভাবশালী আবাসন ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। এর বদলে সরকার গাবতলী থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রোরেল (লাইন-২) নির্মাণে জোর দিচ্ছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে চিঠি দেয় পরিকল্পনা কমিশন। চিঠিতে এমআরটি লাইন-৫ প্রকল্প পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

বাতিল অথবা বরাদ্দ কাটছাঁটের তালিকায় ওঠা বাকি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে তিন জেলায় (ফেনী, চাঁদপুর ও টাঙ্গাইল) কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নির্মাণ, ১২ জেলায় হাইটেক পার্ক, ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন, মোবাইল গেম অ্যাপ্লিকেশন, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার প্রকল্প।

মানুষকে সহায়তার পরামর্শ

চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্প রয়েছে ১ হাজার ৩২৬টি। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নতুন প্রকল্প নিচ্ছে না। যেসব প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আসছে, সেগুলো ফেরত পাঠানো হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে চলতি অর্থবছরের বাজেট সংশোধন করা হবে। সংশোধিত বাজেটে অনেক অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ পড়বে। কোনো কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন স্থগিত করে দেওয়া হবে।

সরকারি উন্নয়ন ব্যয় কমিয়ে ফেললে কর্মসংস্থান ও পণ্যের চাহিদায় নেতিবাচক প্রভাবও পড়ে; যা পরোক্ষভাবে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেয়।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া এবং অগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাতিল করার পদক্ষেপটি সঠিক। সেই সঙ্গে সত্যিকার জনকল্যাণমুখী নতুন প্রকল্প নেওয়া দরকার, যদি অর্থায়ন পাওয়া যায়। তিনি প্রকল্প ব্যয় কমিয়ে বর্তমান মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি বিবেচনায় মানুষকে স্বস্তি দিতে সামাজিক সুরক্ষা ও সহায়তায় ব্যয় বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

জাহিদ হোসেন বলেন, এখন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বাড়ানো যেতে পারে। দরিদ্র মানুষকে নগদ অর্থ দেওয়া যেতে পারে।

আরও যেসব প্রকল্প বাতিল হতে পারে

নাম	ব্যয়	বাস্তবায়ন পরিস্থিতি
সুনামগঞ্জে হাওরে উড়ালসড়ক	৩,৪৯০	শুরু হয়নি
মেহেরপুরে মেরিটাইম ইনস্টিটিউট	২৯৪	শুরু হয়নি
৩০টি সাইলো নির্মাণ	১,৪০০	১০ কোটি*
মুজিব কিল্লা	১,৯৯৭	৪৫০ কোটি*
বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানো	১,৩২১	শুরু হয়নি
১২টি আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স	১১০৩	মাঝামাঝি পর্যায়ে
৬টি ট্যুরিস্ট কোচ কেনা	২৭	শুরু হয়নি
ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন	৫৯২৩	শুরু হয়নি
ফরিদপুরে টেঁপাখোলা পার্ক	১৮০	শুরু হয়নি
পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু	৪,০৫০	৪%
শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি	১৯৮	শুরু হয়নি
ঢাকা বিভাগে উপজেলা ও ইউনিয়নে সড়ক	২৬৩৭	৬০%
আমার গ্রাম, আমার শহর	৮০০	শুরু হয়নি
রংপুর সিটি করপোরেশনের উন্নয়ন	১৬৫৩	শুরু হয়নি
প্রান্তিক পর্যায়ে উন্নয়ন প্রচার	৪৩	১৩ কোটি*

(হিসাব কোটি টাকায়) * এ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ

সূত্র : সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার | নূর হোসেনের দাবিটি ছিল স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। তিনি জানতেন, তাঁর চাওয়া স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার।

আসাদ বা নূর হোসেনরা যেভাবে বারবার প্রতারিত হন

গণতন্ত্র

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর আবারও একটি নতুন সম্ভাবনা এবং চির আকাঙ্ক্ষিত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সামনে দেশ। বাংলাদেশ কি আবারও শহীদদের আত্মদানের সঙ্গে প্রতারণা করবে? আসবে কি প্রকৃত জনগণতন্ত্র? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছেন সৌমিত জয়দ্বীপ

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হলেন ছাত্রনেতা আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তারিখটা ছিল ২০ জানুয়ারি। তিনি হয়ে উঠলেন সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতীক। কবি শামসুর রাহমান তাঁর সাড়া জাগানো 'আসাদের শার্ট' কবিতায় লিখলেন :

'আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'

আসাদের লাশের শক্তি এমনই ছিল যে ইতিহাসের নির্মোহ ও সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের এই শহীদ নেতা। আসাদের মৃত্যু আন্দোলনকে এত তীব্র ও বেগবান করেছিল যে তার শক্তিতে 'লৌহমানব' আইয়ুব খানের পতন হয় মাত্র দুই মাস পরই।

এরপর সত্তরের নির্বাচন হয়েছে। আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে জনগণের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট পেয়েও গদিতে বসতে পারেনি। সেই ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ার সর্বৈব ফল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। তারপর এল আমাদের মহাবিজয় ও নতুন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র।

মুজিবের যুগ, দীর্ঘশ্বাসের সময়কাল

এই মহাবিজয়ের মৌতাত আমাদের জাতীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হলো না, বরং সে হয়ে উঠল এক দীর্ঘশ্বাসের কাল। স্বাধীনতার জননায়ক হিসেবে লোকপ্রিয় হয়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুব দ্রুতই 'শাসক' হয়ে উঠলেন। আশ্চর্যজনকভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন-আকাঙ্ক্ষা তাঁর হাতেই ভূপাতিত হতে শুরু করল। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তার পারদ ক্রমে নিম্নমুখী হলো। এরপর পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট তাঁর সপরিবার নিহত হওয়া তাঁকে বানিয়ে তুলল ট্র্যাজিক হিরো।

বাংলাদেশের জন্য ট্র্যাজেডি হলো এই যে যাঁর বক্তৃতা ও বাগ্মিতা গণমানুষকে এনে দিয়েছিল ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘ জিঞ্জির থেকে চিরমুক্তির স্বপ্ন, তিনি সেই গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার সমীকরণটি আপ্ত করতে পারলেন না উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রে।

১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি, স্বাধীন দেশে রঞ্জিত হলো ঢাকার রাজপথ। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে মিছিল করতে গিয়ে শহীদ হলেন ছাত্র ইউনিয়নের মতিউল-কাদের। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে সংঘটিত হলো ছাত্রলীগের ন্যক্কারজনক সাত খুনের ঘটনা। ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ক্রসফায়ারের শিকার হলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া সিরাজ সিকদার।

এ ছাড়া সংবিধান কাঁটাছেড়া ও নিত্যনতুন বিধিব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাকশাল প্রবর্তনের ফলস্বরূপ ইতিহাসের ক্রিটিক্যাল বিশ্লেষকদের মত হলো, তাঁর হাতেই সূত্রপাত ঘটেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বৈরাচারী রাজনৈতিক বন্দোবস্তের। আহমদ ছফার বিখ্যাত গ্রন্থ *যদ্যপি আমার গুরু*-তে এই বয়ানের যথার্থতা মেলে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপচারিতায় (পৃষ্ঠা ৭৩) :

'...নাইন্টিন সিক্সটি নাইন থেইক্যা সেভেন্টি ওয়ানপর্যন্ত সময়ে শেখ সাহেব যারেই স্পর্শ করছেন, তার মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিছেন। সেভেন্টি টুতে একবার ইউনিভার্সিটির কাজে তাঁর লগে দেখা করতে গেছিলাম। শেখ সাহেব জীবনে অনেক মানুষের লগে মিশছেন ত আদব লেহাজ আছিল খুব ভালো। অনেক খাতির করলেন। কথায়-কথায় আমি জিগাইলাম, আপনের হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে। জওহরলাল নেহেরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল। শেখ সাহেব বললেন, আগামী ইলেকশনে অপজিশন পার্টিগুলা মাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সীট পাইব না। আমি একটু আহত হইলাম, কইলাম, আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়্যা দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেটসম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।'

মুজিব-উত্তর যুগ, বাধার বিন্ধ্যাচল

মুজিব-উত্তর এ কালের প্রাথমিক মেয়াদ ১৫ বছর (১৯৭৫-১৯৯০)। শেখ মুজিবের চিরবিদায়ের পরপরই হত্যা করা হলো আওয়ামী লীগের জাতীয় চার নেতাকে। অঘটনঘটনপটিয়সী পঁচাত্তরের নভেম্বরে আরও বিশাল পটপরিবর্তন ঘটে গেল। রাজনীতির পাশা খেলার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলো সেনাশাসন। প্রথমে জিয়াউর রহমান, তাঁর রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের পর মসনদে এলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

এ সময় 'শিশু' বাংলাদেশ আরও একটু বয়সী হলো ঠিক, তবে 'টিনএজ'-এ পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তার বুকে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। মাত্র ২০ বছর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য কোনো সময়ই নয়। অথচ পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, এ সময়কালে রীতিমতো তামাশার নরককুণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে সার্বভৌম এই রাষ্ট্র। জনতা বনাম ক্ষমতার বাইনারিতে ক্ষমতা হয়েছে নিরঙ্কুশ, আর জনতা হয়েছে ব্রাত্য! কী যে এক বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে উঠেছিল এ রাষ্ট্রব্যবস্থা, তা প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে ভালোভাবেই বোঝা যায়।

ফলাফল ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জাফর-জয়নাল-দীপালি-কাঞ্চনের লাশ; ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্রদের মিছিলে 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল ট্র্যাক' (ফরহাদ মজহারের বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম) উঠে পিষে ফেলল সেলিম-দেলোয়ারকে। কিন্তু এরশাদ শাহিকে থামানো গেল না। আরও জুলুমবাজ হয়ে উঠল তাঁর শাসিত রাষ্ট্রযন্ত্র। কিন্তু পতন ঘটাতে না পারলেও, এরশাদের আরশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল একটি লাশ—নূর হোসেন তাঁর নাম।

বুকে 'স্বৈরাচার নীপাত যাক' এবং পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান নিয়ে রাজপথে নেমেছিলেন নূর হোসেন। বাঁয়ের ছবি তুলেছেন দীনু আলম, ডানেরটি তুলেছেন পাভেল রহমান

শহীদ নূর হোসেন—বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়

১৯৮৭ সাল। ছয় মাসব্যাপী সে আন্দোলনের এক পর্যায়ে, ১০ নভেম্বর শহীদ হন ২৪ বছর বয়সী অখ্যাত নূর হোসেন। তাঁর বুকে-পিঠে লেখা 'স্বৈরাচার নীপাত যাক/ গনতন্ত্র মুক্তি পাক' (ভুল বানান অক্ষত রাখা হলো) কথামালা তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর 'পোস্টারবয়' জ্যান্তরূপ (বুকেরটির আলোকচিত্রী দীনু আলম, পিঠেরটির পাভেল রহমান) যে কল্লোল তুলেছিল এই বাংলাদেশে, তা চোখ বন্ধ করে ভাবলে চলে যাওয়া যায় আলবার্তো কোর্দার তোলা সেই ব্যারেটা পরিহিত বিখ্যাত ছবিটির কাছে, যার নাম 'গেরিলা হিরোয়িকো', মুখশ্রীতে আর্নেস্ত চে গুয়েভারা। কিন্তু যে সম্মান চে পেয়েছেন বিশ্বব্যাপী, বাংলাদেশে অন্তত কি মৃত্যুর পরে নূর হোসেন তা পেয়েছেন?

বরং যে প্রতারণা শহীদ আসাদ কিংবা শহীদ ড. শামসুজ্জোহা কিংবা মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের সঙ্গে করা হয়েছে, নূর হোসেনের সঙ্গেও ঠিক সেটিই করা হয়েছে। বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক গড্ডলে পতিত হয়েছিল, সেই গড্ডলেই রয়ে গেছে—নূর হোসেনের মহিমান্বিত আত্মাহুতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পরিবর্তন আনতে পারেনি। অথচ তাঁকে নিয়ে কত শত লেখালেখি হয়েছে, গুণকীর্তন হয়েছে, বীরত্বগাথা রচনা হয়েছে, কিন্তু রাজনীতিকদের কূপমণ্ডূকতায় নূর হোসেনরা বারবার জীবন দিয়েও বদলাতে পারেননি বাংলাদেশকে।

তাঁর বীরত্বগাথার প্রসঙ্গ এলেই চলে আসবেন কবি শামসুর রাহমান। তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধান এই কবি নূর হোসেনকে কোনো দিন দেখেননি। অথচ তাঁকে নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন তিনটি কবিতা, 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'; 'একজন শহীদের মা বলছেন'; এবং 'আলো-ঝরানো ডানা'। এর মধ্যে 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতাটি সন্দেহাতীত অমরত্ব পেয়ে গেছে, যেটি পরে নামলিপি হয়ে ওঠে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের। সেই কবিতায় শামসুর রাহমান লিখলেন :

'উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,
বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো ক'রে দেয়;...'

শামসুর রাহমানের উল্লিখিত এ তিন কবিতা, তৎকালীন সাপ্তাহিক *একতার* সম্পাদক মতিউর রহমানের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি নিবন্ধ-প্রতিবেদন ও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অলংকরণ মলাটবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় *শহীদ নূর হোসেন* নামক এক নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা; প্রথম প্রথমা সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৩)। এই গ্রন্থে নূর হোসেনকে যতটা না, তার চেয়েও বেশি আবিষ্কার করা যায় তাঁর পরিবারকে, বিশেষত তাঁর পিতাকে। নূর হোসেন নিহত হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পর লেখক মতিউর রহমানের সঙ্গে ঘটনাচক্রে বেবিট্যাক্সিতে পরিচিত হওয়া নূর হোসেনের পিতা মজিবুর রহমানের যে অনালোকিত দিকগুলো উঠে এসেছে, তা যেকোনো মানুষকে বেদনাবিধুর করবে, একই সঙ্গে করবে স্বপ্নালু ও প্রত্যাশাপিপাসু। কী দুর্দান্ত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আত্মমর্যাদাবোধ একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের!

নূর হোসেন নিহত হওয়ার মাত্র তিন মাসের মাথায় মতিউর রহমানকে তাঁর পিতা বলেছিলেন, 'আমি কোনো সাহায্য চাই না। আমি চাই ২২ দলের মধ্যে ঐক্য থাকুক। এর জন্য আমি সব সময় দোয়া করি। প্রতিটি দলই আমার দল। আমার পার্টি বলে কোনো কথা নেই। ভাগাভাগি নেই। আমার ছেলে গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিয়েছে, অন্য আরও পিতামা-তার ছেলেরাও শহীদ হয়েছে। তারা গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিয়েছে। গণতন্ত্র আসুক এ দেশে। মঙ্গল হোক মানুষের। এটাই আমার কামনা।' (৩১ জানুয়ারি ১৯৮৮, *দৈনিক সংবাদ*)

স্বৈরাচার এরশাদের দীর্ঘ প্রায় সাড়ে আট বছরের শাসনের যবনিকাপাত ঘটেছিল সাতাশির চেয়েও কমজোরি এক গণ-আন্দোলনের মুখে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর, আওয়ামী লীগের সাধারণ কর্মী নূর হোসেন শহীদ হওয়ারও তিন বছর পর। এরপর দেশে 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' এল। কিন্তু মজিবুর রহমানের আশা চূর্ণ করে ২২ দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নির্বাচনী লড়াইয়ের নামে। নতুন যে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, তা রাজনীতিকদের অবিমৃশ্যতায় তাৎপর্যহীন হয়ে গেল।

তারই প্রতিফলন দেখতে হলো ২০২৪ সালে। নূর হোসেনের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করে বসল তাঁরই পার্টি আওয়ামী লীগ। তিনটি জনবিচ্ছিন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা শেখ হাসিনা কায়েম করেছিলেন, তার চূড়ান্ত মূল্য শুধু তাঁদেরই দিতে হলো না, দিতে হলো বাংলাদেশকেই। এর কী জবাব তাঁরা দেবেন নূর হোসেনের কাছে?

আসাদ, নূর হোসেন থেকে আবু সাঈদ—দূরত্ব কত দূর

যুগে যুগে এ দেশে গণ-আন্দোলনের নায়ক বদলেছে। স্বাধীনতার আগে গণ-অভ্যুত্থানের প্রতীক ছিলেন শহীদ আসাদ। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম (৬ মাস) গণ-আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে ঘটা নব্বইয়ের শিক্ষার্থী গণ-অভ্যুত্থানের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন পুরান ঢাকার বনগ্রামের নূর হোসেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের ইতিহাসেই অভূতপূর্ব ও সবচেয়ে শক্তিশালী শিক্ষার্থী-গণ-অভ্যুত্থান তথা 'জুলাই জাগরণের' প্রতীক রংপুরের আবু সাঈদ।

নিঃসন্দেহে, মৃত্যুর আগে নূর হোসেনের লড়াই আর সাঈদের লড়াই এক ছিল না। নূর হোসেনের দাবিটি ছিল স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। তিনি জানতেন, তাঁর চাওয়া স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বেশভূষার সম্মিলন—এ কারণেই তাঁর মৃত্যুর ঘটনা সারা দুনিয়াতেই আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

সাঈদ শহীদ হন ১৬ জুলাই। ডানা মেলা পাখির মতো দুই হাত প্রশস্ত করে বুক পেতে ঘাতকের সামনে দাঁড়ানোর তাঁর দুঃসাহসিক মৃত্যুদৃশ্য লাইভ কিংবা ধারণকৃত ভিডিওর মাধ্যমে দেখা গেছে। ইন্টারনেটের যুগে মুহূর্তেই ছড়িয়ে গেছে এ দৃশ্য দুনিয়াব্যাপী। কিন্তু তখনো সাঈদ বা সাঈদদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ছিল না, তখনো তা কোটা সংস্কার বা বড়জোর বৈষম্যবিরোধিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ তাঁর মৃত্যুই পুরো আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আন্দোলনকে করে তুলেছিল আরও আগুয়ান, বেগবান ও জনসম্পৃক্ত। সেখান থেকে মাত্র ২০ দিনের মাথায় দুনিয়ার দীর্ঘতম জুলাইয়ের পরিসমাপ্তি এবং স্বৈরতন্ত্রের পতন।

আবারও, আবারও একটি নতুন সম্ভাবনা এবং চির আকাঙ্ক্ষিত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সামনে বাংলাদেশ। 'জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি'র যে প্রসঙ্গ স্বাধীন দেশের নয়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তা কেতাবসর্বস্ব রয়ে গেছে গত ৫৩ বছরে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট যে সর্বপ্লাবী জনজাগরণ, তার প্রতিও সুবিচার হয়নি। উল্টো বারবার রাজপথ রঞ্জিত রক্তের সঙ্গে চরম অবিচার করা হয়েছে।

এবারের লড়াইয়ে সাঈদের মতো প্রাণ দিয়েছেন আরো হাজারো মানুষ। নূর হোসেন তো আজকের তারিখে পরাভূত বীর। তেতো হলেও সত্য, তিনি জিতে গেলে সাঈদদের মরতে হতো না।

বাংলাদেশ কি আবারও শহীদের আত্মদানের সঙ্গে প্রতারণা করবে? আসবে কি প্রকৃত জনগণতন্ত্র?

● **ড. সৌমিত জয়দ্বীপ**, সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

শিশুর অপুষ্টির প্রতিকার কীভাবে

ভালো থাকুন

ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী, *অধ্যাপক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান, শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল*

শিশুকালে অপুষ্টিজনিত সমস্যার প্রধান কারণ শুধু দারিদ্র্য নয়, বরং সঠিক পুষ্টিজ্ঞানের অভাব। বিশ্বে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর ৫৪ শতাংশ ঘটে অপুষ্টির কারণে। দেশে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য, যা মোকাবিলায় প্রয়োজন সমন্বিত কর্মসূচি।

ক্যালরি, প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ও খনিজ অণুপুষ্টির (ভিটামিন এ, আয়রন, আয়োডিন, জিংক, ভিটামিন ডি, পটাশিয়াম ইত্যাদি) অভাবে ব্যাহত হয় শিশুর বৃদ্ধি-বিকাশ, তৈরি করে তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদি জটিল সমস্যা।

অপুষ্টিজনিত তীব্র জটিলতা

তীব্র জটিলতা বেশি দেখা যায় চরম অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর মধ্যে। তীব্র জটিলতার মধ্যে আছে পানিস্বল্পতা, তাপমাত্রা কমা, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কম হওয়া, সংক্রমণ, অ্যানিমিয়া, চোখে ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত চিহ্ন, হার্ট ফেইলিউর, রক্তে ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, জিংক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য ভিটামিনের ঘাটতিজনিত নানা উপসর্গ।

দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা

দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার মধ্যে রয়েছে—ঘন ঘন অসুখে পড়া, লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া, ভালো ফল না আসা, বুদ্ধিবৃত্তির খর্বতা, খাটো হওয়া, কম ওজন ইত্যাদি। যে শিশু প্রথম দুই বছর অপুষ্টিতে ভোগে, সে পরবর্তী সময়ে সঠিক উচ্চতা ও ওজন পায় না।

প্রতিকার

সুস্থ মা : গর্ভকালে মাকে আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গ্রহণ করতে হবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ ও ক্যালসিয়ামের জোগান দরকার। ঘরে ধূমপান ও বায়ু দূষণমুক্ত পরিবেশ জরুরি। মায়ের জন্য সুষম ক্যালরি ও প্রোটিন সরবরাহ করতে হবে।

নবজাতক : জন্মের পর যত দ্রুত সম্ভব (এক ঘণ্টার মধ্যে) মাতৃদুগ্ধ পান শুরু করানো দরকার। বিশেষ ক্ষেত্রে ভিটামিন এ প্রদান করতে হবে।

শিশুর বয়স : ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ন্যূনতম দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ চালিয়ে যাওয়া। শিশুর ২৮০তম দিবস থেকে ৬ মাস পূর্ণ হলে বুকের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার (যেমন খিচুড়ি) খাওয়ানো শুরু করা। খেলাধুলা-কথাবার্তার মাধ্যমে মানসিক বিকাশ সাধনও জরুরি। ডায়রিয়াকালীন ও ডায়রিয়া-পরবর্তী সময়ে শিশুকে দৈনিক ১০-২০ মিলিগ্রাম করে ২ সপ্তাহের জন্য জিংক খাওয়ানো প্রয়োজন। ভিটামিন এ, আয়োডিনযুক্ত লবণের জোগান, হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। মশারির ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিরোধ

- শিশুর স্বাস্থ্য কার্ড (গ্রোথচার্ট) ব্যবহার করা ও প্রতি মাসে ওজন দেখা।
- ডায়রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করা।
- জন্মের পরপর শালদুধ, ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ ও ৬ মাস পূর্ণ হলে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য সহায়ক খাবার দেওয়া।
- সময়মতো ও নিয়মিত টিকাদান।
- গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের বেশি খাবার খেতে দেওয়া।
- ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি অসুখের পর শিশুকে একবেলা অতিরিক্ত খাবার দেওয়া।
- ৩ থেকে ৫ বছর বিরতিতে গর্ভধারণ।

» আগামীকাল পড়ুন :
যেসব লক্ষণে গ্লুকোমা বোঝা যায়

নিজের ভেবে অন্যের সন্তান লালন

বিচিত্র

এসসিএমপি

কন্যাসন্তানের সুন্দর চেহারা দেখে ভিয়েতনামি বাবা কোনোভাবে মেলাতে পারছিলেন না। মা-বাবা কারও সঙ্গে তার চেহারার মিল নেই। এতে সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন বাবা। তিনি কন্যার আর তাঁর ডিএনএ পরীক্ষা করান। তাতে দেখা যায়, সত্যিই তিনি এই কন্যার বাবা নন।

ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি। একসময় কাজের খাতিরে স্ত্রী হং আর শিশুকন্যা ল্যানকে নিয়ে ভিয়েতনামের দক্ষিণের শহর হো চি মিনে বসবাস শুরু করেন ওই ব্যক্তি। শিশুকন্যার বয়স তখন ছিল মাত্র তিন বছর।

কন্যাশিশু ধীর ধীরে বড় হতে থাকে। একসময় যখন বুঝতে পারেন, এই সন্তান তাঁর নয়; তখন স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে ওই ব্যক্তির দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। তিনি প্রায়ই বাসায় আসতেন মাতাল হয়ে।

এক রাতে মাতাল অবস্থায় বাসায় ফিরে ওই ব্যক্তি স্ত্রীর মুখোমুখি হন। তিনি তাঁকে ডিএনএ পরীক্ষার কথা জানান। স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কারও সম্পর্ক আছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন।

স্বামীর এমন কঠিন সত্য আর অভিযোগ মেনে নিতে পারেননি স্ত্রী। রাগে-ক্ষোভে তিনি সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান। এই দম্পতির সন্তানকে তখন অন্য একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে হয়। সেখানেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। সেখানে ওই মা আর তাঁর মেয়ে অন্য এক মেয়ের দেখা পান।

বিদ্যালয়ে শিশু ল্যানের সঙ্গে আরেকটি কন্যাশিশুর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তার জন্মতারিখ আর ল্যানের জন্মতারিখ একই। আবার দুজনের জন্মও একই হাসপাতালে।

প্রতীকী ছবি। এআই/প্রথম আলো

একই দিনে জন্মতারিখ হওয়ায় দুজনের যৌথভাবে জন্মদিনের আয়োজন করা হয়। সেখানে ওই মেয়ের মা ল্যানকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। ল্যানের সঙ্গে তাঁর তরুণ বয়সের চেহারার অনেক মিল।

ওই মেয়েটির মায়ের অনুরোধে ল্যানের মা হং ডিএনএ পরীক্ষা করাতে রাজি হন। সেই ডিএনএ পরীক্ষায় ধরা পড়ে, জন্মের সময় হাসপাতালেই দুই শিশু অদল-বদল হয়ে গেছে। হাসপাতালের কর্মীদের অবহেলায় নাকি অন্য কোনো কারণে হলো, সেটা অবশ্য এখনো পরিষ্কার নয়।

এখন দুই পরিবার নিয়মিত একসঙ্গে সময় কাটায়। দুই পরিবারই একমত হয়েছে, দুই কন্যাসন্তান আরও বড় হলে যথাসময়ে তাদের আসল সত্য জানানো হবে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুই পরিবার কোনো আইনি ব্যবস্থা নেবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১৫

আরে, এই লোককে তো দুদিন আগেই দেখেছি মনে হচ্ছে!

Trump wins!!

আপনাকে মনে হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে দেখেছি।

দেখতে পারেন। আমি মোটামুটি বিখ্যাত লোক।

Trump wins!!

উঁহু, আপনার হাতে মনে হয় অন্য প্ল্যাকার্ড ছিল।

না, এটাই ছিল। তবে আপনি উল্টা পাশ দেখেছিলেন। এই যে, সবকিছুর দাম বেশি তো, একই প্ল্যাকার্ডে কাজ চালিয়ে দিলাম।

VOTE FOR KAMALA

চলবে

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

কমলা বা এ-জাতীয় ফল বাদে আর কোথায় ভিটামিন সি পাব?

ভিটামিন সি খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা সারা বছর শরীরের সুস্থতায় ভূমিকা রাখে। ভিটামিন সি-র ভালো উৎসগুলোর মধ্যে পেঁপে, মরিচ, ব্রকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ফুটি, আনারস, জাম, স্ট্রবেরি, চেরি, টমেটো উল্লেখযোগ্য।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২		৩		৪	
		৫	৬				
৭	৮				৯		১০
	১১	১২		১৩			
১৪		১৫					
১৬				১৭		১৮	
		১৯	২০				
২১			২২			২৩	

বাঁ থেকে ডানে

১. বাতিল। ৩. বিহ্বল। ৫. কবচ। ৭. চিঠি। ১১. শ্রেণি, তাক। ১৩. কঠিন জিনিস ভাঙার আওয়াজ। ১৫. অবনতি, হ্রাস। ১৬. উপস্থিত। ১৮. স্থূল বা মাঝামাঝি ধরনের গণনা। ১৯. মানুষের যোগ্য বা উপযুক্ত। ২১. আত্মজা। ২২. হনন। ২৩. মূল্যবান মণিমুক্তা।

ওপর থেকে নিচে

১. মন্দ। ২. সঞ্চিত হওয়া। ৩. চট, কাপড় প্রভৃতির তৈরি ঝুলি। ৪. মৌ। ৬. দরিদ্র। ৮. ভয়ে বিচলিত। ৯. গুড় বা চিনির রসে মাখানো খই। ১০. শিথিলতাজ্ঞাপক। ১২. জাঁকজমক। ১৪. বুদ্ধিহীন। ১৭. সৎবুদ্ধিযুক্ত। ১৮. শরীর। ২০. নতুন।

গত সমস্যার সমাধান

কু	ল	কু	ল		ঝাঁ	ঝ	রা
স্ত		হ		ছাঁ	কা		জ
	অ	ক	প	ট		স্ব	ত্ব
ধ	ন্য		দ		পু	চ্ছ	
নী		বি	ধ্ব	স্ত		তা	গা
	ব		নি		গ		ম
চা	ল	তা		প	র	গা	ছা
রু		প	রো	ক্ষ		ধা	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

BADWATER

মার্কিন মুলুকের সর্বোচ্চ স্থান আলাস্কার ডেনালি বা মাউন্ট ম্যাককিনলি পর্বত। তবে আলাস্কা মার্কিন মুলুকের মূল ভূখণ্ডের বাইরে। মূল ভূখণ্ডের অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানটি ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট হুইটনি। আবার সর্বনিম্ন স্থানটিও ক্যালিফোর্নিয়ায়—ব্যাডওয়াটার বেসিন। আর এই দুই স্থানের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ৭৬ মাইল, বলতে গেলে একেবারে পাশাপাশি।

দুই শ মানুষের মধ্যে মাত্র একজনের শরীরে অতিরিক্ত পাঁজর থাকে!

উচ্ছৃঙ্খল দর্শককে সামলাতে মার্কিন মুলুকের ফিলাডেলফিয়ার ভেটেরানস স্টেডিয়ামে এককালে আদালতকক্ষ ও কারাগার ছিল!

কথা অমৃত

প্রতিভা বলে কিছু নেই। সাধনা করুন, সিদ্ধিলাভ একদিন হবেই।

হার্বার্ট স্পেন্সার
ইংরেজ দার্শনিক (১৮২০-১৯০৩)

সুডোকু

		2	9				4	1
3			4	7				
		4			2	3		
4	1			6				
		6				1		
				1			7	4
		8	3			7		
				8	7			9
7	3				9	5		

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

4	1	2	8	3	9	5	6	7
6	7	8	2	4	5	1	3	9
5	9	3	6	1	7	8	2	4
1	6	5	4	8	2	9	7	3
7	8	4	9	6	3	2	1	5
2	3	9	7	5	1	6	4	8
9	4	7	5	2	6	3	8	1
3	5	6	1	7	8	4	9	2
8	2	1	3	9	4	7	5	6

কৌতুক

এক দম্পতি গেছে রেস্তোরাঁয়। হঠাৎ শুরু হলো কথা-কাটাকাটি।
স্ত্রী একপর্যায়ে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। স্বামী বলল, 'আস্তে বলো, লোকে শুনবে!'
স্ত্রী তাতে কান না দিয়ে চিৎকারের মাত্রা আরও বাড়াল, 'অনেক বদমাশ দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো জঘন্য, ফালতু লোক আর দেখি নাই!'
প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেও খুব দ্রুত সামলে নিল স্বামী। বলল, 'ঠিক করেছ। তোমার কথা শুনে কী বলল লোকটা?'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

কবিরা বলেন, জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় রাতের তারায়...

বাউল ঐক্য পরিষদের নতুন কমিটি

বাউল ঐক্য পরিষদ সিলেট বিভাগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গঠন করা হয়েছে ১৯ সদস্যের নতুন কমিটি। নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সংক্ষেপে

গাজীপুর

আলোচনা সভা

৭ নভেম্বর কখনো ভোলা যায় না, ইতিহাস হতে মুছে ফেলা যায় না। ৭ নভেম্বরের সঙ্গে জুলাই বিপ্লবের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। চেতনার দিক থেকে মিল রয়েছে। দুটি দিনই ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে, ভারতের আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ গাজীপুর জেলা শাখা কর্তৃক '৭ নভেম্বর দেশপ্রেমের সকল চেতনার উৎস' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা কবি আবদুল হাই শিকদার এ কথাগুলো বলেন। সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী ছাইয়েদুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মাজহারুল আলম। **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*

এবার হাতিরঝিল থানা জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এবার রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় কমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল শনিবার বিকেলে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর আগে গত শুক্রবার রাতে যাত্রাবাড়ী থানা কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে থানা কমিটি গঠন শুরু করেছে তারা।

জাতীয় নাগরিক কমিটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'ঢাকা রাইজিং' কর্মসূচির অংশ হিসেবে হাতিরঝিল থানার ৫১ সদস্যবিশিষ্ট থানা প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা করা হলো। জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন নতুন এ কমিটি অনুমোদন করেছেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ওই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অন্যদিকে অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। এই কমিটি তারুণ্যনির্ভর নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে কমিটি গঠন শুরু করেছে তারা।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনও জেলা পর্যায়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন শুরু করেছে। ২ নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলায় ১১১ সদস্যের কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে তারা এ কার্যক্রম শুরু করে। সর্বশেষ ৩ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১০১ সদস্যের কমিটি করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

বিএইউএসের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউরোলজিক্যাল সার্জনসের (বিএইউএস) উপদেষ্টাদের পরামর্শ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোলজিস্টদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি এবং ১৩ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিকুর রহমানকে আহ্বায়ক ও শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাসকে সদস্যসচিব মনোনীত করে এ কমিটি গঠন করা হয়। **বিজ্ঞপ্তি**

আরিচা-কাজিরহাট নৌপথ

নাব্যতা সংকটে ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

যমুনা নদীতে নাব্যতা সংকটের কারণে মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাবনার কাজিরহাট নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে এ ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি)। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন দুই প্রান্তে আটকা পড়া শতাধিক পণ্যবাহী যানবাহনের চালক-সহকারী ও যাত্রীরা। সেই সঙ্গে সময়মতো গন্তব্যে পণ্য না পৌঁছানোয় আর্থিকভাবে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।

প্রতিবছর সাধারণত এ সময়ে যমুনায় নাব্যতা সংকট দেখা দেয় বলে জানিয়েছেন পরিবহনশ্রমিকেরা। তাঁদের মতে, আগে থেকে এ নৌপথ খনন করা হলে সংকট তৈরি হতো না। এর আগে ১ নভেম্বর থেকে আরিচা-কাজিরহাট নৌপথে দুই দিন ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল। প্রায় এক সপ্তাহ ফেরি চলাচল সচল থাকার পর গত শুক্রবার রাত থেকে আবারও ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বিআইডব্লিউটিসির আরিচা ঘাট কার্যালয় সূত্র জানায়, প্রায় এক মাস ধরে আরিচা ঘাটের অদূরে যমুনা নদীর ডুবোচরে ফেরি আটকে যাচ্ছে। এমন অবস্থায়ও ঝুঁকি নিয়ে ফেরি সচল রাখা হয়। সাতটি খনন যন্ত্র দিয়ে দিয়ে নৌপথ খনন করেও নাব্যতা ঠিক রাখা যাচ্ছে না। চলাচলরত ফেরি ডুবোচরে ধাক্কা খেয়ে চলাচল বন্ধ থাকছে। এভাবে চলতে থাকলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

'কোনো পেশাই ছোট নয়, বৈধ আয়ই বড় বিষয়'

গাজীপুরের শ্রীপুর

প্রতি রাতে পাঁচ থেকে ছয় কেজি কুঁচিয়া ধরেন নুরুল ইসলাম। সব মিলিয়ে মাসে তাঁর প্রায় ৪০ হাজার টাকা আয় হয়।

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

বাইসাইকেলে কুঁচিয়া ধরার ফাঁদ বেঁধে বিলের দিকে ছুটছেন নুরুল ইসলাম। সম্প্রতি গাজীপুরের শ্রীপুরের রাজাবাড়ি এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

বাইসাইকেলে অর্ধশতাধিক বিচিত্র আকারের চাঁই বেঁধে ছুটছেন মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি। সড়কে অনেকেই তাঁকে ডেকে জানতে চাইছেন এগুলো কী? তিনিও শান্তভাবে সবার কৌতূহল মেটাচ্ছেন।

গত ২ নভেম্বর বিকেলে গাজীপুরের শ্রীপুরের রাজাবাড়ী এলাকায় পারুলী নদীর পাড় লাগোয়া সড়কে ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর নাম মো. নুরুল ইসলাম (৫২)। বাড়ি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায়। সেখানকার জামসাইদ গ্রামের পিরু মিয়ার ছেলে তিনি। তিনি জানালেন, তাঁর বাইসাইকেলে বাঁধা চাঁইগুলো কুঁচিয়া শিকারের জন্য ব্যবহার করেন। এই ফাঁদ স্থানীয় লোকজনের কাছে অপরিচিত। তাই সবার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

চাঁইগুলো বেতের তৈরি। লম্বায় অন্তত আড়াই ফুট। এগুলোর এক পাশের মুখ বন্ধ, অন্য পাশ খোলা। খোলা প্রান্তে বিশেষভাবে ফাঁদের মতো তৈরি করা। আর বন্ধ প্রান্তে কুঁচিয়া ধরার জন্য কেঁচো আধার হিসেবে বাঁধার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

আলাপ করার আগ্রহ দেখে নুরুল ইসলাম বাইসাইকেল থামিয়ে সময় দিলেন। জানালেন তাঁর কুঁচিয়া ধরার আদ্যোপান্ত। তিনি এই পেশায় এসেছেন পাঁচ বছর হলো। তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কয়েকজন অনেক দিন ধরে কুঁচিয়া শিকার করেন। তাঁর বড় ভাই আফাজ উদ্দিন এই পেশার একজন দক্ষ ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে বিদ্যা শিখে তিনি নিজেও কুঁচিয়া শিকারে নেমেছেন। দল বেঁধে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কুঁচিয়া ধরার চাঁই পাতেন। তিনি বলেন, চাঁইগুলো সিলেটের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিনে আনেন।

নুরুল ইসলাম বলেন, চাঁইগুলো লম্বা পাইপের মতো দেখতে। বন্ধ প্রান্তে কেঁচো রেখে এর খোলা অংশ নিচের দিকে মুখ করে খাল বা বিলের পানিতে পাততে হয়। সাধারণত বিকেলে চাঁইগুলো পেতে রাখেন। সারা রাত অপেক্ষা করে পরদিন ভোরে সেগুলো তোলা হয়। একেকটি চাঁইয়ে মাঝেমধ্যে দুই থেকে তিনটি পর্যন্ত কুঁচিয়া ধরা পড়ে। তিনি জানান, তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের ছেলে মো. মামুন, মো. সাগর, আফতাব উদ্দিন, নইম আহমেদ মিলে রাজাবাড়ির আশপাশ এলাকায় কুঁচিয়া শিকার করতে এসেছেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁরা নতুন নতুন এলাকায় যান।

নুরুল ইসলাম বলেন, তাঁর মোট ৫১টি চাঁই আছে। এগুলো দিয়ে প্রতি রাতে পাঁচ থেকে ছয় কেজি কুঁচিয়া ধরা যায়। প্রতি কেজি কুঁচিয়া ৩০০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি করা সম্ভব। প্রতিদিন সমান পাওয়া যায় না। তবে সব মিলিয়ে কুঁচিয়া বিক্রি করে মাসে তাঁর প্রায় ৪০ হাজার টাকা আয় হয়।

নুরুল ইসলাম এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। তাঁর আয় থেকে পুরো সংসার চলছে। তিনি বলেন, 'কষ্ট করে খেটে টাকা রোজগার করছি। অন্যায় কাজে যুক্ত না হয়ে কাজ করে খাওয়া অনেক সম্মানের। আমার কাছ থেকে আমার ছেলেও শিকার করা শিখছে। সে-ও হয়তো এই কাজে যুক্ত হবে। কোনো পেশাই ছোট নয়। বৈধ আয়ই বড় বিষয়।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে শিশুরা। গতকাল বিকেলে। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশকে আলোকিত করেছে প্রথম আলো

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সভা হয়।
- সপ্তম ছায়ামঞ্চে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

'*প্রথম আলো* তার নাম দিয়েই পরিচয়টা দিয়ে দেয়। দিনের প্রথম আলো দেখায় *প্রথম আলো*। আমার কর্মজীবন থেকে দেখছি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে দিতে *প্রথম আলো* যে ভূমিকা রেখেছে, তা অনন্য। *প্রথম আলো* বাংলাদেশকে আলোকিত করেছে। *প্রথম আলো* বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যে লক্ষ্যে বাংলাদেশের যেসব শিশু ও তরুণ আত্মদান দিয়ে গেছে, সেই লক্ষ্য ও স্বপ্নে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে একটি মুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে *প্রথম আলো* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় এ কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ। গতকাল শনিবার বিকেলে জাবি বন্ধুসভার আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এলাকার সপ্তম ছায়ামঞ্চে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিলেন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা পাঠদান পরিচালনাভিত্তিক সংগঠন তরীর অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। অনুষ্ঠানে তাঁরা দেশাত্মবোধক গান, কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

জাবি বন্ধুসভার সহসভাপতি তাবাসসুম রিচিকা ও সদস্য আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রসংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক শামছুল আলম বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক—সব ক্ষেত্রেই *প্রথম আলোর* একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে তারা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক নিবন্ধগুলো প্রকাশ করে, আমরা তা গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করে থাকি। এগুলো আমাদের অনেক উপকারে আসে। আন্দোলনের সময় যখন ৯ দফা ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন গোয়েন্দা সংস্থা অনেক তৎপর ছিল, যাতে সেটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হয়। কিন্তু *প্রথম আলো* সাহস করে সেটি প্রকাশ করেছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ছাত্র-শিক্ষকেরা যেদিন মুখে লাল কাপড় বেঁধে আন্দোলন করেছিলাম, সেদিন *প্রথম আলো* গুরুত্বসহকার সেটি প্রকাশ করেছিল। সেটিও সারা বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করেছি। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।'

পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক জামাল উদ্দিন বলেন, 'বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গা থেকে *প্রথম আলো* দেশের সব সংবাদমাধ্যমের মধ্যে একটি বহুল প্রচারিত ও আলোচিত পত্রিকা। এই পত্রিকা ব্যাপকভাবে আমাদের সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনকে নাড়া দেয়। জুলাই হত্যাকাণ্ড ও ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থান-পরবর্তী যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা পেয়েছি, যেখানে আমরা মুক্ত ও স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। সে ক্ষেত্রে *প্রথম আলো* জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছবি, ভিডিও ফুটেজ ও সংবাদ করেছিল, জাতীয় পর্যায়ে সেটি একটি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, '*প্রথম আলোর* প্রতি কৃতজ্ঞতা, যে মুনশিয়ানা নিয়ে *প্রথম আলো* পথ হাঁটছে, সেটা অব্যাহত থাকবে। সব সমালোচনা সবকিছু ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, তবেই তো সবাইকে পথ দেখানো যাবে। সমালোচনাতে ভয় নেই, যারা সমালোচনা নিতে পারে না, তারা সৃষ্টি করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি, *প্রথম আলো* সেই ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সব সময় দেশকে পথ দেখিয়ে যাবে।'

আরও বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ আবদুর রব, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাবি শাখার সমন্বয়ক তৌহিদ সিয়াম, জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি শরন এহসান, ছাত্র ফ্রন্ট জাবি শাখার সংগঠক সোহাগী সামিয়া, তরীর সাধারণ সম্পাদক রিছান উদ্দিন, জাবি বন্ধুসভার সভাপতি সুমাইয়া জামান প্রমুখ।

বাসভাড়া কমানোর দাবি নিয়ে হরতাল হলে দায়দায়িত্ব প্রশাসনের

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বাসভাড়া কমানো ও ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়া করার গণদাবি পাশ কাটিয়ে পরিবহন মাফিয়া গডফাদারদের পক্ষ নিলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে প্রথম হরতাল হলে সেই দায়দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের নেতারা।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় নগরের চাষাঢ়ায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মশালমিছিল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের আহ্বায়ক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি। শহীদ মিনার থেকে বের হওয়া মশাল মিছিলটি শহরের ২ নম্বর রেলগেট, ১ নম্বর রেলগেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল হয়ে কালীরবাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

রফিউর রাব্বি বলেন, শেখ হাসিনার বিদায়ের মধ্য দিয়ে পরিবহন মাফিয়া গডফাদার ও চাঁদাবাজদের বিদায় হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জসহ সব বাসের ভাড়া ৫৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৪৫ টাকা করতে হবে এবং ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়া করতে হবে। একই সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থেকে অন্যান্য রুটে সিএনজিচালিত সব বাসের ভাড়া যৌক্তিক হারে কমিয়ে আনতে হবে। আমরা সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বলেছি, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে যদি এই দাবি মানা না হয়, ১৭ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জবাসী সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালন করে আমাদের এই দাবি আদায় করে তারপর আমরা মাঠ ছাড়ব।

অংশ নেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) জেলার সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, ন্যাপ জেলার সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন, খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রথীন চক্রবর্তী, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জিয়াউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনি সুপান্থ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) জেলার সদস্যসচিব আবু নাঈম প্রমুখ।

পুরোনো প্লাস্টিকের বিনিময়ে ৩০০ পরিবার পেল চাল-আটা, সয়াবিন তেল

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

কারও হাতে প্লাস্টিকের পুরোনো পানি বা তেলের বোতল, কারও হাতে ভেঙে যাওয়া প্লাস্টিকের ঝুড়ি। এসব নিয়ে নিম্ন আয়ের নারী-পুরুষ ছুটে যাচ্ছেন গাজীপুর মহানগরের গাছা এলাকার একটি বিদ্যালয়ের মাঠে।

বিদ্যালয়ের মাঠে দেখা গেল, পুরোনো প্লাস্টিকের এসব বোতল, ড্রাম ও ঝুড়ির বিনিময়ে নিম্ন আয়ের লোকজন নিচ্ছেন ডিম, কেউ চাল-আটা, সয়াবিন তেল, মাছসহ নানা নিত্যপণ্য।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের গাছা বঙ্গবন্ধু কলেজ মাঠে গতকাল শনিবার তিন দিনব্যাপী প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ 'প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জ স্টোর' নামে এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন। সকালে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ।

এ সময় পুরোনো প্লাস্টিকের বিনিময়ে ৩০০ পরিবার পেল চাল-আটা, সয়াবিন তেল।

তাজউদ্দীন আহমদের স্মরণে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্য আয়োজিত বিশেষ স্মৃতিচারণা ও মূল্যায়ন সভায় বক্তব্য দেন তাঁর কন্যা শারমিন আহমদ এবং পুত্র সোহেল তাজ। গতকাল বিকেলে বাংলা একাডেমিতে। ছবি : দীপু মালাকার

ইতিহাসকে একটি পিলারের ওপর দাঁড় করানো হয়েছে

তাজউদ্দীনের পুত্র-কন্যার আলোচনা

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটি পিলার, অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধু পিলারের' ওপর দাঁড় করানোর কারণে অনেক মানুষের অবদান হারিয়ে গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে শারমিন আহমদ বলেন, দেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে দাঁড় করানো হয়েছে একটি পিলারের (স্তম্ভ) ওপর; 'বঙ্গবন্ধু পিলারের' ওপর। এখানে অনেক মানুষের অবদান হারিয়ে গেছে; বিশেষ করে গ্রামবাংলার তরুণ, কিশোর, বীরাঙ্গনা—তাঁদের কাহিনিগুলো।

গতকাল শনিবার 'শতাব্দীর কণ্ঠস্বর তাজউদ্দীন আহমদ, কন্যার চোখে, পুত্রের চোখে' শীর্ষক এক আলোচনায় শারমিন আহমদ এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ১ টাকার নোটে বঙ্গবন্ধুর ছবি, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ টাকার নোটেও বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুকে খাটো করা নয়, এটা হয়ে যায় এক ব্যক্তির ইতিহাস।

বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্য। তাতে তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে শারমিন আহমদ ও ছেলে সোহেল তাজ কথা বলেন।

তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা বইয়ের লেখক শারমিন আহমদ বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে চলা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের মধ্যে বঙ্গবন্ধু গোপনে একটি গ্রুপ লালন করেছেন। তারা গোপনে ভারতীয় আরএসএস ও গোয়েন্দাদের সঙ্গে কাজ করেছে। এটা মুক্তিযুদ্ধকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ধারাবাহিকতায় মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। এ ঘটনাগুলো কাউকে ছোট করার জন্য নয়। এগুলো ইতিহাসে আছে। কিন্তু এগুলো প্রকাশ হলে ভাবমূর্তিটা ওনারা (সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) যেভাবে করতে চেয়েছেন, ভয় করছেন সেটা ভেঙে যাবে।

শারমিন আহমদ বলেন, একটা সময় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর একটা জায়গা আছেই, একটা 'সিম্বল'। এই জায়গায় তিনি থাকবেন। এরপরের কর্ম-কীর্তি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হবে। সে জায়গাটা খুলে দেওয়া দরকার।

শারমিন আহমদ বলেন, তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল সরকার গঠন করা হয়। এর আগে তেলিয়াপাড়ায় সেনা কর্মকর্তারা বৈঠক করেন। সেনা কর্মকর্তারা সরকার গঠনে সমর্থন দেন। পরে সেনা কর্মকর্তারা বলেছেন, তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকেই তাঁরা নেতৃত্ব পাবেন, একটা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দরকার। এভাবে সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিশাল গতি পায়। এগুলো ইতিহাসের বইয়ে নেই। তিনি বলেন, 'এখনকার বাচ্চারা বিভ্রান্ত। তারা মনে করে এটা (মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস) শেখ পরিবারের গল্প। এটা রাসেল, জামাল, কামালের গল্প। এখানে গরিব মায়ের সন্তান, যাঁরা সম্ভ্রম হারিয়েছেন, তাঁদের গল্প নেই।'

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক কথাসাহিত্যিক আহমাদ মোস্তফা কামাল জানতে চান, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে, তা জানতে চাননি বা কখনো মুজিবনগরে যাননি কেন? এর জবাব দিতে গিয়ে তাজউদ্দীন-কন্যা শারমিন ভারতের সাবেক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক জে এন দীক্ষিতের লেখা উদ্ধৃত করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে জানতে মুজিব আগ্রহী ছিলেন না।

শারমিন বলেন, তিনি মনে করেন, হয়তো বঙ্গবন্ধুর মনস্তাত্ত্বিক কোনো কারণ ছিল, তাঁর অবর্তমানে একটি দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, তখন তিনি নেতৃত্বে ছিলেন না। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি ঠিক আপন ভাবতে পারেননি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের ঘটনা তুলে ধরে সোহেল তাজ বলেন, ওই রাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে (বঙ্গবন্ধুর বাসভবন) তাজউদ্দীন আহমদ একটি টেপরেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে শত শত বিদেশি সাংবাদিক অপেক্ষা করছিলেন। পরিকল্পনা ছিল ঘোষণাটি তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২৫ মার্চ সে ঘোষণাটা দেওয়া হয়নি। তাজউদ্দীন সেখান থেকে চলে আসেন। সে রাতে বাড়ি ফিরে তাজউদ্দীন খুব হতাশ ছিলেন। বাসায় ফিরে ফাইলপত্র ছুড়ছিলেন। বারবার বলছিলেন, ২৩ বছরের আন্দোলন বৃথা গেল।

এসব কথা পরে নিজের মায়ের কাছ থেকে শুনেছেন বলে জানালেন সোহেল তাজ। পাকিস্তানি এক সাবেক সেনা কর্মকর্তার লেখা *পাকিস্তানস ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ* বই থেকে উদ্ধৃত করে সোহেল তাজ বলেন, শেখ মুজিব (১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ) রাত দেড়টার সময় তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন। অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতা সেখানে ছিলেন না। কেন মুজিব নিজে বাসায় রয়ে গেলেন এবং অন্যরা আন্ডারগ্রাউন্ডে (আত্মগোপনে) চলে গেলেন? এই প্রশ্নের জবাবে ওই বইয়ের লেখক বলেছেন, ঢাকা স্টেশন কমান্ডারকে মুজিব বলেছিলেন, তিনি পাকিস্তানকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

সোহেল তাজ বলেন, এখানে অনেকগুলো 'অপশন' (বিকল্প) ছিল। পাকিস্তান ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে থেকে স্বায়ত্তশাসন। এটা বিশ্লেষণ করা, ইতিহাসবিদদের খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

সোহেল তাজ বলেন, ৭ মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক ভাষণ। এতে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। সেখানে নানা দিকনির্দেশনা ছিল। এটা অনস্বীকার্য বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক। কিন্তু ছয় দফা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন সবকিছুতে অনেক নেতার অবদান ছিল। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওই মুহূর্তে দেশ এসেছিল।

নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে ১৩০ একর জমি দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) নূর মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে ১৩০ একর জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি জমির মূল মালিকদের পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের দিয়ে হুমকি এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানিরও অভিযোগ এসেছে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন জমির মালিক কটিয়াদীর মৃত নূরুল আমিনের পরিবার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নূরুল আমিনের স্ত্রী হাসনা আমিন, বড় ছেলে বদরুল আমিন, ছোট ছেলে সিরাজুল আমিন ও ভাই রুহুল আমিন। যদিও নূর মোহাম্মদ দাবি করেছেন, অভিযোগগুলো মিথ্যা। জমিটির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা নেই।

বদরুল আমিন বলেন, তাঁর বাবা নূরুল আমিনের প্রায় ১৩০ একর জমি সাবেক আইজিপি ও আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ ক্ষমতায় থাকার সময় প্রভাব খাটিয়ে দখলে নেন। নূর মোহাম্মদের ভাগনে মুন ও শাওনের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ২০০৮ সালে জমিটি জোর করে দখলে নেন। তাঁদের সাহায্য করেছে পুলিশ বাহিনী। অথচ জমির মালিকানার কোনো প্রমাণাদি তাঁর (নূর মোহাম্মদ) কাছে নেই। পরে জমিটি উদ্ধারে নূরুল আমিন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলে নূর মোহাম্মদ প্রভাব খাটান এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে শনিবার সন্ধ্যায় নূর মোহাম্মদ *প্রথম আলোকে* বলেন, জমিটি আমার বাড়ির সামনে। এই জমির বিপরীতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন নূরুল আমিন। খেলাপি হলে জমিটি 'অকশন' হয়। তখন আরেকটি পক্ষকে জমিটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বদরুল আমিনের বাবাকে কিছু টাকাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দাবি করেন, এই জমির সঙ্গে তাঁর আর্থিক কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। মামলা ও হয়রানির অভিযোগগুলোও মিথ্যা।

নূরুল আমিনের ছেলে বদরুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, নূর মোহাম্মদ এই জমির 'অকশন'-এর কথা বললেও এর সপক্ষে কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারবেন না।

দুটি ট্রাক ও একটি এক্সকাভেটর জব্দ | চকরিয়ার মাতামুহুরী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার সময় দুটি ট্রাক ও একটি এক্সকাভেটর জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রতিনিধি, চকরিয়া, কক্সবাজার

সংক্ষেপে

ঢাকা

ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ, গ্রিলে স্ত্রীর

রাজধানীর রামপুরা থেকে স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বেলা একটার দিকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। নিহত দুজন হলেন মো. জুবায়ের (২১) ও মনীষা আক্তার (২০)। দুজনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে। রামপুরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যবসায়ী জুবায়ের তাঁর স্ত্রী মনীষাকে নিয়ে রামপুরার মাটির মসজিদ এলাকায় বাস করতেন। পুলিশ দুপুর ১২টার দিকে খবর পায়, এই দম্পতির বাসার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। রামপুরা থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে জুবায়ের ও তাঁর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন

নাটক বন্ধ করতে চাইছে কারা, পরিচয় স্পষ্ট করার দাবি

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কারা নাটক বন্ধ করতে চাইছে, নাটক বন্ধ করতে কারা শিল্পকলা একাডেমির সামনে বিক্ষোভ করছে, নাট্যকর্মীদের সমাবেশে হামলা করেছে করা—তাদের পরিচয় জানতে চায় বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। তাদের পরিচয় স্পষ্ট করার জন্য সরকারের কাছে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন নাট্যকর্মীরা।

গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়। শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামাল বায়েজীদ বলেন, 'আমরা তো নাট্যকর্মী, আমাদের পরিচয় স্পষ্ট। তবে যারা নাটক বন্ধ করতে চাইছে, তারা কারা? তাদের পরিচয় আমরা জানতে চাই। যেভাবে আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে, তা সন্ত্রাসী আচরণ। এই সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতায় এনে শিল্পচর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।'

২ নভেম্বর একদল লোকের বিক্ষোভের মুখে *নিত্যপুরাণ* নাটকের প্রদর্শনী মাঝপথে বন্ধ করতে হয়। এর প্রতিবাদে গত শুক্রবার শিল্পকলা একাডেমির সামনে নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদ সমাবেশে একদল লোক প্রথমে ডিম ছুড়ে মারে, পরে আরও কিছু লোক জড়ো হয়ে সেখানে বিক্ষোভ ও ইটের টুকরা নিক্ষেপ করে।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামাল বায়েজীদ বলেন, বিক্ষোভকারীদের দাবি স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন, 'তারা এসে বলছে দেশ বাংলার নাটক বন্ধ করতে হবে। তারা নাটকের দলের নামও জানে না। বলছে, বাংলা একাডেমিতে নাটক করতে দেওয়া হবে না। এটা যে শিল্পকলা একাডেমি, এটাও তারা জানে না। তাহলে তারা কারা? নাটক বন্ধ করার দাবি তুলে যারা সন্ত্রাসী আচরণ করছে, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।'

১৫ নভেম্বরের মধ্যে তদন্ত করে ব্যবস্থা না নিলে সারা দেশের নাট্যকর্মীদের নিয়ে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান কামাল বায়েজীদ।

যখন এই সংবাদ সম্মেলন চলছিল, ওই সময় শিল্পকলা একাডেমির বাইরে কিছু যুবক প্ল্যাকার্ড হাতে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিলেন। তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মহিউদ্দিন হৃদয় (৩৮) ও রাসেল (৪২) নামের দুজনকে আটক করে। থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে রমনা থানা সূত্র জানিয়েছে।

এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা বরাবরই অবহেলিত

বিআইপির সেমিনার

সেমিনারে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'সমগ্র দেশের পরিকল্পনা করি, বৈষম্যহীন সুষম বাংলাদেশ গড়ি'।

- বিআইপি গবেষণা করে দেশের জন্য একটি স্থানিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে।
- শ্রীলঙ্কা, জাপান, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা আছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শ্রীলঙ্কা, জাপান, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো পরিবেশের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা করে এগোচ্ছে। আর বাংলাদেশে এমন পরিকল্পনা বরাবরই অবহেলিত। আমাদের দেশে সমস্যা দেখা দিলেই সমাধানের পথ খোঁজা হয়। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ যদি নিরাপদ শহর চায়, তাহলে দেশও পরিকল্পিত হতে হবে।

গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে প্ল্যানার্স টাওয়ারের বিআইপি কনফারেন্স হলরুমে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। নগর-পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) সংগঠনটির সুবর্ণজয়ন্তী এবং বিশ্ব নগর-পরিকল্পনা দিবস উপলক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'সমগ্র দেশের পরিকল্পনা করি, বৈষম্যহীন সুষম বাংলাদেশ গড়ি'।

সেমিনারে বিআইপির সাধারণ সম্পাদক শেখ মুহম্মদ মেহেদী আহসান বলেন, বাংলাদেশের বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের চেহারা কেমন হবে, তা নিয়ে কাজ করছে ১১টি কমিশন। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নগর অঞ্চলকে সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। অন্যথায় দেশের উন্নয়নের অগ্রগতি আগের মতোই পরিচালনা হবে। তিনি বলেন, বিআইপি এক বছর গবেষণা করে দেশের জন্য একটি স্থানিক পরিকল্পনা (এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা) তৈরি করেছে। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রতন্ত্রের হাতে পৌঁছাতে চান জানিয়ে তিনি সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।

বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্যই মূলত পরিকল্পনা প্রয়োজন উল্লেখ করে বিআইপির সভাপতি অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, নিজের সন্তানের জন্য খেলার মাঠ ও পড়ার টেবিলে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা না থাকলে সেটা তার অভিভাবকের চিন্তার বিষয়। শহরের সব শ্রেণির মানুষের অধিকার আছে এসব সুবিধা পাওয়ার। তিনি বলেন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর গ্রাম ও শহর নিশ্চিত করতে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে দাবি আসতে হবে। মানুষ যদি নিরাপদ শহর চায়, তাহলে দেশও পরিকল্পিত হবে।

সেমিনারে উন্মুক্ত আলোচনায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ পরিকল্পনাবিদ শরিফ মো. তারেকুজ্জামান বলেন, 'শ্রীলঙ্কা, জাপান, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা আছে। প্রতিটি দেশের পরিবেশের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এসব পরিকল্পনা তৈরি হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের দেশে জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা বরাবরই অবহেলিত।'

অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ 'বাংলাদেশে নগর/স্থানিক পরিকল্পনার পদযাত্রা : অতীত, বর্তমান ও আগামীর করণীয়' উপস্থাপন করেন বিআইপির বোর্ড সদস্য উসওয়াতুন মাহেরা খুশি। প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করেন বিআইপির সহসভাপতি সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ৫০ বছরে বাংলাদেশ একটি সংস্কারাচ্ছন্ন কাঠামোগত ঘূর্ণনের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও আত্মত্যাগ আমাদের সামনে সুযোগ সৃষ্টি করেছে যে রাষ্ট্র ও তার জনগণের জন্য যা কিছু কল্যাণকর, তা গ্রহণ করার।

সেমিনারে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) ছিদ্দিকুর রহমান সরকার বলেন, 'আমাদের দেশে কেউ আইন মানতে চায় না। আমি "চ্যাম্পিয়ন"—এই কালচার থেকে বের হয়ে আসতে হবে।'

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন জুলাই বিপ্লবের আন্দোলনে নিহত সাংবাদিক তাহির জামানের মা মোছা. সামছিআরা জামান, এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (থাইল্যান্ড) ইমেরিটাস অধ্যাপক এ টি এম নুরুল আমিন, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, বিআইপির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি অধ্যাপক গোলাম রহমান প্রমুখ।

উপসচিব থেকে ওপরের পদে 'কোটাপদ্ধতি' বাতিলের দাবি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকারের উপসচিব থেকে ওপরের পদে 'কোটাপদ্ধতি' বাতিল করে উন্মুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ, পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় গঠন, অর্থাৎ 'ক্যাডার যার মন্ত্রণালয় তার' করাসহ বেশ কিছু দাবি ও সুপারিশ করেছে আন্তক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ।

পরিষদের উদ্যোগে গতকাল শনিবার রাজধানীর পূর্ত ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'রাষ্ট্র সংস্কার : প্রেক্ষিত সিভিল সার্ভিস' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব সুপারিশ ও দাবি তুলে ধরা হয়। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, উপসচিব থেকে পদগুলো আর একক কোনো ক্যাডারের থাকে না। এই পদে ৭৫ শতাংশ পদোন্নতি হয় প্রশাসন ক্যাডার থেকে এবং ২৫ শতাংশ পদোন্নতি হয় অন্যান্য ক্যাডার ছেড়ে আসা কর্মকর্তাদের।

সুপারিশের মধ্যে আরও রয়েছে—প্রশাসন ক্যাডার ও অন্যান্য ক্যাডারের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সব ক্যাডারের মধ্যে সমতা আনা, পদ আপগ্রেডেশন, পদোন্নতিতে সমান সুযোগ, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস, বিভিন্ন ক্যাডারের তফসিলভুক্ত পদ থেকে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার ইত্যাদি।

মাহমুদুর রহমান বললেন

রাষ্ট্রপতিনির্ভর শাসনে ফেরার সময় এসেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

১৯৯১ সালের পর থেকে চলে আসা 'ওয়েস্টমিনস্টার স্টাইলের' গণতন্ত্র বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দৈনিক *আমার দেশ* সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তিনি বলেছেন, এখন রাষ্ট্রপতিনির্ভর শাসনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে।

'সংবিধান অনুলিখন না সংশোধন' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদুর রহমান এসব কথা বলেন। গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এই আলোচনার আয়োজন করে নাগরিক ফোরাম নামের একটি সংগঠন।

আ. লীগ আমলের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা বাতিলের দাবি

সংবাদ সম্মেলনে আনু মুহাম্মদ

> "জীবাশ্ম জ্বালানি এবং এলএনজির আমদানি দেশের জন্য আর্থিক বোঝা, যা দেশের প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশের সঙ্গে জড়িত।
> **আনু মুহাম্মদ**, অর্থনীতিবিদ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিগত সরকার জ্বালানি মহাপরিকল্পনা তৈরি করেছে। নীতিগত জায়গা থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে ওই মহাপরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। যদি পিএসসিসহ অন্যান্য সব নীতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ গঠন করা যাবে না।

গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে অর্থনীতিবিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এ কথাগুলো বলেন। বেসরকারি সংগঠন ধরা, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, মার্কেট ফোর্সেস এবং ফসিল ফ্রি চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে 'ব্যয়বহুল এলএনজির বিস্তার : বিদেশিদের গ্যাসসংক্রান্ত স্বার্থ যেভাবে বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে' শিরোনামে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আনু মুহাম্মদ বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানি এবং এলএনজির আমদানি দেশের জন্য আর্থিক বোঝা, যা দেশের প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশের সঙ্গে জড়িত। বিগত সরকারের সময়ে জ্বালানি খাতে পরিকল্পনা করা হয় বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতো বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে। বর্তমান সরকারের উচিত এসব বাদ দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রযুক্তিগত বিকাশের জন্য কাজ করা।

অনুষ্ঠানে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ধরার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার সভাপতিত্ব করেন। এটি সঞ্চালনা করেন ধরার সদস্য সচিব শরীফ জামিল। অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মার্কেট ফোর্সেসের এশিয়া এনার্জি অ্যানালিস্ট মুনিরা চৌধুরী। এতে বলা হয়, এলএনজি প্রকল্প এবং আমদানি টার্মিনাল উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে হবে। এ প্রকল্পগুলোর কারণে দেশের অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়বে, একই সঙ্গে দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব—যেমন বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, যখন দেশ তীব্র তাপপ্রবাহ এবং বিদ্যুতের চাহিদার সংকটে রয়েছে, এলএনজির ওপর ৫০ বিলিয়ন ডলারের এ বিনিয়োগের পরিবর্তে বাংলাদেশ ৬২ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, যা দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার দ্বিগুণ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন, জাপানের বিশেষজ্ঞ মেগু ফুকুজাওয়া ও সিপিডির জ্যেষ্ঠ ফেলো ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

RPGCL
Rupantarita Prakritik Gas Company Limited (RPGCL)
(A Company of Petrobangla)

Invitation for Enlistment

1	Ministry / Division	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/ Energy and Mineral Resources Division
2	Agency	Rupantarita Prakritik Gas Company Limited (RPGCL)
3	Procuring Entity Name	Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
4	Procuring Entity District	Dhaka
5	Invitation for	The application for enlistment as a potential LNG supplier to supply LNG on spot basis.
6	Invitation Ref. No	28.19.2249.701.51.010.22/462
7	Date:	10 November 2024
KEY INFORMATION		
6	Procurement Method	International RFQ
FUNDING INFORMATION		
7	Source of Fund	Government of Bangladesh - GoB (Own Source)
PARTICULAR INFORMATION		
8	Application Closing Date, Time	1 December 2024, 12:30pm,
9	Name & Address of the Office	
	-Application form Availability	Place: LNG Division (2nd floor), RPGCL Bhaban, Plot # 27, New Airport Road, Khilkhet, Dhaka-1229, Bangladesh. or from the web-site www.rpgcl.org.bd.
	-Submission Place	Applicant have to submit their application by physically or by courier. The applicant may submit their application through email (md.lng@rpgcl.org.bd, mukitche@rpgcl.org.bd, ripon.che@rpgcl.org.bd) also but In that case the applicant have to submit the hard copy of the application through courier or physically. Submission Adress (for physical or courier): Place: LNG Division (2nd floor), RPGCL Bhaban, Plot # 27, New Airport Road, Khilkhet, Dhaka-1229, Bangladesh.
INFORMATION FOR APPLICANT		
10	Brief Description of the Project/ Assignment.	Supply of Lean LNG as per specification (e.g., methane molecular composition not less than 91% etc.) mentioned in Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA) on Delivery Ex-Ship basis to LNG Receiving Terminals of Petrobangla in Bangladesh.
11	Eligibility for LNG Supplier	Have to comply with the minimum criteria mentioned on the Standard Application form for Enlistment for procurement of LNG.
12	Other Details (if Applicable)	Enlisted LNG suppliers will be notified and provided with draft Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA) and any other documents (if required) by email.
13	LNG Supplier's Composition	The interested LNG Suppliers may either be a single or Joint Venture (JV) of more than one firms or as a consortium.
14	Application Fees	500.00 USD or 60,000.00 BDT
15	Enlistment Fees	42.00 USD or 5,000.00 BDT
16	Bank Details	A/C Name: Rupantarita Prakritik Gas Company Limited A/C No.: 4716-01-0000120 Bank Name & Branch: Basic Bank Limited, Banani Branch Routing No.: 055260437 Swift: BKSIBDDH022
PROCURING AGENCY DETAILS		
17	Name of Official Inviting Application	Engr. Md. Rafiqul Islam
18	Designation of Official Inviting Application	Managing Director
19	Address of Official Inviting the Application	Rupantarita Prakritik Gas Company Limited (RPGCL), RPGCL Bhaban, Plot # 27, New Airport Road, Khilkhet, Dhaka-1229, Bangladesh.
20	Contact details of Official Inviting the Application	**Tel:** 88 (02) 8900142 **Fax:** 88 (02) 8923948 **E-mail:** md.lng@rpgcl.org.bd;
21	Other Contacts	gmlng@rpgcl.org.bd; mukitche@rpgcl.org.bd, ripon.che@rpgcl.org.bd
22	The Procuring entity reserves the right to accept or reject any or all applications without assigning any reason.	
	N.B. Those who are already enlisted must apply for enlistment, after completion of the new enlistment process the previous enlistment will be automatically null and void.	

আরপিজিসিএল /পিআর ২৬৪

Engr. Md. Rafiqul Islam
Managing Director

পাকিস্তানকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চর্চার বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আইন তৈরি ও তার অনুশীলন করতে হবে

পাকিস্তানের মানবাধিকার নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদন সম্পর্কে *দ্য ডন*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

সিএসএ বাতিলের সিদ্ধান্ত

মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহার করা হোক

বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করার বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদ যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা সেটিকে স্বাগত জানাই। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানিয়েছে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সাইবার নিরাপত্তা আইন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ-২০২৪ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের আইনি যাচাই (ভেটিং) শেষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।

গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৩ সালে যখন সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়, তখনই আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম। আমরা এ-ও বলেছিলাম, ব্যাপকভাবে সমালোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করে সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন নামে যে আইন দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেটাও নিবর্তনমূলক। বিশেষ করে এই আইনে এমন সব ধারা ছিল, যাতে সরকার যাঁকেই দেশবিরোধী মনে করত, তাঁকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাঁর কার্যালয়ে তল্লাশি ও ডিভাইস জব্দ করতে পারত। এর জন্য তথ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হতো না। এই আইনের কারণ হিসেবে ডিজিটাল মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও, ভিন্নমত ও সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর আইন মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন, ২০০৬; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর অধীন গত আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট ৫ হাজার ৮১৮টি মামলা চলমান। বর্তমানে স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মোট ১ হাজার ৩৪০টি মামলা চলমান, যার মধ্যে ৪৬১টি মামলা তদন্তকারী সংস্থার কাছে তদন্তাধীন। ৮৭৯টি মামলা দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাত হাজারের বেশি মামলা হয়েছিল, যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ। এতে প্রমাণিত হয়, বেশির ভাগ মামলা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আসা অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের পক্ষ থেকে সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের জোর দাবি ওঠে। গত ৩ অক্টোবর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, 'অবশ্যই সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করা উচিত। সেদিকেই যাব। আলটিমেট এটা বাতিল হবে।' গত সপ্তাহে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম আশ্বাস দেন, এ সপ্তাহে এই আইন বাতিল হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়ের হওয়া স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মামলাগুলো (মুক্ত মতপ্রকাশের কারণে মামলা) প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া এসব মামলায় কেউ গ্রেপ্তার থাকলে তিনি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন বলেও জানানো হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলাগুলোকে 'স্পিচ অফেন্স' এবং কম্পিউটার হ্যাকিং বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে জালিয়াতিকে 'কম্পিউটার অফেন্স' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মামলাগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনের অধীন ২৭৯টি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীন ৭৮৬টি এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীন ২৭৫টি মামলা চলমান আছে।

রাজনৈতিক নেতাদের মতো অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা যে ফাঁকা আওয়াজ দেননি, উপদেষ্টা পরিষদের নীতিগত সিদ্ধান্তই তার প্রমাণ। ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে তাঁরা এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন, এ জন্য ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে আমাদের দাবি থাকবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীনে যেসব মামলা বিচারাধীন, (অন্তত বাক্‌স্বাধীনতাসংক্রান্ত) সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দ্রুত প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হোক।

ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি

চলচ্চিত্র জাদুঘর নির্মাণে উদ্যোগ নিন

চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি নিয়ে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আচরণ শুধু আইনবিরোধীই নয়, রীতিমতো মাস্তানি। ঋত্বিক ঘটক শুধু বাংলা চলচ্চিত্রে নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রে সামনের কাতারের একজন নির্মাতা।

দেশভাগের যন্ত্রণা ছিল তাঁর চলচ্চিত্রের প্রধান এক উপজীব্য। *মেঘে ঢাকা তারা*, *অযান্ত্রিক*, *তিতাস একটি নদীর নাম*, *সুবর্ণরেখার* মতো কালজয়ী চলচ্চিত্রগুলো সমাজ-রাজনীতি ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে থাকবে। যেকোনো বিবেচনায় ঋত্বিকের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি সংরক্ষণ বর্তমান ও উত্তর-প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাড়িটি ভেঙে ফেলা এবং দখলে নেওয়ার প্রচেষ্টা বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসছিল। বাড়িটি সংরক্ষণের জন্য রাজশাহীর ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি দীর্ঘদিন ধরে আবেদন জানিয়ে আসছে। আন্দোলনের কারণে বিগত সরকারের আমলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বাড়িটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল।

প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার পতনের এক দিন পার হতে না হতেই বাড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মীদের অভিযোগ, রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের লোকজন বাড়িটি ভেঙে ফেলেছেন। আমরা মনে করি, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেটাকেই সুযোগ হিসেবে নিয়েছে হোমিওপ্যাথিক কলেজ কর্তৃপক্ষ।

রাজশাহী নগরের মিয়াপাড়ায় ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক বাড়িটি অবস্থিত। এ বাড়িতেই শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের একটি সময় কাটিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। ঋত্বিকের পরিবার কলকাতায় চলে যাওয়ার পরে ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সরকার এ বাড়ির ৩৪ শতাংশ জমি রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ইজারা দিয়েছিল। ঋত্বিকের ভিটার উত্তর অংশে গড়ে তোলা হয় হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের আধুনিক ভবন। আর এই ভবনের দক্ষিণ অংশে ছিল বাড়িটি।

ঋত্বিক ঘটকের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভাঙা বাড়ির দেয়ালে তাঁর চলচ্চিত্রের পোস্টার রংতুলি দিয়ে এঁকে অনুষ্ঠান করেন চলচ্চিত্রকর্মীরা। কিন্তু হোমিও কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটায় তাঁর চলচ্চিত্র নিয়ে দেয়ালচিত্র মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের কারণ কী জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, 'এটা আমার সভাপতি বলতে পারেন, তিনি কলেজটা কীভাবে রাখবেন।'

প্রশ্ন হচ্ছে ঋত্বিক ঘটকের বাড়িটি গুঁড়িয়ে দিয়ে একটা ইতিহাসকে এভাবে বিনষ্ট করে দেওয়ার অধিকার রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল কলেজ কর্তৃপক্ষ কীভাবে পেল? সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে তারা যে আচরণ করেছে, সেটা রীতিমতো ধৃষ্টতা। আমরা মনে করি, বাড়িটি ভেঙে ফেলার পেছনে কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দুরভিসন্ধি রয়েছে। সরকারকে অবশ্যই সেটা তদন্ত করে বের করে দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

ঋত্বিক ঘটকের বাড়ির জায়গায় তাঁর নামে চলচ্চিত্র জাদুঘর নির্মাণ করাটাই হবে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের সর্বোত্তম পথ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে, আমরা সেই আশা করি।

চিঠিপত্র

রাস্তা মেরামত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬টি ডিপার্টমেন্টের অধীনে প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। কিন্তু ক্যাম্পাসের ৮টি আবাসিক হলে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী অবস্থান করতে পারেন। আর বাকি শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের বাইরের বাসাবাড়ি ও মেসে থাকতে হয়।

ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী মেসগুলোতে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অবস্থান করেন। এসব শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পকেট গেটসংলগ্ন গলি রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। লালন শাহ হলের পেছনের রাস্তা দিয়ে সেখানে থাকা শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করেন। কিন্তু এই গলি রাস্তাটি মেইন রাস্তা থেকে বেশ নিচু এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কার না করায় রাস্তার ইট-পাথর ভেঙে গর্ত তৈরি হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাটি পানির নিচে তলিয়ে যায়। বর্ষাকালে এখানকার শিক্ষার্থী ও অন্যান্য পথচারী মানুষের ভোগান্তির যেন শেষ নেই।

তাই অনতিবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করে শিক্ষার্থী ও পথচারী মানুষের চলাচলের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের যথাযথ পদক্ষেপ কামনা করছি।

মাজিদুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাসিবাদ যাতে ফিরে না আসে, সেই নিশ্চয়তা দরকার

বিশেষ সাক্ষাৎকার

মাহবুবউল্লাহ

ড. মাহবুবউল্লাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদ। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন। ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, সংবিধান সংস্কার, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎসহ আরও কিছু বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন *প্রথম আলোর* সঙ্গে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সোহরাব হাসান** ও **মনজুরুল ইসলাম**

প্রথম আলো : ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটেছে। আমরা একটা নতুন পর্বে প্রবেশ করেছি। গত ১৫ বছর ছিল গণতন্ত্রের জন্য একটি কালো অধ্যায়। গণতন্ত্রের পথে কেন আমাদের বারবার হোঁচট খেতে হচ্ছে?

মাহবুবউল্লাহ : আমি বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে দেখি। এ অঞ্চলের মানুষ শুধু পাকিস্তান আমলে নয়, ব্রিটিশ আমল থেকেই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে আসছে। শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের দাবি সেই লড়াইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম নির্বাচন হয়। এরপর ১৯৫৬ সালে এসে পাকিস্তানে একটি সংবিধান কার্যকর হয়। প্রায় ৯ বছর লেগেছিল একটি সংবিধান তৈরি করতে।

মাত্র দুই বছরের মধ্যে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসনের কারণে সেই সংবিধান বাতিল হয়ে যায়। এরপর ১৯৬২ সালে তিনি নিজেই একটি সংবিধান দিলেন, সেটি ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের সংবিধান। সেই সংবিধান অনুযায়ী জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা ভোট দিয়ে তা নির্ধারণ করতে পারত না।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর বাহাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। খুব অল্প সময়ে একটি সুন্দর সংবিধান প্রণয়নের জন্য সে সময় অনেকেই বাহবা দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, ভবিষ্যতে এটা আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। কিন্তু সেই সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শুরু থেকেই কিছু সমস্যা ছিল। তখন যাঁরা সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁদের সেই ম্যান্ডেট ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

কিন্তু '৭২-এর সংবিধানও খুব বেশি দিন অপরিবর্তিত থাকেনি। সংবিধান কার্যকর হওয়ার অল্প সময় পর থেকে তা সংশোধন করা শুরু হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান একদলীয় শাসন কায়েম ও ক্ষমতা চিরস্থায়ী করেছিলেন। শেখ হাসিনারও একই রকম উদ্দেশ্য ছিল। নির্বাচন ছাড়া, জনগণের সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার যে রাজনীতি, তা থেকেই গণতন্ত্রের পতন ও ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়।

প্রথম আলো : সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন বা নতুনভাবে প্রণয়ন নিয়ে বিতর্ক চলছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

মাহবুবউল্লাহ : এখন বাংলাদেশে যে সংবিধান চালু আছে, কেউ বলেনি বা কেউ ঘোষণা দেয়নি যে সেটা বাতিল বা অচল হয়ে গেছে। অনেকগুলো অগণতান্ত্রিক সংশোধনীর কারণে সংবিধানটি নানাভাবে ভারাক্রান্ত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়ায় এই সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনও সম্ভব নয়।

আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, বর্তমান সংবিধান কাটাছেঁড়া করে আর গণতন্ত্রমুখী করা সম্ভব নয়। সংবিধান সংশোধন ও পুনর্লিখন নিয়ে এখন যে বিতর্ক চলছে, সেখানে আমার অবস্থান পুনর্লিখনের পক্ষে। আমি মনে করি, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সুপারিশ নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান পুনর্লিখন করা উচিত। তবে পুনর্লিখনের নামে সময়ক্ষেপণ করা চলবে না।

প্রথম আলো : বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আপনি কী মনে করেন?

মাহবুবউল্লাহ : নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থাকবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এখনো আসেনি। দেশের রাজনীতি পরিবর্তিত হচ্ছে। অনেক নতুন নতুন প্রশ্ন সামনে আসছে।

রাজনীতি ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে দুই ধরনের মতই আছে। আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে দেওয়ার পক্ষে যেমন সমর্থন আছে, তেমনই অনেকে দলটিকে নিষিদ্ধ বা রাজনীতির বাইরে রাখার পক্ষেও বলছেন। তবে একটা দল বা মত সমাজে-রাষ্ট্রে বিদ্যমান থাকলে তাকে বলপ্রয়োগ করে বা আইনের মাধ্যমে রাজনীতি বা নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার বিষয়টি কার্যকর হবে বলে মনে হয় না।

প্রথম আলো : তাহলে উপায় কী?

মাহবুবউল্লাহ : আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো খুবই গুরুতর। বিরোধীদের দমন-পীড়ন, গুম, খুন, গণহত্যা এবং ফ্যাসিবাদী শাসনের অভিযোগ উঠেছে। এগুলোর বিচার হতে হবে। তবে দলটির যেসব নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে এ রকম কোনো অভিযোগ নেই, তাঁদের রাজনীতি করতে না দিলে সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। তাঁরা হয়তো রাজনীতি করতে পারবেন, সেটা বিচার সম্পন্ন হওয়ার পরে।

সমস্যা হলো আমাদের দেশে বিচারপ্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতির। এর ফলে আগামী নির্বাচনের আগে এই বিচার শেষ হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই বিচার যাতে দ্রুত হয়, সরকারের উচিত সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। আসলে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করা না-করা নিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে কোনোটাই উত্তম সমাধান নয়।

১৫ বছরের একটানা শাসনে আওয়ামী লীগ সরকার যেমন অন্যায়-অত্যাচার করেছে, তেমনই এবার গণ-অভ্যুত্থানের সময় অনেক আন্দোলনকারীকে হত্যা করা হয়েছে। এ কারণে মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ, বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে, যা কিছু আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে অন্যায়-অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে মনে করেছে মানুষ। এ কারণেই আওয়ামী লীগের সবকিছুকে এখন বিরোধিতা করা হচ্ছে; পরিস্থিতি যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে এমনটাই হওয়ার কথা। মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে। তখন হয়তো তারাও (আওয়ামী লীগ) রাজনীতি করার সুযোগ পাবে।

একটা রাজনৈতিক দলকে চেনা যায় ক্ষমতায় থাকাকালীন তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা। তাই ১৯৭১ সালের আগের আওয়ামী লীগ আর ১৯৭১ সালের পরের আওয়ামী লীগ এক নয়। '৭২ থেকে '৭৫ সালে প্রথম আওয়ামী লীগ আমলেও দেশে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করা হয়েছিল। আর গত ১৫ বছরের দুঃশাসন বা ফ্যাসিবাদী শাসনের মাধ্যমে দলটি ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে গেছে। গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের মধ্য দিয়ে সেটা সম্পন্ন হয়েছে।

প্রথম আলো : ১৯৬৯ ও ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রসংগঠনগুলো। কিন্তু ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্বের ভূমিকায় বেশি দেখা গেছে। এটা কি রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত?

মাহবুবউল্লাহ : এবারের গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের আমরা সমন্বয়ক হিসেবে চিনি। তাঁদের কেউ কেউ গণতান্ত্রিক ছাত্র শক্তি নামে একটা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যদিও তাঁরা এখন সেই সংগঠনের কথা খুব একটা বলছেন না। কোনো না কোনো নামে ছাত্রদের সংগঠিত হওয়ার এই চেষ্টা থেকে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে এখনো গণতন্ত্র দানা বাঁধেনি, সেখানে ছাত্রসংগঠনগুলোর বড় ধরনের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

এবার ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছেন, সেটা শুধু ছাত্রদের আন্দোলন ছিল না, দেশের সর্বস্তরের মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। দেশের মানুষ আগে থেকেই শেখ হাসিনাকে বিদায় জানানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে ছিল। এর ফলে ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে তারা খুব দ্রুত সম্পৃক্ত হতে পেরেছে।

এবারের আন্দোলনে প্রথাগত ছাত্রসংগঠনগুলো নেতৃত্বে না থাকলেও তাদের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। যেসব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন হয়েছে, সেই সব ইস্যু কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোরও ইস্যু ছিল। এ কারণে এটা বলা যাবে না যে রাজনীতিতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথম আলো : অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হয়েছে—এমনটা মনে করেন কি না?

মাহবুবউল্লাহ : এ ধরনের কথা অনেকেই বলছেন। তবে আমি এগুলোকে ভিত্তিহীন মনে করি। প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা আছে কি না, সেটা বোঝা যায় নির্বাচনের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগ দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন সেই নির্বাচনী ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। এরপর একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই জনগণের আস্থা-অনাস্থার বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস পেরিয়ে গেছে। এ সরকারের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ করা যাচ্ছে।

মাহবুবউল্লাহ : এ সরকার বেশ কিছু ভালো ও গ্রহণযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার তারা করবে—এমনটা আশা করি।

তবে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিয়ে একধরনের শঙ্কা রয়েছে। ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি—এগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে জনগণের মধ্যে ভীতি আছে। এর কারণ হলো আমাদের দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে থাকে মূলত পুলিশ। ৫ আগস্টের পর থেকে পুলিশ সেভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এ বাহিনীর অনেক সদস্যের কাজে যোগ না দেওয়ার খবর জানা গেছে। যে পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীকে পুরোপুরি কার্যকর না করা যাবে, সে পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।

আরেকটি বিষয় হলো, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি। শুধু গত তিন মাসে নয়, আগের সরকার থাকতেই জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। চার-পাঁচ বছর ধরেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

গত সরকারের আমলে বেশ কিছু ব্যয়বহুল মেগা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল। অন্য দেশগুলোর তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি ব্যয়ে এসব মেগা প্রজেক্ট করা হয়েছে। এর বাইরেও নানাভাবে বিপুল অর্থ অপচয় করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে বিভিন্ন সময় অতিরিক্ত টাকা ছাপানো হয়েছে। ফলে বাজারে মানি সার্কুলেশন বা অর্থের প্রবাহ বেড়ে গেছে। বাজারে পণ্যের তুলনায় অর্থের প্রবাহ বেশি থাকলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এ অবস্থার পরিবর্তন হতে সময় লাগবে।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিএনপি রোডম্যাপ (রূপরেখা) ও দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

মাহবুবউল্লাহ : অন্তর্বর্তী সরকারের মূল দায়িত্ব হলো সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য উপযোগী একটা পরিবেশ তৈরি করা। নির্বাচনমুখী একটি দল হিসেবে বিএনপি স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ বা রূপরেখা চাইবে—এটাই তো স্বাভাবিক। বিএনপির চাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। সরকারের বাহ্যিক আচরণ দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে না, এই সরকার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকবে। ড. ইউনূসও বলেছেন, জনগণ না চাইলে তিনি থাকবেন না। ভবিষ্যতে অন্য কিছু ঘটবে কি না, তা নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

প্রথম আলো : গত সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী কখনো জোটগতভাবে, আবার কখনো যুগপৎ আন্দোলন করেছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে নির্বাচন, সংস্কারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে মতভিন্নতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা কীভাবে দেখছেন?

মাহবুবউল্লাহ : আমার কাছে মনে হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামীর আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি বেড়ে গেছে। যেহেতু তাদের একটি সংগঠিত শক্তি আছে, বিশাল ক্যাডার বাহিনী আছে—এই আন্দোলনে তারা মিলিট্যান্ট ভূমিকা পালন করতে পেরেছে; এটা করতে পারায় তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। ফলে নিজেদের এত বড় মনে করছে, যাতে অন্যের সাহায্য বা সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে না।

দেশের সংকট চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হওয়ার আগে আন্দোলনের অংশীদারদের মধ্যে অনৈক্য দুঃখজনক। এটা দুঃখজনক এ কারণে যে শেখ হাসিনা ভারতে বসে কলকাঠি নাড়ছেন; দেশে নানা রকম অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এ কারণে দেশে যাঁরা গণতন্ত্র চান, তাঁদের মধ্যে ঐক্য বা নিদেনপক্ষে ওয়ার্কিং রিলেশন থাকা দরকার।

প্রথম আলো : ক্ষমতার পালাবদলের সুযোগে এখানে উগ্র দক্ষিণপন্থীদের উত্থানের আশঙ্কা আছে কি না?

মাহবুবউল্লাহ : এ দেশের মানুষজনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যত দূর আমি জানি, তাতে মনে হয় না এ ধরনের কোনো শক্তি নির্বাচন বা অন্য কোনো পন্থায় বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করতে পারবে। এবারের আন্দোলনে নানা গোষ্ঠী, সংগঠন অংশ নিয়েছিল। এর ফলে তাদের ধর্মীয় কিছু আইকন (প্রতীক) আমাদের চোখে পড়েছে। শেখ হাসিনা গত ১৫ বছর একটি দমন-পীড়নমূলক শাসন চালিয়েছেন। সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডকে সেটার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমি আমার একটা লেখায় উল্লেখ করেছিলাম, বাংলাদেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো পেন্ডুলাম বা ঘড়ির দোলকের মতো; একবার ডান দিকে যায় আবার সেটা বাঁ দিকে যায়। কখনো কখনো দেখা গেছে, আমরা সেক্যুলার উৎসব বা অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। আবার কখনো কখনো আমাদের মধ্যে ধর্মীয় আচার-আচরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর মানে হলো আমাদের দেশের মানুষের যে বিশ্বাস বা চৈতন্যের জগৎ, সেটা এখনো নড়বড়ে অবস্থায় আছে। এর কারণ হলো আমাদের নেশন বিল্ডিং বা জাতি গঠনের যে সমস্যা, সেই সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। এর ফলে ব্রড (বড়) ইস্যুগুলোতে জাতি হিসেবে দল-মতনির্বিশেষে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারিনি।

নেশন বিল্ডিংয়ের কাজটা সহজ বা খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। এ জন্য আমাদের বড়মাপের নেতৃত্বের প্রয়োজন। রাজনীতিকে আরও গভীর করা প্রয়োজন। শুধু স্লোগানসর্বস্ব রাজনীতি দিয়ে এটা হবে না।

প্রথম আলো : বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কি আশাবাদী?

মাহবুবউল্লাহ : একটা অগণতান্ত্রিক বা ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটানোই যথেষ্ট নয়; নতুন করে যাতে ফ্যাসিবাদের উত্থান না ঘটে, সেটার নিশ্চয়তা দরকার। ফ্যাসিবাদের উত্থানের সঙ্গে অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একটা দেশে যখন দেশপ্রেমিক বুর্জোয়ার বদলে লুম্পেন বুর্জোয়ারা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে যায়, তখন সেখানে গণতন্ত্র থাকে না।

নানা তরফ থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন বা সংস্কারের ঘোষণা দেওয়া হলেও সমাজ পরিবর্তন বা অর্থনীতি-রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তনের কোনো কথা কেউ বলছে না। এর ফলে আমি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব আশাবাদী নই। এ রকম পরিস্থিতিতেও আমি মনে করি, মানুষকে মন খুলে কথা বলতে দিতে হবে। মানুষ মন খুলে কথা বলতে পারলে মনে করব আমরা গণতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছি। আর যদি মানুষ মন খুলে কথা বলতে না পারে, তাহলে ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে আবারও ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে পারে।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

মাহবুবউল্লাহ : আপনাদেরও ধন্যবাদ।

জাতিসত্তার অধিকার

সংবিধান সংস্কার প্রশ্ন এবং এম এন লারমা

ইলিরা দেওয়ান

সংবিধান হলো একটা দেশের আইনের মূল ভিত্তি। এ সংবিধানই দেশের নাগরিকদের বড় রক্ষাকবচ। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাদের প্রস্তুতকৃত খসড়া সংবিধানটি গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। মাত্র ২৩ দিনের মাথায় ৪ নভেম্বর এ খসড়া সংবিধানটি গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং সেটি ওই বছরের, অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময়কাল বিবেচনায় নিলে এটা পরিষ্কার যে সদ্য স্বাধীন দেশের খসড়া সংবিধান হিসেবে এটি বেশ তড়িঘড়ি করে গণপরিষদে পাস করানো হয়েছে। তৎকালীন সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিংবা দেশের সব নাগরিকের অধিকার সংবিধান নামক দেশের রক্ষাকবচে প্রতিফলিত হলো কি না, সেসব কিছুই যাচাই করা হয়নি। গণপরিষদের নির্দলীয় সদস্য এম এন লারমা ও ন্যাপের প্রতিনিধি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনা করতে চাইলেও তাঁদের বারবার থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কথা বলতে বাধা প্রদান করা হয়েছিল।

অথচ মানবেন্দ্র নারায়ল লারমা (এম এন লারমা) নির্দলীয় প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সারা দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, শোষিত, নিপীড়িত, অধিকারহারা শ্রমিক, কৃষক, জেলে, তাঁতি, যৌনকর্মীসহ সব বঞ্চিত মানুষের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রবল বাঙালি জাত্যভিমানী সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে এতটাই বুঁদ হয়ে নিমগ্ন ছিল যে গণপরিষদের নির্দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিদের মতামতও মন দিয়ে শোনার ধৈর্য ও সক্ষমতা সে সময় তাদের ছিল না।

এখানে 'সক্ষমতা' এ কারণেই বললাম যে ৫০ বছর আগে এম এন লারমা তাঁর গভীর চেতনা ও দূরদৃষ্টি থেকে যেটি উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধি তৈরি হতে এ জাত্যভিমানী জাতির সময় লাগল আরও ৫০ বছর! গত ৫০ বছরে বহুবার সংবিধান সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনের পরেও আজও সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সংবিধান যেহেতু দেশের সাধারণ জনগণের রক্ষাকবচ, আইনের মূল স্তম্ভ; কাজেই যতক্ষণ এটি জনবান্ধব হবে না, মেহনতি মানুষের অধিকারের কথাগুলো এখানে প্রতিফলিত হবে না, ততক্ষণ এর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর দেশকে আবারও নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার সহায়ক যন্ত্রগুলোর বিভিন্ন খাঁজে ও ভাঁজে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জং ধরা বৈষম্যের যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এসব সংস্কারকাজ দেখে এ দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে আদিবাসী জনগণও আশার আলো নিয়ে ভালোর প্রত্যাশা করেছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগ ও হতাশার সঙ্গে আমরা লক্ষ করলাম, রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য যতগুলো কমিশন গঠন করা হয়েছে, তার কোনোটাতেই আদিবাসী প্রতিনিধি রাখা হয়নি। তাহলে কি সংবিধান প্রণয়নের ৫২ বছর পর আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে?

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর সংবিধান বিলের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ, যেখানে নাগরিকত্বের প্রস্তাবে, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন'—ধারাটি পাস করা হয়, তখন চাপিয়ে দেওয়া এ পরিচিতির বিপক্ষে প্রতিবাদস্বরূপ এন এন লারমা গণপরিষদ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বেরিয়ে যান।

এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে বিলটির ওপর আলোচনার সময় তৎকালীন স্পিকার এম এন লারমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি বাঙালি হতে চান না?' তাই এ সময়ে এসে মনে বারবার এ প্রশ্ন জাগছে, দেশ সংস্কারের পাশাপাশি সংবিধান সংস্কার করতে গিয়ে আবারও কি জাত্যভিমানী এ জাতি একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছে না তো! এখানেই আমাদের প্রশ্ন—অতীতের পাঁচ দশকের ভুল থেকেও কি আমরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি? নাকি, এ দেশের নীতিনির্ধারকদের মনোজগতে আদিবাসী অধিকারের ইস্যুটি আজও সুদূরে রয়ে গেছে!

আগেই উল্লেখ করেছি, এম এন লারমা শুধু পাহাড়ের জাতিসত্তাগুলোর স্বীকৃতি ও অধিকারের কথা ভাবেননি।

তিনি একই সঙ্গে সমতলের জাতিসত্তাদের কথা, নিম্নবর্গ প্রান্তিক মানুষগুলোর কথা বারবার গণপরিষদে উত্থাপন করেছিলেন, দাবি তুলেছিলেন তাঁদের অধিকারগুলো যেন সংবিধানে স্থান পায়। এম এন লারমা ছিলেন প্রকৃতই মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি। তিনি সর্বদা চেয়েছিলেন একটি সাম্য ও ন্যায্য সমাজ, যেখানে আদিবাসী, নিম্নবর্গ প্রান্তিক মানুষেরও ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে।

এম এন লারমা ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন রাজনৈতিক নেতা, যিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে সব মেহনতি মানুষের কথা যেমন ভাবতেন, তেমনি সংসদে দাঁড়িয়ে তাদের কথা বলে গেছেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে। তিনি শুধু দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ, কারাগার সংস্কার, যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন, বাক-স্বাধীনতার কথা বলেননি, একই সঙ্গে দেশের শোষিত-বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক, মাঝি, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতিদের অধিকার নিয়েও সবসময় সোচ্চার ছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও এম এন লারমা ছিলেন খুবই মৃদুভাষী, অমায়িক, নম্র, ক্ষমাশীল, সৎ ও নিষ্ঠাবান। তিনি অত্যন্ত সাধাসিধা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কর্মময় জীবনেও তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। শিক্ষকতা ও আইন পেশায় ছিল তার যথেষ্ট সুনাম আর খ্যাতি। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং একজন সচেতন পরিবেশবাদীও। যতদিন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন, ততদিন পাহাড়ের জীব-পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর তার ছিল কড়া নজরদারি। একদিকে পরিবেশ বজায় রাখতে গিয়ে জুমচাষিদের যাতে কোনোরূপ ক্ষতির মুখোমুখি হতে না হয় সেদিকে যেমন ছিল তার সজাগ দৃষ্টি, তেমনি জুমচাষের জন্য জুমভূমি পোড়াতে গিয়ে যেন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয় সে জন্য বাতাসের গতিবেগ দেখে জুম পোড়ানোর সময় জুমচাষিদের সহযোগিতা করতে পার্টি কর্মীদের নির্দেশ দিতেন।

এম এন লারমা ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সাল থেকেই ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রাখার অপরাধে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ১৯৬৩ সালে তাকে আটক করে। এ সময় প্রায় দুই বছর তাকে জেলে বন্দি থাকতে হয়। জেলে পুরেও তাকে দমিয়ে রাখা যায়নি। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও সারা দেশ থেকে তিনিই একমাত্র নির্দলীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১০ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের এ মহান নেতার ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর তাঁকে হত্যা করে তাঁর চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ মেহনতি মানুষের কাছে তাঁর চিন্তাচেতনা আজও জ্বলজ্বল করে বিদ্যমান। দেশের বর্তমান এ সময়ে এসে যে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো, এম এন লারমার গভীর চিন্তাচেতনা ও দূরদর্শিতা দেশ পুনর্গঠনের জন্য এখনো কতটুকু প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বের দাবি রাখে।

সবশেষে এ কথা বলতে চাই, রাষ্ট্র সংস্কারের সব কাজে আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। দেশ পুনর্গঠনে তাঁদেরও ভূমিকা রাখার ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হোক।

● **ইলিরা দেওয়ান** মানবাধিকারকর্মী

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

জলবায়ু শরণার্থী: পরিবেশের আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তনের কারণে দীর্ঘ মেয়াদে বাসস্থান হারিয়ে যারা অন্য কোনো স্থানে আশ্রয় নেয়, তাদেরকে 'জলবায়ু শরণার্থী' বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০. বখতিয়ার খলজি ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে আক্রমণ পরিচালনা করে সেন সাম্রাজ্য ভাঙনের সূচনা করেন। তিনি কী ছিলেন?
ক. পারস্যের যোদ্ধা
খ. দাক্ষিণাত্যের যোদ্ধা
গ. তুর্কি-আফগান যোদ্ধা
ঘ. তিব্বতের যোদ্ধা

১১. কোন তুর্কি-আফগান যোদ্ধা বাংলায় খলজি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
খ. গিয়াসউদ্দীন খলজি
গ. ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি
ঘ. তুগলক

১২. বখতিয়ার খলজির সেনাপতি লক্ষ্মৌতিকে প্রথম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। সেনাপতির নাম কী?
ক. আলী মর্দান খলজি
খ. ইওজ খলজি
গ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
ঘ. নুসরাত শাহ

১৩. বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন সুলতানি শাসনকালের সূচনা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনি লক্ষ্মৌতির ক্ষমতায় বসেন কত সালে?
ক. ১৩৪২ সালে খ. ১৩৪৩ সালে
গ. ১৩৪৪ সালে
ঘ. ১৩৪৫ সালে

১৪. শান্ত বাবার কাছ থেকে একজন লেখকের কথা জানতে পারল, যিনি ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই বাঙ্গালাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। লেখকের নাম কী?
ক. শামস-ই-সিরাজ আফীফ
খ. গোলাম হাফিজ
গ. সুলায়মান কবির
ঘ. গোলাম শফিক

১৫. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্যগ্রন্থের কথা বললেন। কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন কে?
ক. কবি হাফিজ
খ. শামস-ই-সিরাজ আফিফ
গ. শাহ মুহম্মদ সগীর
ঘ. আলম শাহ

সঠিক উত্তর
১০. গ ১১. গ ১২. ক ১৩. ক ১৪. ক ১৫. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # এক কথায় প্রকাশ

প্রশ্ন : বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে স-এর উচ্চারণ সাধারণত কেমন হয়ে থাকে?
উত্তর : দন্তমূলীয়।
প্রশ্ন : 'অনুষ্ঠান' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : ' ওনুশ্‌ঠান।
প্রশ্ন : 'কথোপকথন' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : কথোপোকথোন।
প্রশ্ন : 'অনুগ্রহ' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : ওনুগ্‌গ্রোহো।
প্রশ্ন : 'মসৃণ' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : মোস্‌সৃন্‌।
প্রশ্ন : 'নির্দিষ্ট' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : নির্‌দিশ্‌টো।
প্রশ্ন : 'যান্ত্রিক' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : জান্‌ত্রিক।
প্রশ্ন : বাংলা ভাষার লিখিত রূপে ব্যবহৃত লিপিটি কোন লিপি থেকে উদ্ভূত?
উত্তর : ব্রাহ্মী।
প্রশ্ন : বাংলা ভাষার প্রাচীন লিখিত রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় কবে?
উত্তর : ১৯০৭ সালে।
প্রশ্ন : উনিশ শতকে বাংলার লিখিত রূপ হিসেবে কোন রীতি গড়ে ওঠে?
উত্তর : সাধু।
প্রশ্ন : সাধু রীতিতে কোন শব্দের ব্যবহার বেশি?
উত্তর : তৎসম বা সংস্কৃত।
প্রশ্ন : বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদ সংকলন চর্যাপদ কোন সময়পর্বে রচিত হয়েছিল?
উত্তর : ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্রশ্ন : কোন রীতির কেবল লেখ্য রূপ রয়েছে?
উত্তর : সাধু।
প্রশ্ন : কোন রীতিতে বাগ্‌ধারা, ধন্যাত্মক শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার কম?
উত্তর : সাধু।
প্রশ্ন : বাংলা ভাষার সংস্কৃতঘেঁষা লৈখিক রীতিকে কী বলা হয়?
উত্তর : সাধু রীতি।
প্রশ্ন : শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সর্বজন মান্য যে ভাষা প্রচলিত রয়েছে, তাকে আমরা কী বলে থাকি?
উত্তর : প্রমিত বাংলা।
প্রশ্ন : বর্তমানে কোন ভাষা লৈখিক ভাষা হিসেবে সাধু ভাষার জায়গায় নিজের আসন পাকা করে নিয়েছে?
উত্তর : প্রমিত ভাষা।
প্রশ্ন : কোন ভাষা সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য, মার্জিত ও গতিশীল?
উত্তর : প্রমিত ভাষা।
প্রশ্ন : প্রমিত ভাষায় বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচন, ধন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত ইত্যাদির ব্যবহার কম না বেশি?
উত্তর : বেশি।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ক্যাডেটে ভর্তির প্রস্তুতি-১৯

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # বিপরীত শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
গ্রহণ	বর্জন
গদ্য	পদ্য
গৌণ	মুখ্য
গুরু	লঘু
গুণ	দোষ
ঘন	পাতলা
ঘোলা	স্বচ্ছ
ঘর	বাহির
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘুমিয়ে	জেগে
চোখা	ভোঁতা
চিরকাল	ক্ষণকাল
চড়াই	উৎরাই
চঞ্চল	স্থির
চালাক	বোকা
জাগ্রত	সুপ্ত
জয়	পরাজয়
জ্ঞাত	অজ্ঞাত
জীবিত	মৃত
জিত	হার
জয়	পরাজয়
জ্ঞানী	মূর্খ
ডান	বাম
তির্যক	ঋজু
তাপ	শৈত্য
তপ্ত	শীতল
দেনা	পাওনা
দুর্গম	সুগম
দূরে	কাছে
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দৈন্য	প্রাচুর্য
ধ্বংস	সৃষ্টি
ধনী	গরিব
ন্যূন	অধিক
নরম	কঠিন
নিরক্ষর	সাক্ষর
নীরব	সরব
নির্দয়	সদয়
প্রশংসা	নিন্দা
পাপ	পুণ্য
পছন্দ	অপছন্দ
প্রবেশ	প্রস্থান
প্রকৃত	বিকৃত
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
বড়	ছোট
বন্য	সভ্য
বিষ	অমৃত

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | প্রশ্নোত্তর

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬, পরিচ্ছেদ ২
গল্প : জোঁক

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : 'জোঁক' গল্পটি কে লিখেছেন?
উত্তর : আবু ইসহাক।
প্রশ্ন : আবু ইসহাকের জন্ম ও মৃত্যুর সাল লেখো।
উত্তর : জন্ম ১৯২৬ সাল আর মৃত্যু ২০০৩ সাল।
প্রশ্ন : আবু ইসহাক কোন ধরনের সাহিত্যিক ছিলেন?
উত্তর : কথাসাহিত্যিক।
প্রশ্ন : আবু ইসহাকের কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর : সূর্য-দীঘল বাড়ি, পদ্মার পলিদ্বীপ, মহাপতঙ্গ ইত্যাদি।
প্রশ্ন : ওসমান পেটে কী জামিন দেয়?
উত্তর : সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরা।
প্রশ্ন : ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম কী?
উত্তর : পেটে জামিন দেওয়া।
প্রশ্ন : ওসমান কী নিয়ে বসে?
উত্তর : হুঁক্কা।
প্রশ্ন : রয়নার তেলের বোতল নিয়ে আসে কে?

আবু ইসহাক

উত্তর : মাজু বিবি।
প্রশ্ন : ওসমানের স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : মাজু বিবি।
প্রশ্ন : ওসমানের মেয়ের নাম কী?
উত্তর : টুনি।
প্রশ্ন : টুনির বয়স কত?
উত্তর : ছয় বছর।
প্রশ্ন : ওসমানের ছেলের নাম কী?
উত্তর : তোতা।
প্রশ্ন : ওসমান মাথা আর মুখে কোন তেল মাখে?
উত্তর : শর্ষের তেল।
প্রশ্ন : ডিঙিটা কয় হাত লম্বা?
উত্তর : তেরো হাত।
প্রশ্ন : তোতার বয়স কত?
উত্তর : ১০ বছর।
প্রশ্ন : কী দেখে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে যায়?
উত্তর : পাটগাছগুলো দেখে।
প্রশ্ন : পাটগাছগুলো কেমন লম্বা হয়েছে?
উত্তর : প্রায় দুই মানুষ সমান।
প্রশ্ন : জমির মালিকের নাম কী?
উত্তর : ওয়াজেদ চৌধুরী।
প্রশ্ন : ওয়াজেদ চৌধুরী কোথায় চাকরি করেন?
উত্তর : ঢাকায়।
প্রশ্ন : ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলের নাম কী?
উত্তর : ইউসুফ।
প্রশ্ন : পচা পানি দেখতে কেমন?
উত্তর : কবরেজি পাচনের মতো।
প্রশ্ন : তোতার স্কুল কয়টায় ছুটি হবে?
উত্তর : চাইট্টায়।
প্রশ্ন : ওসমান এক ডুবে কয়টার বেশি পাট কাটতে পারে না?
উত্তর : চার থেকে পাঁচটার বেশি কাটতে পারে না।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

সহপাঠ : কাকতাড়ুয়া

৫১. 'এটা ওর খেলা'—বুধার কোন খেলা?
ক. কাকতাড়ুয়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা
খ. পুকুরে সাঁতার কাটা
গ. ফড়িং ধরা
ঘ. মাঠে বল নিয়ে খেলা

৫২. কাকতাড়ুয়ার ভেতরে বুধা কী দেখতে পায়?
ক. ওর পিতামাতার ছবি
খ. ওর মৃত ভাইবোনকে
গ. বর্বর পাকবাহিনীকে
ঘ. গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষকে

৫৩. গাঁয়ের লোকে বুধার নাম কী দিয়েছে?
ক. কাকতাড়ুয়া খ. মানিক রতন
গ. সোনা বাবা ঘ. ছন্নছাড়া

৫৪. বুধাকে 'মানিক রতন' নাম দিয়েছিল কে?
ক. হরিকাকু খ. ফুলকলি
গ. নোলক বুয়া ঘ. জয়নাল চাচা

৫৫. বুধাকে সোনা বাবা বলে ডাকত কে?
ক. হাশেম মিয়া খ. জয়নাল চাচা
গ. হরিকাকু ঘ. নোলক বুয়া

৫৬. গাঁয়ের লোকেরা বুধাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকার কারণ কী?
ক. সাহসিকতা খ. একাকিত্ব
গ. বাবা-মা নেই ঘ. বহুমুখী বৈশিষ্ট্য

৫৭. নোলক বুয়া বুধাকে কী নামে ডাকে?
ক. মানিক রতন খ. সোনা বাবা
গ. ছন্নছাড়া ঘ. গোবর রাজা

৫৮. 'আমি তো এখন স্বাধীন মানুষ।'—কে বলেছিল?
ক. বুধা খ. নোলক বুয়া
গ. হরিকাকু ঘ. শাহাবুদ্দিন

৫৯. 'আধা-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে'—কেন?
ক. প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায়
খ. যুদ্ধে যাওয়ার জন্য
গ. মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে
ঘ. ঘৃণা প্রকাশ পাওয়ায়

৬০. বুধার চোখ লাল হয়ে যায় কেন?
ক. মনের ক্ষোভে খ. আগুনের ধোঁয়ায়
গ. মরিচের ঝালে ঘ. চোখে বালি পড়ায়

৬১. 'যাচ্ছি রে, কাকতাড়ুয়া'—উক্তিটি কার?
ক. ফুলকলির খ. কুন্তির
গ. নোলক বুয়ার ঘ. রানির

সঠিক উত্তর
কাকতাড়ুয়া : ৫১. ক ৫২. ঘ ৫৩. ক ৫৪. ক ৫৫. খ ৫৬. ঘ ৫৭. গ ৫৮. ক ৫৯. ক ৬০. ক ৬১. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১৭. ওয়ার্ড প্রসেসরে অল্প সময়ে শব্দ খোঁজার জন্য কোন কমান্ড ব্যবহার হয়?
ক. Insert
খ. Chart
গ. Find and Replace
ঘ. Format

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
মেহেদি ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে একটি ডকুমেন্ট তৈরি করার পর দেখল তাতে School বানানটি ডকুমেন্টের সব জায়গায় ভুল হয়েছে। তাই সে একটি কমান্ড ব্যবহার করে সব জায়গায় ভুল বানান একবারে সঠিক বানানে প্রতিস্থাপন করে দিল।

১৮. মেহেদি কোন কমান্ড ব্যবহার করেছিল?
ক. Edit
খ. New
গ. Find & Replace
ঘ. Paste Special

১৯. মেহেদির ব্যবহৃত সফটওয়্যারটি লেখা সম্পাদনায় যেভাবে ভূমিকা রাখে—
i. বানান সংশোধন
ii. লাইনের ব্যবধান নির্ধারণ
iii. cell-এর ব্যবধান নির্ধারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. ওয়ার্ড প্রসেসরে বারবার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টটি কী আকারে সংরক্ষণ করলে সময় সাশ্রয় হয়?
ক. পিডিএফ খ. ওয়ার্ড
গ. টেমপ্লেট ঘ. ইমেজ

২১. কোন অপশন ব্যবহারে ওয়ার্ডে বানান চেক করা যায়?
ক. Reference
খ. Spelling grammar checking
গ. Word checker
ঘ. Speller

২২. কোন সফটওয়্যারের সাহায্যে বানান সংশোধন করা যায়?
ক. স্পেল চেকার
খ. স্পেলিং
গ. ফটোশপ সফটওয়্যার
ঘ. অ্যাকসেস সফটওয়্যার

২৩. স্বয়ংক্রিয়ভাবে বানান সংশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে কোন সফটওয়্যারে?
ক. প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারে
খ. ওয়ার্ড প্রসেসরে
গ. মাইক্রোসফট অ্যাকসেসে
ঘ. ডিজাইন সফটওয়্যারে

২৪. সংরক্ষিত ওয়ার্ড ডকুমেন্ট কতবার প্রিন্ট করা যায়?
ক. ১ বার খ. ২ বার
গ. ৫ বার ঘ. যত খুশি ততবার

২৫. ওয়ার্ড প্রসেসর উইন্ডোর কোথায় অফিস বাটনের অবস্থান?
ক. নিচের বাঁ দিকে কোনায়
খ. স্ট্যাটাস বারে
গ. ওপরের বাঁ দিকে কোনায়
ঘ. রিবনে

২৬. ওয়ার্ড উইন্ডোর ওপরের বাঁ দিকের কোনার আইকনটিকে কী বলা হয়?
ক. Home ট্যাব
খ. Office বাটন
গ. Picture আইকন
ঘ. Illustrations গ্রুপ

২৭. ওয়ার্ড প্রসেসরে New, Open, Save ও Save as অপশনটি কোন বাটনে থাকে?
ক. Home খ. Insert
গ. Refercence ঘ. Office

২৮. Insert বাটনে পাওয়া যায় কোন অপশনটি?
ক. Open খ. Table
গ. Save ঘ. Prepare

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১৭. গ ১৮. গ ১৯. ক ২০. গ ২১. খ ২২. ক ২৩. খ ২৪. ঘ ২৫. গ ২৬. খ ২৭. ঘ ২৮. খ

আগামীকাল থাকবে
- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, বাংলা
- **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড :** স্কুল ভর্তির তথ্য

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১১. ভূমিকম্পের বিপজ্জনক বলয়ে অবস্থিত নিচের কোন জেলা?
ক. চট্টগ্রাম খ. রংপুর
গ. ঢাকা ঘ. খুলনা

১২. কোন কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের মাঝ বরাবর অতিক্রম করেছে?
ক. বিষুবরেখা খ. কর্কটক্রান্তি রেখা
গ. অক্ষরেখা ঘ. মকরক্রান্তি রেখা

১৩. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তন আনতে প্রধান নিয়ামক কোনটি?
ক. জলবায়ু
খ. আবহাওয়া
গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
ঘ. সামাজিক অবস্থা

১৪. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে (আদমশুমারি-২০১১) জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক. ৮৭৬ জন খ. ৯১৫ জন
গ. ১০১৫ জন ঘ. ১১১৫ জন

১৫. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?
ক. কেওক্রাডং খ. পিরামিড
গ. তাজিংডং ঘ. মোদকমুয়াল

১৬. লালমাই পাহাড় কুমিল্লা শহর থেকে কোন দিকে কত দূরে অবস্থিত?
ক. ৫ কি.মি. পূর্বে
খ. ৬ কি.মি. দক্ষিণে
গ. ৭ কি.মি. উত্তরে
ঘ. ৮ কি.মি. পশ্চিমে

১৭. লালমাই পাহাড়ের আয়তন কত?
ক. ২০ বর্গ কি.মি.
খ. ২৬ বর্গ কি.মি.
গ. ৩০ বর্গ কি.মি.
ঘ. ৩৪ বর্গ কি.মি.

১৮. ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশের ভূমিকম্পবলয়-সংবলিত মানচিত্রে কয়টি বলয় দেখানো হয়েছে?
ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৮টি ঘ. ১২টি

১৯. জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান কত?
ক. নবম খ. দশম
গ. একাদশ ঘ. দ্বাদশ

২০. বাংলাদেশের পূর্বে অবস্থিত কোনটি?
ক. মেঘালয় খ. মিজোরাম
গ. বিহার ঘ. পশ্চিমবঙ্গ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১১. গ ১২. খ ১৩. ক ১৪. গ ১৫. গ ১৬. ঘ ১৭. ঘ ১৮. ক ১৯. ক ২০. খ

নোটিশ বোর্ড

স্কুল ভর্তির তথ্য
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ

■ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের স্কুল শাখায় বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।
অনলাইনে আবেদনের সময় : ১২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
বাংলা মাধ্যম : ৩য় শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখা ছাত্রছাত্রী। ৬ষ্ঠ শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), ৯ম শ্রেণি ছাত্রছাত্রী (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা), প্রভাতি শাখায় ছাত্রী ও দিবা শাখায় ছাত্র।
ইংরেজি ভার্সন : ৩য় শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখা ছাত্রছাত্রী। ৬ষ্ঠ শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), ৭ম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), ৯ম শ্রেণি ছাত্রছাত্রী (বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা), প্রভাতি শাখায় ছাত্রী ও দিবা শাখায় ছাত্র।
অনলাইনে আবেদনের জন্য https://gsa.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.noormohammadcollege.ac.bd

চট্টগ্রাম হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

■ চট্টগ্রাম হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন : কেজি, তৃতীয় শ্রেণি, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা)।
বাংলা ভার্সন : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি।
ছাত্রছাত্রীর বয়স : ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কেজি শ্রেণির জন্য বয়স ৫+, ১ম শ্রেণির জন্য ৬+, ২য় শ্রেণির জন্য ৭+ এবং ৩য় শ্রেণির জন্য বয়স ৮+ বছর হতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর, রাত ১২টা।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.hcpsc.edu.bd

সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০২৪।
১ম ও ২য় শ্রেণি : প্রাথমিক সাক্ষাৎকার ৮ ও ৯ ডিসেম্বর, সকাল ৯টা। লটারি অনুষ্ঠিত হবে : ১১ ডিসেম্বর, সকাল ১০টা।
৩য় থেকে ৯ম শ্রেণি : ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর, সকাল ১০টা। ভর্তি পরীক্ষা মানবণ্টন : বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ ও গণিত ২০ নম্বর। ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস হবে পূর্ববর্তী শ্রেণির।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.sylhetcpsc.edu.bd

চট্টগ্রাম ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ চট্টগ্রাম ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
আবেদন ও ভর্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলি (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর) কর্তৃক প্রকাশিত https://gsa.telealk.com.bd এই Web Address—এ পাওয়া যাবে।
অনলাইনে আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া ১২/১১/২০২৪ বেলা ১১টা থেকে ৩০/১১/২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলি www.dshe.gov.bd এর secondary circular/order ও www.teletalk.com.bd।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ipscctg.gov.bd

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন

■ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বোর্ডের অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক/ স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ইতিপূর্বে শেষ হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা ১০/১১/২০২৪ থেকে ২০/১১/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
অন্য বোর্ড থেকে আসা টিসির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও উক্ত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
২০/১১/২০২৪ তারিখের পর পরবর্তী সময়ে কোনো অবস্থাতেই বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন বা সংশোধন না হলে এর দায়দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বহন করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.dhakaeducationboard.gov.bd

মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

বিএসএমআর মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

০-৯৯৯ স্কোরে ডা. শরিফুল পেয়েছেন ১২৫৫

‘জানতাম না হাজারের ওপর স্কোর সম্ভব’

বিশেষজ্ঞ হওয়ার পথে একজন চিকিৎসক দেশ-বিদেশে যেসব ডিগ্রি অর্জন করেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম—এমআরসিপি (যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানসের সদস্যপদ পাওয়ার পরীক্ষা)। গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত এমআরসিপি (মেডিসিন) দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় অভাবনীয় এক স্কোর করেছেন ডা. শরিফুল হালিম। গত অক্টোবর মাসে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস প্রকাশিত ফলাফল বলছে, ০-৯৯৯ স্কোরের বৈশ্বিক এ পরীক্ষায় ১২৫৫ নম্বর পেয়েছেন তিনি। যেখানে ‘পাস’ করার ন্যূনতম স্কোর ৪৫৪, আর সে স্কোরে পৌঁছাতেও ব্যর্থ হন দেশ-বিদেশের বহু পরীক্ষার্থী; সেখানে কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করলেন ডা. শরিফ? জানতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন **রাফিয়া আলম**

যে পরীক্ষার অফিশিয়াল স্কোর ০-৯৯৯, সেই পরীক্ষায় ১২৫৫ নম্বর পেয়েছেন আপনি। কীভাবে সম্ভব হলো?

এমআরসিপি পরীক্ষার স্কোর বা মানবণ্টনের নিয়মটা ঠিক প্রচলিত অন্যান্য পরীক্ষার মতো নয়। এখানে কোন প্রশ্নের জন্য একজন পরীক্ষার্থী কত নম্বর পাবেন, তা আগে থেকে নির্ধারিত থাকে না। পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর সব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে প্রশ্নের মানবণ্টন করা হয়। ধরুন, একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী। সে ক্ষেত্রে সে প্রশ্নের নম্বর কমে যাবে। আবার যে প্রশ্ন তুলনামূলক কঠিন, অর্থাৎ বেশির ভাগ শিক্ষার্থী যেটির উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, সে প্রশ্নের নম্বর অনেকটা বেড়ে যাবে। এভাবে হিসাব-নিকাশ করে প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ঠিক করা হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নম্বর দেওয়া হয়। রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানসে নম্বর দেওয়ার এ জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হয়। সেখানকার কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, এ পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীর স্কোর হতে পারে ০-৯৯৯-এর মধ্যে। তবে এ সহজ প্রশ্ন আর কঠিন প্রশ্নের জটিল হিসাব মেলানোর পর কেবল হাতে গোনা দু-একজন শিক্ষার্থীর স্কোরই হাজার ছাড়ায়।

আর কোনো পরীক্ষার্থী কি আপনার মতো স্কোর তুলতে পেরেছেন?

স্কোর জানার পর নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস সব পরীক্ষার্থীর স্কোর একটা গ্রাফের সাহায্যে প্রকাশ করে। এবারের পরীক্ষার ফলাফলের গ্রাফে এক হাজার পেরোনো স্কোর আছে দুটি। একটি আমার, ১২৫৫; অন্যটি ১০২৫। তার আগে নিজেও জানতাম না যে এখানে হাজারের ওপর স্কোর সম্ভব।

তার মানে তো আপনিই সেরা! নিকট অতীতে ফলাফলের গ্রাফে কি কোনো শিক্ষার্থীকে আপনার মতো স্কোর করতে দেখা গিয়েছে?

আগের ফলাফলের গ্রাফগুলো খুঁজে দেখেছি। কোনোটাতে ১০২৫-এর ওপর স্কোর হতে দেখিনি, আর গ্রাফটা সে জন্য ১১০০-তেই তাঁরা লিমিট করে দিতেন। এবার আমার স্কোরটা গ্রাফে আনার জন্য স্কোরের ঘর ১৩০০ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হয়েছে। যুক্তরাজ্যের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেও জেনেছি, তাঁরা কেউ এর আগে ফলাফলের এত দূর বিস্তৃত গ্রাফ দেখেননি।

এই দুর্দান্ত সাফল্যের রহস্য কী?

কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েই এই স্কোর হয়েছে, আসলে তা নয়; আমার বিশ্বাস, ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু শিখেছি, এটা তারই ফল। প্রথম বর্ষ থেকে শিক্ষকদের ক্লাস আর বইপত্র থেকে জ্ঞানার্জনের সূচনা; এরপর তৃতীয় বর্ষ থেকে ওয়ার্ডে রোগী দেখে হাতেকলমে শেখা। এরপর সরকারি চাকরির সূত্রে বিভিন্ন রোগী দেখা, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে হৃদ্‌রোগ বিষয়ে এমডি কোর্সে ভর্তি হওয়া—যেখানে যত অভিজ্ঞতা হয়েছে, পরীক্ষায় সবকিছুই কাজে লেগেছে। এ পরীক্ষায় দুটি আলাদা ‘পেপার’ থাকে। প্রথম ‘পেপার’ পরীক্ষা ভালো হলেও দ্বিতীয় ‘পেপার’ পরীক্ষা দেওয়ার পর মনে হচ্ছিল, আরেকটু ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল। আসলে এই ‘পেপার’-এর পরীক্ষার পর বাংলাদেশের কেন্দ্রের প্রায় সব পরীক্ষার্থীই কমবেশি হতাশায় ভুগছিলেন। কারণ, ‘পেপার’টা বেশ কঠিন ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছি, মেডিকেল জীবনের শুরু থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়ালেখা করলে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরীক্ষাগুলোতেও ভালো করা সম্ভব। পড়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শুরু থেকেই স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা জরুরি।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই হয়তো নিজ উদ্যোগে পড়ালেখায় মনোযোগী হন। তবে চিকিৎসকজীবনের এই পর্যায়ে এমআরসিপিসহ অধিকাংশ পরীক্ষাতেই সাফল্য পাওয়া খুব কঠিন। এ ক্ষেত্রে পড়ালেখার বাইরে কি আরও কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ?

আত্মবিশ্বাসটা খুব জরুরি। আর উৎসাহ দেওয়ার মতো একজন ভালো ‘মেন্টর’ও প্রয়োজন। আমার ‘মেন্টর’ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আবদুল মোমেন এবং অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দীন উলুব্বী, যাঁদের কারণে আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পেরেছি। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়ালেখা আবার শুধু নিজেকে নিয়েও নয়। পরিবার-পরিজনের আত্মত্যাগও জড়িয়ে থাকে এর সঙ্গে। আমার স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যদের আত্মত্যাগও পাথেয় হয়েছে আমার এই পথচলায়।

ডা. শরিফুল হালিম। ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

নাজমুল পেয়েছেন ‘কিলাম অ্যাওয়ার্ড’

ফারজানা তাসনিম

গবেষণা ও শিক্ষা খাতে অসামান্য অবদানের জন্য কানাডার চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয় মর্যাদাপূর্ণ ‘কিলাম অ্যাওয়ার্ড’। সম্প্রতি এই অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন কানাডার ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টার বাংলাদেশি ছাত্র ও পিএইচডি গবেষক মো. নাজমুল আরেফিন।

কিলাম ট্রাস্টের পক্ষ থেকে পিএইচডি পর্যায়ে যে স্কলারশিপ বা সম্মাননা দেওয়া হয়, তার পুরো নাম ‘আইজ্যাক ওয়ালটন কিলাম মেমোরিয়াল স্কলারশিপ’। এই বৃত্তি যেমন সম্মানের, তেমনি তুমুল প্রতিযোগিতাপূর্ণ। বৃত্তির ‘প্রাইজমানি’ প্রায় এক লাখ ডলার। তা ছাড়া কিলাম স্কলারদের নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারা, অর্থাৎ ‘কিলাম লরিয়েট’ খেতাব পাওয়াটাও একটা বড় অর্জন। গত ২৩ অক্টোবর ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টার প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্যের উপস্থিতিতে মো. নাজমুল আরেফিনকে কিলাম লরিয়েটের মর্যাদা দেওয়া হয়।

‘কিলাম লরিয়েট’ খেতাব পাওয়াটাও নাজমুলের জন্য বড় অর্জন। ছবি : সংগৃহীত

আরও আছে নানা অর্জন

ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টা বিশ্বের ‘শীর্ষ ১০০’ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত স্টেম (সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথমেটিকস) উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। কিলাম স্কলারশিপের সিংহভাগই থাকে স্টেম গবেষকদের জন্য। ফ্যাকাল্টি অব আর্টস থেকে ‘কিলাম’ সম্মাননা পাওয়ার তাই আলাদা কদর আছে।

শুধু তা-ই নয়। কিলাম লরিয়েটদের মধ্যে সেরা তিনজনকে দেওয়া হয় ‘ডরোথি কিলাম অ্যাওয়ার্ড’। সেটিও পেয়েছেন নাজমুল। এ ছাড়া কানাডিয়ান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে গ্র্যাজুয়েট মেরিট অ্যাওয়ার্ড, গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন রাইজিং স্টার অ্যাওয়ার্ড, ইন্তিজার মুরাদ মেমোরিয়াল স্কলারশিপ, ড. গর্ডন হিরাবায়াশি গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ, আলবার্টা গ্র্যাজুয়েট এক্সিলেন্স স্কলারশিপ, স্টেট অব কুয়েত ডক্টরাল অ্যাওয়ার্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড, জার্মানির ইউনিভার্সিটি অব ক্যাসেল থেকে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট ফেলোশিপসহ বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন এই তরুণ গবেষক।

পিএইচডির অনুপ্রেরণা

মো. নাজমুল আরেফিনের পিএইচডি-যাত্রাটা সহজ ছিল না। শিক্ষা ক্যাডারের একজন শিক্ষক হিসেবে ছয় বছর চাকরি করেছেন, তবে আমলাতন্ত্রের মারপ্যাঁচে পড়ে ‘প্রভাষক’ পদ থেকে পদোন্নতি তাঁর পাওয়া হয়নি। প্রশাসন বা অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় শিক্ষা ক্যাডারের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার উৎসাহ বা রাষ্ট্রীয় সুযোগ কম, সেটাও তিনি সব সময় অনুভব করেছেন। তবে থেমে থাকেননি। শিক্ষা ক্যাডারে থেকেই ভিনদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করে পিএইচডির প্রস্তাব পেয়েছেন। যাচাই-বাছাই শেষে ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টার সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ‘সেন্টার ফর ক্রিমিনোলজিক্যাল রিসার্চ’-এ যোগ দিয়েছেন পিএইচডি গবেষক হিসেবে। এ ছাড়া তিনি ‘কানাডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব ইসলাম অ্যান্ড মুসলিমস’-এর আউটরিচ অফিসার হিসেবে কাজ করছেন।

আগ্রহের ক্ষেত্র

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, লেখক ও গবেষক নাজমুল নিজেকে ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে অপরাধবিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্সে ভর্তি হন তিনি। ৯/১১-পরবর্তী সময়ে ছড়িয়ে পড়া ইসলামোফোবিয়া (ইসলামবিদ্বেষ) তাঁকে বিশেষভাবে ভাবায়। সিনেমাজগৎ তাঁর আগ্রহের জায়গা হওয়ায় সিনেমায় ইসলামোফোবিয়া কীভাবে ছড়াচ্ছে, কেমন করে মুসলিমবিরোধী বর্ণবাদ ও ঘৃণাকে সাংস্কৃতিক রাজনীতির মাধ্যমে চর্চা করা হচ্ছে, তা নিয়ে লেখালেখি করছেন। মূলত সমালোচনামূলক সন্ত্রাসবাদ গবেষণা, চরমপন্থা, ইসলামোফোবিয়া, পুলিশিং, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যারেটিভ ক্রিমিনোলজি নিয়েই তাঁর আগ্রহ।

নাজমুল বলেন, ‘আমি যে ঠিক পথে এগোচ্ছি, এই পুরস্কার তারই নির্দেশক। এটা আমাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করার প্রেরণা দেবে।’ পিএইচডি-যাত্রাকে অর্থবহ করতে তিনি গবেষণা, মিলেমিশে কাজ (কোলাবরেশন) ও প্রকাশনার ওপর সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। পিএইচডির প্রথম দুই বছরে তিনি অপরাধবিজ্ঞানের জন্য সেরা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে নিবন্ধ ও বুক চ্যাপ্টার প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘একাডেমিয়ায় বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়-আশয়কে আজও আমরা মূলত পশ্চিমা তাত্ত্বিক চোখ দিয়ে পড়ি, দেখি ও লিখি। এখন রিভার্স চিন্তা করার সময় এসেছে। মুসলিমদের প্রতি পশ্চিমা বর্ণবাদ এবং এই বর্ণবাদের সঙ্গে জড়িত যেসব ঘৃণাভিত্তিক অপরাধ সমাজে ছড়িয়ে আছে, প্রাচ্যের চোখ দিয়ে আমি সেটা দেখতে চাই।’

কী ছিল দেশে ফেরার অনুপ্রেরণা

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়েই আলোচনায় আসে #ReverseBrainDrain। অর্থাৎ মেধা পাচার নয়, বরং ভিনদেশ থেকে পড়ালেখা শেষে আমাদের মেধাবীরা যেন ফিরে এসে দেশের কাজে যুক্ত হন, এই ছিল আবেদন। এমন উদাহরণ কিন্তু বিরল নয়, নতুনও নয়। অনেক তরুণই নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বাইরে লোভনীয় কাজ নিয়ে থেকে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও দেশে ফিরে এসেছেন। পড়ুন তাঁদের কয়েকজনের কথা।

দেশের টান

শাহরিয়ার আহমেদ শুরুতে পড়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। পরে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পপুলেশন হেলথ সায়েন্সেসে মাস্টার্স করেন। বলছিলেন, ‘চিকিৎসা খাতেই যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু আমি অনেক মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে চেয়েছি। তাই মেডিকেলের পড়াশোনা শেষে গবেষক হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ দিই। পরে কেমব্রিজে পড়ার সুযোগ পাই। বিদেশের করপোরেট বা আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থায় ক্যারিয়ার গড়ার ডাক পেয়েছিলাম। কিন্তু দেশে ফিরেছি নিজের আগ্রহে। দেশের মানুষের করের টাকায় মেডিকেল পড়াশোনা করেছি, তাঁদের সেবা ও উন্নয়নের জন্যও তো কিছু করার আছে।’ এখন দেশেই একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তিনি।’

শাহরিয়ার আহমেদ। ছবি : সংগৃহীত

প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছে

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারে পড়েছেন কামরুল হাসান। বলছিলেন, ‘আমি চিভেনিং ও ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। ইরাসমাস মুন্ডাস বৃত্তি নিয়ে পড়লে আমার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসের বড় একটা সুযোগ তৈরি হতো। অন্যদিকে চিভেনিং বৃত্তি নিয়ে পড়া শেষে দেশে ফিরে এসে কাজে যুক্ত হওয়ার শর্ত থাকে। অনেকে তাই ইরাসমাস মুন্ডাসই বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। আমি দেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানে পড়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে তো দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ পাইনি। সে কারণেই যুক্তরাজ্য থেকে পড়া শেষ করে দেশে ফিরে যোগ দিই একটি উন্নয়ন সংস্থায়। এখন গবেষক হিসেবে কাজ করছি। ভবিষ্যতে হয়তো পিএইচডি করতে যাব বিদেশে। কিন্তু আমার পিএইচডির বিষয়ও হবে বাংলাদেশ-সম্পর্কিত, সেটাই আশা করছি। দেশ থেকে এত কিছু পেয়েছি, কিছু তো প্রতিদান দিতে হবে।’

কামরুল হাসান। ছবি : সংগৃহীত

মা-বাবা, শিক্ষকের দেখানো পথ

বুয়েটে পড়া শেষে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে পিএইচডি করেছেন তাকিয়ান ফখরুল। এখন বুয়েটেই শিক্ষকতা করছেন। তাঁর দেশে ফেরার অনুপ্রেরণা কী ছিল?

‘আমি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিই আমার মা-বাবার কারণে। আমার বাবা মো. ফখরুল ইসলাম ১৯৮০-এর দশকে বুয়েটের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও বিদেশে থাকার সুযোগ পেয়েও দেশে ফিরেছিলেন। দিন শেষে দেশ আর পরিবার আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে হয়তো ভালো চাকরি করব, ভালো গবেষণা করব, কিন্তু পরিবার ও দেশের আবহাওয়া-সংস্কৃতি মিস করব। পিএইচডি শেষ করে মাইক্রোসফট বা ইন্টেলে অনেকেই যোগ দেয়। আমার সামনেও সুযোগ ছিল। আমি দেশে ফিরে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির চেষ্টা করছি। বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস কৌশল বিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান ড. ওয়াকার আহমেদের কথা শুনেছি। তিনি ১৯৪৯ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে দেশে ফিরে আসেন। জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের কথা আমরা জানি। তাঁদের মতো মানুষ ইচ্ছে করলে বিদেশে কাজ করতে পারতেন। তাঁরা দেশে এসে দেশের জন্য কাজ করেছেন, দেশের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। আমি আবার মা-বাবা আর শিক্ষকদের দেখানো পথই বেছে নিয়েছি।’

তাকিয়ান ফখরুল। ছবি : সংগৃহীত

শাদলী রহমান। ছবি : সংগৃহীত

ব্যবহারিক কাজের সুযোগ

ঢাকার সানবিমস থেকে এ-লেভেল আর ও-লেভেলে করে কানাডায় চলে যান শাদলী রহমান। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতিতে স্নাতক, পরে মাস্টার্স করেন যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতিসংঘ কিংবা বড় কোনো উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করার স্বপ্ন দেখতেন। সেই তাড়নাতেই দেশে ফিরে যোগ দেন একটি উন্নয়ন সংস্থায়। তিনি বলছিলেন, ‘বাংলাদেশ হচ্ছে এমন দেশ, যেখানে বিশ্বের সব বড় বড় উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে। জাতিসংঘের এমন অনেক সংস্থা আছে, যেগুলো কানাডায় কাজ করে না, কিন্তু বাংলাদেশে করে। বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপ করতে আসে ব্যবহারিক কাজ শিখতে। সেখানে আমার জন্য তো নিজের ঘরে ফেরার বিষয়টি দারুণ।’

শুরুতে তাঁর ফেরার কথা শুনে নাকি বন্ধুরা অবাক হয়েছিল। সবাই যেখানে কানাডা ছুটতে চাইছে, সেখানে শাদলী কেন ফিরলেন, জানতে চেয়েছিল অনেকে। শাদলী বলেন, ‘বন্ধুদের বলেছি, এটা আমার নিজের দেশ। এখানে যেভাবে আমি কাজ করতে পারব, তা তো অন্য কোথাও পারব না। কানাডা-যুক্তরাজ্যের ক্লাসরুমে যা পড়েছি, তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছি এখানে। পছন্দের কাজের সুযোগের ডাকেই আমি বাংলাদেশে ফিরেছি।’

কাজের সুযোগ অনেক

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে ভিনদেশের নানা প্রতিষ্ঠান থেকেই কাজের ডাক পেয়েছিলেন আমরিন বশির। বিদেশে চাকরি করবেন, নাকি দেশে ফিরবেন, এই প্রশ্ন মাথায় উঁকি দেওয়ার আগেই বাংলাদেশ বিমানের টিকিট কেটে ফেলেন তিনি। দেশে ফিরে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করেন আমরিন। ফেরার অনুপ্রেরণা কী ছিল? জানতে চাইলে তিনি বললেন, ‘একটা ছেলের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছিল। দুর্গম চরে থাকে। রাতে কেরোসিনের কুপির আলোয় পড়তে হয় বলে কেরোসিনের টাকা জোগাড় করতে সে দিনের বেলা কাজ করত। আমি ম্যাকগিল আর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ে এসেও এই ছেলের আগ্রহ দেখে চমকে যাই। আমাদের দেশের মানুষ প্রচণ্ড প্রত্যয়ী। তাঁদের নিয়ে কাজের অনেক সুযোগ আছে। আমি যেমন এখন শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে কাজ করছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য “বিজনেস কেস” আকারে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।’

কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস ও ভূগোলে স্নাতক করেছেন আমরিন। পরে হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এডুকেশন থেকে মাস্টার্স করেছেন শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক নীতি বিষয়ে। এখন ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনে পিএইচডি করছেন। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কীভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটাই তাঁর আগ্রহের বিষয়। বলছিলেন, ‘সম্প্রতি টেডেক্সের একটি সম্মেলনে অংশ নিই। সেখানে দেশের গল্প বলেছি। বাংলাদেশের মতো উদীয়মান একটি দেশে কাজের অনেক সুযোগ। এখানে মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনার সুযোগ আছে। এসবের কারণেই আমার ফেরা।’

আমরিন বশির। ছবি : সংগৃহীত

আয়োজন

বিইউএফটিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

তিন দিনব্যাপী বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি)। ‘শহীদ সেলিম বিইউএফটি জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৪’ শীর্ষক এ আয়োজনে অংশ নিয়েছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪টি দল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন—আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। ৪ নভেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন বিইউএফটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান।

ইস্ট ওয়েস্টে রোবোটিকস প্রতিযোগিতা

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির রোবোটিকস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ‘ন্যাশনাল রোবো ফেস্ট ২০২৪’। আয়োজনে দেশের ৮৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৫২৬টি দলে দুই হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেন। ৭-৯ নভেম্বর তিন দিন ধরে ইস্ট ওয়েস্টের আফতাবনগর ক্যাম্পাসে চলে উৎসব। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগ দেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খলিলুর রহমান, সহ-উপাচার্য এম আশিক মোসাদ্দিক, প্রাইম ব্যাংকের প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা এ ওয়াই এম মোস্তফা, রোবোটিকস ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক আহমেদ ওয়াফিস রেজা।

চিকিৎসা সহায়ক সফটওয়্যার বানিয়ে পুরস্কার পেল বুয়েটের শিক্ষার্থীদের দল

মো. জান্নাতুল নাঈম

এক্স-রে রিপোর্ট পর্যবেক্ষণে রোগ নির্ণয় করেন চিকিৎসক, বোঝেন অসুখের মাত্রা, সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেন। এ জন্য অবশ্য ডাক্তারের থাকতে হয় চিকিৎসাতের বিশ্লেষণ সক্ষমতা। কিন্তু এই বিশ্লেষণের কাজটিই যদি কোনো সফটওয়্যার করে দেয়? চিকিৎসায় সহায়তা করবে, এমন এক মেশিন লার্নিং মডেলের নকশা করে আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের দল অস্টিওঅ্যাসিস্ট।

চিকিৎসাপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান মেডট্রনিক ও বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি (বিএমইএস) এক হয়ে প্রতিবছর আয়োজন করে মেডট্রনিক বা বিএমইএস স্টুডেন্ট ডিজাইন কম্পিটিশন। বিএমইএসের বার্ষিক সভার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এই প্রতিযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যের বাল্টিমোর শহরে গত ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর বসেছিল এবারের আসর।

রসায়ন বা জীববিজ্ঞান, তড়িৎ বা কম্পিউটারবিজ্ঞান, যন্ত্র বা তড়িৎ এবং এআই বা এমএল ফর স্পোর্ট ইনজুরিজ অ্যান্ড অর্থোপেডিক কন্ডিশনস—এই চার বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। তার মধ্যে শেষ বিভাগটি বিশেষ। এই ক্যাটাগরি অর্থাৎ এআই বা এমএল ফর স্পোর্ট ইনজুরিজ অ্যান্ড অর্থোপেডিক কন্ডিশনসে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে বুয়েটের শিক্ষার্থীদের দল। দলে ছিলেন সাঈদ সাজ্জাদ ও ফারিহিন রহমান। দুজনই বায়োমেডিকেল প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

মেডট্রনিকের ব্যবস্থাপনা দলের সঙ্গে বুয়েটের ২ শিক্ষার্থী (পুরস্কার হাতে)। ছবি : সংগৃহীত

দলের নাম অস্টিওঅ্যাসিস্ট

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছু রোগ শরীরে বাসা বাঁধার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। এর মধ্যে অস্টিওপোরোসিস অন্যতম। এটা একধরনের হাড়ের ক্ষয়রোগ। ক্যালসিয়াম ও মিনারেলের ঘাটতি এ রোগের কারণ। শিক্ষার্থীদের তৈরি সফটওয়্যারটি মূলত এক্স-রে রিপোর্ট পর্যবেক্ষণে এই রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসককে সাহায্য করবে। তাই দলের নাম অস্টিওঅ্যাসিস্ট।

বিষয়টা আরেকটু খুলে বললেন দলের সদস্য সাঈদ সাজ্জাদ, 'আমাদের সফটওয়্যার একটি এক্স-রের ছবি থেকে অস্টিওপোরোসিস নির্ণয় করতে পারে। সাধারণত হাড়ের খনিজ ঘনত্বের পরিমাণ নির্ণয় করতে ডেক্সা স্ক্যান প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই স্ক্যানের সুবিধা ঢাকার বাইরে খুবই কম। এমনকি ঢাকায়ও শুধু ভালো মানের হাসপাতালে এই ব্যবস্থা থাকে। তাই এ চিকিৎসাকে সহজ করতেই আমরা এই মেশিন লার্নিং মডেলটি তৈরি করেছি, যা একটি সাধারণ এক্স-রে থেকেই হাড়ের খনিজ ঘনত্বের মান জেনে যাবে।'

বাংলাদেশের জনমিতির ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণা করা হয়েছে। মডেলটিকে প্রশিক্ষণ দিতে হাসপাতাল থেকে নিয়মিত ডেটা সংগ্রহ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

অনিশ্চয়তা ছিল

গত ২৬ জুলাই ছিল প্রতিযোগিতায় আবেদন করার শেষ দিন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ওই সময়টায় টানা কয়েক দিন ইন্টারনেট বন্ধ রেখেছিল তৎকালীন সরকার। তাই আবেদন করা নিয়েও ছিল অনিশ্চয়তা। সেই অভিজ্ঞতা শোনালেন ফারিহিন রহমান। 'সম্ভবত আবেদনের তারিখ শেষ হওয়ার আগের দিন ইন্টারনেট কিছুটা গতি ফিরে পায়। একদম শেষ দিনে গিয়ে আমরা পরিকল্পনা জমা দিই। ফাইনালের জন্য নির্বাচিত হয়েও এত কম সময়ের মধ্যে ভিসা পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। ভাগ্যিস, জরুরি ভিসার আবেদনে সাড়া দিয়েছিল মার্কিন দূতাবাস। তাই সঠিক সময়ে প্রতিযোগিতায় যাওয়া সম্ভব হয়েছে।'

২৫ অক্টোবর মূল প্রকল্প উপস্থাপনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই প্রতিযোগিতা। ফলাফলে দেখা যায়, অস্টিওঅ্যাসিস্ট প্রথম হয়েছে। প্রায় ৯০টি দলের মধ্যে ১২টি দলকে ফাইনালের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের একমাত্র দল হিসেবে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে বুয়েট। নিজেদের ক্যাটাগরিতে লড়তে হয়েছে দুটি মার্কিন দলের পিএইচডি ও এমডি শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে। নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে এ প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো জয় আসায় ভীষণ খুশি দলের দুই সদস্য।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সাঈদ সাজ্জাদ বলেন, 'আমাদের কাজ এখনো প্রোটোটাইপ পর্যায়ে আছে। লক্ষ্য হলো, এই সফটওয়্যারকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যেন রেডিওলজিস্ট ও অর্থোপেডিকসের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের গ্রহণযোগ্যতা পায়।' বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের একটা বড় অংশের মানুষের অস্টিওপোরোসিস রোগ ধরা পড়ে না। এই ব্যাপারটিও আমলে নিয়ে সবার সমান চিকিৎসা নিশ্চিতে কাজ করতে চায় দলটি।

সুপারভাইজার হিসেবে দলটি সরাসরি তত্ত্বাবধান করেছেন বায়োমেডিকেল প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক তৌফিক হাসান। তিনি বলেন, 'এ ধরনের প্রতিযোগিতাগুলোয় সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের দলই বিজয়ী হয়। হাল না ছেড়ে আমরাও অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত ফল আসায় আমরা বেশ আনন্দিত। প্রতিযোগিতার বিশেষ ক্যাটাগরির বিষয় সাধারণত আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু এবার সবই ঠিকঠাকভাবে মিলে গেছে।'

চিকিৎসাপ্রযুক্তি নিয়ে গত চার থেকে পাঁচ বছর কাজ করছেন এই অধ্যাপক ও তাঁর গবেষণা দলের সদস্যরা। এ বছর এপ্রিলেও স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে অধ্যাপক তৌফিকের তিনটি দল।

অস্টিওঅ্যাসিস্টকে সহযোগিতা করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে দলটি। পাশাপাশি দলের সাফল্যে বিভিন্নভাবে সহায়তার জন্য ডা. এ এস এম শহীদুল হোসেন, ডা. মাহবুবা শিরীন, আওসাফ রহমান, সৈয়দ সাদমান সাব্বির, মো. কাওসার আহমেদ, খাদিজাতুল কোবরা ও শওকত ওসমানকে ধন্যবাদ জানান তাঁরা।

অনুপ্রেরণা

মার্কিন সংবাদপত্র *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা **টিম কুক**

একটা ধারণা আঁকড়ে ধরে বসে থাকার মধ্যে কোনো গৌরব নেই

প্রথম আগ্রহ, প্রথম চাকরি

আমার প্রথম আগ্রহের বিষয় ছিল গণিত। বিস্ময়করভাবে। খুব ভালো ছাত্র ছিলাম। গণিত ভালোবাসতাম। জটিল সব সমস্যার সমাধান করতে ভালো লাগত। সব সময় ভাবতাম, প্রকৌশলী হব। কেননা, গণিত আর প্রকৌশলের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে।

অথচ আমার প্রথম চাকরি ছিল পত্রিকা বিলি। তখন ১২ বছর বয়স। রাত তিনটায় ঘুম থেকে উঠতাম। পত্রিকা সংগ্রহ করে বিলি করা শুরু করতাম। বাড়ি ফিরে স্কুলে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা ঘুমও দেওয়া হয়ে যেত। মূলত পত্রিকা বিলির কাজটা করেছিলাম বলেই কলেজে যেতে পেরেছিলাম। আমার পরিবারে আমিই প্রথম, যে কলেজ পর্যায়ে পা রেখেছি। জানতাম, কলেজে ভর্তি হতে পারাটা একটা সুযোগ। কোনোভাবেই সেই সুযোগ নষ্ট করতে চাইনি।

অ্যাপলে যোগ দেওয়া

স্টিভ জবসের সঙ্গে যেদিন প্রথম কথা হলো, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি খুবই অন্য রকম একজন সিইও। তাঁর কাছে পণ্যই (প্রোডাক্ট) ছিল শেষ কথা। তিনি সব সময় 'ছোট দল'-এর ওপর বিশ্বাস রাখতেন।

বুঝতে পারছিলাম, সব সৃজনশীল, মেধাবী মানুষের সঙ্গে কাজ করার একটা সুযোগ হয়েছে। অনেকের হয়তো মনে নেই, অ্যাপল কিন্তু একসময় দেউলিয়া হতে যাচ্ছিল। খুব খারাপ সময় যাচ্ছিল তখন। লোকে আমাকে বলেছিল, অ্যাপলে যোগ না দিতে। কারণ, সবাই দেখতে পাচ্ছিল, কোম্পানিটা দিন দিন নিচের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমি একটা কিছু দেখেছিলাম। স্টিভের চোখে একধরনের দ্যুতি আমার নজর এড়ায়নি। এখন ভাবি, ভাগ্যিস সেই দলটাতে যোগ দিয়েছিলাম।

স্টিভের কাছে শেখা

স্টিভ আমাকে উদ্ভাবনের গুরুত্ব শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন, ছোট ছোট দল কেন জরুরি। আমি যখন যোগ দিই, তখন 'আইপড টিম', 'আইফোন টিম'কে কাছ থেকে দেখেছি। খুবই ছোট ছোট দল ছিল। স্টিভের মূলমন্ত্রই ছিল—সেরা মানুষগুলোকে নাও। এমন লোক নাও, যারা এমন কিছু জানে, যা তুমি জানো না। এরপর এই লোকগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখো।

একটা ধারণা আঁকড়ে ধরে বসে থাকার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। নতুন জ্ঞান, নতুন ধারণা সামনে পেলে স্টিভ সহজেই নিজের স্থান থেকে সরে আসতেন। শুরুর দিকে তাঁর এই মানসিকতার সঙ্গে আমি ঠিক খাপ খাওয়াতে পারিনি। পরে বুঝেছি, এটা খুব জরুরি। খুব কম মানুষই তাঁদের পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে সরে আসতে পারেন। এটা একটা অসাধারণ দক্ষতা।

স্টিভ তর্ক করতে ভালোবাসতেন। চাইতেন, কেউ তাঁর চিন্তাকে প্রশ্ন করুক। যদি দারুণ কোনো আইডিয়া থাকে, আপনি অবশ্যই স্টিভের মন বদলে দিতে পারবেন। আমরা একে অপরের মন বদলে দিতে পেরেছিলাম বলেই কাজটা ভালো হয়েছে।

অনিশ্চয়তার আনন্দ

অনেক সিইও বলেন, তাঁদের কাজটা কতটা কঠিন। কিন্তু বলেন না, তাঁদের কাজ কতটা মজার। আমার কাজটা কিন্তু আমার খুব পছন্দের।

অথচ এখানে যে পৌঁছাব, কখনো কল্পনাও করিনি। ডিউক ইউনিভার্সিটিতে যখন স্নাতক করছি, পরবর্তী ২৫ বছরের একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। প্রথম এক দুই বছর পরিকল্পনামাফিক গেছে। পরের বছরগুলোতে আর কিছুই মেলেনি। জীবন সব সময় আপনার সামনে এমন কিছু হাজির করবে, যা আপনার কল্পনায় ছিল না। এই অপরিকল্পিত জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন কি না, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুবাদ : **মো. সাইফুল্লাহ**

পাখির চোখে ৫ ক্যাম্পাস

আমাদের দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসের আছে আলাদা সৌন্দর্য। ওপর থেকে দেখলে চেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদেখা রূপটাও যেন চোখে পড়ে। ড্রোনে তোলা ক্যাম্পাসের এই ছবিগুলো তুলেছেন শিক্ষার্থীরাই

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | মীর মশাররফ হোসেন হলটি ওপর থেকে দেখতে অনেকটা প্রজাপতির মতো! ছবি তুলেছেন পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আবুল হায়াত

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি | লাল ইটের ভবন চোখে পড়ে দূর থেকে। ছবি তুলেছেন মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রাফিউজ্জামান রাফিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | লাল বাসে চড়ে এই ক্যাম্পাসে পা রাখার স্বপ্ন অনেকের চোখে! ছবি তুলেছেন মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের মেহেদী হাসান

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | সবুজে ঘেরা প্রাঙ্গণ! ছবি তুলেছেন কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার্থী সাজিদ এহসান

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি | বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের এই ছবি তুলেছেন শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী লামিম রহমান

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে | ভারতে গত চার সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার কমে ৬৮২ বিলিয়নে নেমেছে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

চার মাসে রাজস্ব ঘাটতি ৩০,৭৬৮ কোটি টাকা

এনবিআর

জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—কোনো মাসেই মাসওয়ারি কিংবা খাতওয়ারি শুল্ক-কর আদায় করা সম্ভব হয়নি।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

রাজনৈতিক অস্থিরতার ধকল কাটাতে পারছে না রাজস্ব খাত। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী শিথিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব দেখা যাচ্ছে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাস (জুলাই-অক্টোবর) সময়ে শুল্ক-কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ৩০ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাময়িক হিসাবে এ চিত্র উঠে এসেছে। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—কোনো মাসেই মাসওয়ারি শুল্ক-কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। প্রতি মাসেই আদায়ের লক্ষ্য থেকে বেশ পিছিয়ে ছিল এনবিআর।

জুলই মাসে শুরু হওয়া কোটা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গণ-আন্দোলনের সময় দেশজুড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে সাধারণ ছুটির পাশাপাশি কারফিউ ছিল বেশ কয়েক দিন। এ সময় কলকারখানা ও সরকারি-বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকে। এসবের প্রভাব পড়ে শুল্ক-কর আদায়ে। গত ৮ আগস্ট নতুন সরকার গঠিত হলেও নানা ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ছিল। বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি দাবিদাওয়া নিয়ে মাঠে নামে। ফলে অস্থিরতার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় করা যায়নি বলে জানিয়েছেন শুল্ক-কর কর্মকর্তারা।

এনবিআরের হিসাব অনুসারে, গত জুলাই-অক্টোবর সময়ে তাদের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল মোট ১ লাখ ৩২ হাজার ১১২ কোটি টাকা। তবে এই সময়ে আদায় হয়েছে ১ লাখ ১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। ওই চার মাসে সব মিলিয়ে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা। কর্মকর্তারা অবশ্য জানিয়েছেন, ভ্যাটের রিটার্ন জমা দেওয়ার পর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আরও বাড়বে। তখন ঘাটতি কমে আসবে।

এনবিআরের তথ্যে দেখা গেছে, গত অর্থবছরের (২০২৩-২৪) প্রথম চার মাসের তুলনায় এবার বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। গত বছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে সব মিলিয়ে ৯৩ হাজার ২৪২ কোটি টাকার শুল্ক-কর আদায় হয়েছিল। অর্থাৎ এ সময়ে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরে এনবিআরের জন্য সব মিলিয়ে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার শুল্ক-কর আদায়ের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। এনবিআর কর্মকর্তারা মনে করেন, বছরের শেষ দিকে কর আদায়ে গতি বাড়বে।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান সরকার গঠিত রাজস্ব খাত সংস্কারবিষয়ক পরামর্শক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আবদুল মজিদ আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট আদায় বিঘ্ন ও আয়কর কম আদায় হওয়ার জন্য জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ী করেন। তিনি *প্রথম আলোকে* আরও বলেন, 'আমরা জানি কেন ঘাটতি হয়। অতীতের সরকার প্রতিবছর বাজেট বড় করেছে। বাজেটের অর্থ জোগানের হিসাব মেলাতে এনবিআরের ওপর অযৌক্তিকভাবে বিশাল লক্ষ্য দিয়েছে। এ জন্য লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। বেশি জরুরি হলো, রাজস্ব আদায়ে আগের বছরের চেয়ে বাড়ল কি না।'

শুল্ক-কর আদায়ের চিত্র

চার মাসের হিসাব (কোটি টাকা)

মাস	আদায়ের লক্ষ্য	আদায়
জুলাই	২৫,৫৬৯	২০,২৬৯
আগস্ট	৩১,৬০৭	২১,৬২৯
সেপ্টেম্বর	৩৯,৩২৪	২৯,০০২
অক্টোবর	৩৫,৬১৩	২৬,৬৯০

সূত্র : এনবিআর

> “আমরা জানি কেন ঘাটতি হয়। অতীতের সরকার প্রতিবছর বাজেট বড় করেছে। বাজেটের অর্থ জোগানের হিসাব মেলাতে এনবিআরের ওপর অযৌক্তিকভাবে বিশাল লক্ষ্য দিয়েছে। এ জন্য লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।
>
> **মোহাম্মদ আবদুল মজিদ**
> সাবেক চেয়ারম্যান, এনবিআর

শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর—সব খাতেই পিছিয়ে

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, জুলাই-অক্টোবর সময়ে আমদানি, ভ্যাট ও আয়কর—এর কোনোটিতেই খাতওয়ারি লক্ষ্য পূরণ হয়নি। সবচেয়ে বেশি ঘাটতি আয়কর খাতে। এই খাতে চার মাসে ঘাটতি ছিল ১২ হাজার ৭৩৯ কোটি টাকার মতো। আয়কর খাতে ৪৫ হাজার ২৪২ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্য থাকলেও পাওয়া গেছে ৩২ হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা।

চার মাসে আমদানি খাতে ৩৯ হাজার ৬৩০ কোটি টাকার লক্ষ্যের বিপরীতে ৩২ হাজার ৭১৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। এই খাতে ঘাটতি প্রায় সাড়ে ৬ হাজার ৯১২ কোটি টাকা। গত জুলাই-অক্টোবরে ভ্যাট খাতে ঘাটতি ছিল ১১ হাজার ১০২ কোটি টাকা। ভ্যাট আদায় হয়েছে ৩৬ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা। এই সময়ে এই খাতে আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৪৭ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, রাজস্ব আদায়ে করদাতাদের বিদ্যমান সমস্যার পাশাপাশি কর আহরণকারীর দিক থেকে কোথায় সমস্যা হচ্ছে, তা-ও চিহ্নিত করবে রাজস্ব খাত সংস্কারে গঠিত পরামর্শক কমিটি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এনবিআর কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে। এতে বাড়তি শুল্ক-কর আদায় হবে। এ ছাড়া নানামুখী সংস্কার কার্যক্রমের সুফলও শিগগির মিলবে।

বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি, ১৮ মাসে সর্বোচ্চ এফএওর মূল্যসূচক

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

অক্টোবর মাসে সারা বিশ্বেই খাদ্যের দাম বেড়েছে। ফলে গত মাসে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রণীত খাদ্যমূল্যসূচক ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে উদ্ভিজ্জ তেলের দাম। যে পাঁচটি খাদ্যের দামের ভিত্তিতে এফএও এই সূচক প্রণয়ন করে, তার মধ্যে মাংস ছাড়া সব খাদ্যের দামই গত মাসে বেড়েছে।

অক্টোবর মাসে এফএওর খাদ্যমূলসূচক ছিল ১২৭ দশমিক ৪ পয়েন্ট। জুলাইয়ের পর টানা তিন মাস এই সূচক বেড়েছে। মাংস, দুগ্ধজাত খাদ্য, শস্য, উদ্ভিজ্জ তেল ও চিনির দামের ভিত্তিতে এই সূচক প্রণয়ন করা হয়।

দেখা যাচ্ছে, সেপ্টেম্বর মাসে মাংসের মূল্যসূচক ছিল ১২০ দশমিক ৮ পয়েন্ট, অক্টোবর মাসে তা কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ১২০ দশমিক ৪ পয়েন্ট। এ ছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে দুগ্ধজাত খাদ্যের সূচক ছিল ১৩৬ দশমিক ৫ পয়েন্ট, অক্টোবর মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৯ দশমিক ১ পয়েন্ট।

সেপ্টেম্বর মাসে শস্যজাতীয় খাদ্যের সূচক ছিল ১১৩ দশমিক ৬ পয়েন্ট, অক্টোবর মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৪ দশমিক ৪ পয়েন্ট। সেপ্টেম্বর মাসে উদ্ভিজ্জ তেলের মূল্যসূচক ছিল ১৪২ দশমিক ৪ পয়েন্ট, অক্টোবর মাসে তা একধাপে ১০ পয়েন্টের বেশি বেড়ে ১৫২ দশমিক ৭ পয়েন্ট উঠেছে। সেপ্টেম্বর মাসে চিনির মূল্যসূচক ছিল ১২৬ দশমিক ৩ পয়েন্ট, অক্টোবর মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯ দশমিক ৬ পয়েন্ট।

অক্টোবর মাসে বিশ্ববাজারে উদ্ভিজ্জ তেলের দাম ৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। ফলে এর দাম এখন দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। পাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী—সব ধরনের উদ্ভিজ্জ তেলের দাম বেড়েছে। মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসব তেলের উৎপাদন কমে যাওয়া এবং এগুলোর বিকল্প কিছু না থাকায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে এফএও।

অক্টোবর মাসে বিশ্ববাজারে শস্যজাতীয় খাবারের দাম শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বৃহৎ গম উৎপাদনকারী দেশগুলোয় গমের দাম বেড়েছে। এ ছাড়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা ও রাশিয়ার মূল্য নিয়ন্ত্রণের কারণেও গমের দামে প্রভাব পড়েছে। ব্রাজিলে চাহিদা বেড়ে যাওয়া এবং আর্জেন্টিনায় চাষাবাদে দেরি হওয়ায় ভুট্টার দাম বেড়েছে।

এফএও আরও বলেছে, ভারত চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করায় গত মাসে বিশ্ববাজারে চালের দাম কমেছে। চালের মূল্যসূচক কমেছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

গত মাসে মাংসের দাম কমেছে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ। এফএও বলছে, চাহিদা কমে যাওয়া ও সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ববাজারে পোলট্রি মুরগি ও শূকরের মাংসের দাম কমেছে। সূচকেও তার প্রভাব পড়েছে।

এদিকে অক্টোবরে বাংলাদেশের খাদ্যমূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। কয়েক দফায় নীতি সুদহার বাড়িয়েও মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। ভারতের একটি বেসরকারি সংস্থার সমীক্ষায় বলা হয়েছে, অক্টোবর মাসে সে দেশেও খাদ্যমূল্যস্ফীতি বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে ধারাবাহিকভাবে মূল্যস্ফীতি কমছে।

বৈদেশিক মুদ্রার দরদাম

ব্যাংকে যে দামে বিক্রি হয়

মুদ্রা	৭ জুলাই	৭ সেপ্টেম্বর	৭ নভেম্বর
পাউন্ড	১৫০	১৫০	১৫৬
ইউরো	১৩০	১৩১	১৩২
মার্কিন ডলার	১১৮	১২০	১২০
দিরহাম	৩১.৫০	৩২	৩২.৫০
সৌদি রিয়াল	৩০	৩১.৬০	৩২.৫০
রিঙ্গিত	২৫	২৬.৫০	২৮
চীনা ইউয়ান	১৭	১৭	১৭.৫০
থাই বাথ	৩.৪০	৩.৫০	৩.৭০
ভারতীয় রুপি	১.৪৫	১.৪৭	১.৪৫

হিসাব টাকায়

খোলাবাজারে বিক্রয়মূল্য

মুদ্রা	অক্টোবর	নভেম্বর
ইউরো	১৩৫.২০	১৩৪.৫০
ডলার	১২৩	১২৪
রিঙ্গিত	৩০	২৮
থাই বাথ	৩.৭০	৩.৮৫
রুপি	১.৩২	১.৪৭

হিসাব টাকায়

সূত্র : বিভিন্ন ব্যাংক ও মানি চেঞ্জার

বিদেশি মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা কমেছে

নগদ বিদেশি মুদ্রা

সরকারের সময়োপযোগী নীতি গ্রহণ ও অনেক দেশ ভিসা প্রদান সীমিত করার ফলে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা কমেছে। এতে মুদ্রাবাজার শান্ত হচ্ছে।

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা কমে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তথা মজুতের পতনও বন্ধ হয়েছে। নগদ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যে অস্থিরতা ছিল, সেটি কমেছে। দুই বছর ধরে উর্ধ্বমুখী থাকা মার্কিন ডলারের মান না কমলেও নির্দিষ্ট দামে মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো ও মালয়েশীয় রিঙ্গিতের দাম এখন কমতির দিকে। প্রতিবেশী ভারত খুব কম ভিসা দেওয়ায় তাদের মুদ্রা রুপির বিনিময় হার কিছুটা দুর্বল হয়েছে। তবে থাইল্যান্ড ভিসা চালু রাখায় সে দেশের মুদ্রা বাথের চাহিদা ও দাম খানিক বেড়েছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও খোলাবাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বিদেশি মুদ্রার বাজারের এমন চিত্র পাওয়া গেছে।

সাধারণত সরকার পরিবর্তনের পর মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়। তবে বাংলাদেশে তেমনটা ঘটেনি। উল্টো দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা অস্থিরতা কমে এসেছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নতুন সরকার এসে সময়োপযোগী নীতি নেওয়ায় এবং অনেক দেশ ভিসা প্রদান সীমিত করায় বিভিন্ন বিদেশি মুদ্রার চাহিদা ও দাম কমে এসেছে। ফলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা কমছে।

ব্যাংকগুলোর তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই মাসে নগদে প্রতি মার্কিন ডলারের দাম ছিল ১১৮ টাকা। দুই মাস ধরে প্রতি ডলার বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকায়। গত ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর কাছে জমা ছিল ৫ কোটি ১৪ লাখ নগদ ডলার। অন্যদিকে খোলাবাজারে প্রতি ডলার ১২৪ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে, যা তিন মাস আগে ১২৩ টাকা ছিল। তবে ব্যাংকগুলোয় এখন ভিসাসহ পাসপোর্ট ও টিকিট নিয়ে গেলে ডলার মিলছে। দেশের বেশির ভাগ নাগরিকই বিদেশে যাওয়ার সময় ডলার নেন। কারণ সব দেশেই ডলারের চাহিদা রয়েছে, এতে বাড়তি দামও পাওয়া যায়।

রাজধানীর মতিঝিলের খোলাবাজারের মুদ্রা বিক্রেতা সজিব মিয়া বলেন, আগের মতো ব্যবসা নাই। ফলে দামেও চাঙাভাব নাই। উল্টো অনেক মুদ্রার দাম কমে আসছে। ফলে লোকসানে পড়তে হচ্ছে।

ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) তথ্য অনুযায়ী, চিকিৎসা ও ভ্রমণের জন্য তুলনামূলক সহজে ভিসা পাওয়ার পাশাপাশি আকাশ ও সড়কপথে যোগাযোগ থাকায় বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য হচ্ছে ভারত। দেশ থেকে বিদেশে যাওয়া পর্যটকদের ৪০-৪৫ শতাংশই ভারত যান। এরপরই রয়েছে থাইল্যান্ড। চিকিৎসা, শপিং ও ঘোরাঘুরির জন্য ১৫-২০ শতাংশ বাংলাদেশি পর্যটকের গন্তব্য এই দেশ। এর বাইরে বাংলাদেশি পর্যটকদের ১০-১৫ শতাংশ মালয়েশিয়া ও ৫-১০ শতাংশ সিঙ্গাপুর ভ্রমণে যান। সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), সৌদি আরব ও ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ভ্রমণ করতে যান ১০-১৫ শতাংশ বাংলাদেশি পর্যটক। এ ছাড়া দেশের পর্যটকদের ৫-৮ শতাংশ ইউরোপে, ৫-৮ শতাংশ নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও চীন ভ্রমণে যান।

দেশে সরকার পরিবর্তনের পর ভারত শুধু সীমিতভাবে জরুরি চিকিৎসা ভিসা দিচ্ছে। দেশটি পর্যটন ভিসা বন্ধ রেখেছে। ফলে ভারতীয় রুপির চাহিদা কমেছে। ফলে ব্যাংকগুলোয় এখন জুলাই মাসের দামে রুপি মিলছে। তবে খোলাবাজারে রুপির দাম এক মাসে ১৫ পয়সা বেড়ে ১ টাকা ৪৭ পয়সায় বিক্রি হচ্ছে।

ভিসা কম পাওয়ায় দেশের মানুষের ভারতে যাওয়া কমেছে। যেমন ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস আগে যেখানে সপ্তাহে ৩২টি ফ্লাইট পরিচালনা করত, সেখানে এখন করছে মাত্র ১২টি।

ট্যুর অপারেটররা বলছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ভিসাও পাচ্ছেন না অনেক পর্যটক। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের ভিসা পেতেও দীর্ঘ সময় লাগছে। শুধু জটিলতা ছাড়া শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে যাওয়া যায়। অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণেও অনেক ব্যবসায়ী ও ভ্রমণপিপাসু ভ্রমণ কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে দেশি পর্যটকদের বিদেশযাত্রা ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ কমেছে। এর প্রভাব পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে।

জানা গেছে, থাই বাথের দাম গত জুলাইয়ে ছিল ৩ টাকা ৪০ পয়সা, যা সেপ্টেম্বরে বেড়ে হয় ৩ টাকা ৫০ পয়সা। এখন তা ৩ টাকা ৭০ পয়সায় স্থিতিশীল আছে। খোলাবাজারে দাম আরও ১০ পয়সা বেশি। ইউএইর প্রতি দিরহামের দাম গত সেপ্টেম্বরে ছিল ৩২ টাকা, যা এখন ৫০ পয়সা বেশি। একই সময়ে সৌদি রিয়াল ৩১ টাকা ৬০ পয়সা থেকে বেড়ে ৩২ টাকা ৫০ পয়সা ও মালয়েশিয়ার রিঙ্গিত ২৬ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ২৮ টাকায় উঠেছে।

গুলশানের ট্রাস্ট মানি চেঞ্জারের কর্ণধার আসিকুল ইসলাম দিদার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিদেশি মুদ্রার চাহিদা অনেক কমেছে। ফলে এগুলোর দামের উর্ধ্বগতি থেমে আছে। উল্টো অনেকে বিদেশ থেকে আসায় বিদেশি মুদ্রার সরবরাহ বেড়েছে। তবে আমাদের ব্যবসায় এখন মন্দা যাচ্ছে।'

এবার আটা-ময়দা-সুজি উৎপাদনে এসেছে প্রাণ

নতুন বিনিয়োগ

কালীগঞ্জের এই শিল্পপার্কে দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে প্রাণের। সব মিলিয়ে কর্মসংস্থান হবে তিন হাজার লোকের।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ভোগ্যপণ্যের বাজারে এবার আটা, ময়দা ও সুজি নিয়ে এসেছে শীর্ষস্থানীয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের প্রতিষ্ঠান প্রাণ। গাজীপুরের কালীগঞ্জে অবস্থিত প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের নতুন শিল্পপার্কে ইতিমধ্যে এসব পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি শুরু হয়েছে।

আটা-ময়দা ছাড়াও প্রাণের এ শিল্পপার্কে ভোজ্যতেল, লবণ, ডাল, স্টার্চ, মসলা, বেভারেজ, নুডলস, বিস্কুট, কনফেকশনারি, পোলট্রি ফিড ও ফ্লেক্সিবল প্যাকেজিংসহ বেশ কয়েকটি পণ্য উৎপাদিত হবে।

কালীগঞ্জের মুক্তারপুর ইউনিয়নে ১৮০ বিঘা জমিতে 'কালীগঞ্জ এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড' নামের এ শিল্পপার্ক স্থাপনে প্রাথমিকভাবে দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে প্রাণ-আরএফএল। ইতিমধ্যে সেখানে প্রায় ৭১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। শিল্পপার্কটি পুরোপুরি চালু হলে সেখানে তিন হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। বর্তমানে প্রায় ৯০০ লোক কাজ করছেন।

সরেজমিনে এই শিল্পপার্কের অগ্রগতি দেখতে গতকাল শনিবার ঢাকা থেকে একদল সাংবাদিক সেখানে যান। তাঁদের প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা ও প্রাণের নির্বাহী পরিচালক নাসের আহমেদ কয়েকটি কারখানা ঘুরিয়ে দেখান।

আটা, ময়দা ও সুজির কারখানায় কাজ করছেন শ্রমিকেরা। গতকাল প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের গাজীপুরের কালীগঞ্জ এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড নামের শিল্পপার্কে। ছবি : প্রাণের সৌজন্যে

উৎপাদন সক্ষমতা ৫০০ টন

শিল্পপার্কটিতে প্রায় ২১ বিঘা জায়গায় ১০ তলার সমান উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় ফ্লাওয়ার মিল বা আটা-ময়দার কারখানা। কারখানার সব যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তি আনা হয়েছে ইউরোপ থেকে। পণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার। কারখানা নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে এ পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১১০ কোটি টাকা।

প্রাণ গ্রুপের কর্মকর্তারা জানান, কাঁচামাল রাখার জন্য এই শিল্পপার্কে বর্তমানে ১০ হাজার টন সক্ষমতার ছয়টি ও এক হাজার টন সক্ষমতার তিনটি সাইলো (শস্যাগার) রয়েছে। আমদানি করা গম লাইটার জাহাজ থেকে সাইলোতে নেওয়া হয়। সেখান থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গম চলে যায় প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রে। এরপর উৎপাদিত আটা, ময়দা ও সুজি সরাসরি মোড়কজাত করে পাঠানো হয় বাজারে তথা ভোক্তার কাছে।

কর্মকর্তারা জানান, কারখানাটিতে দৈনিক ৫০০ টন আটা, ময়দা ও সুজি উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। এসব পণ্য 'প্রাণ' ব্র্যান্ডের নামেই বাজারজাত করা হচ্ছে।

প্রাণের নির্বাহী পরিচালক নাসের আহমেদ জানান, তাঁরা রাশিয়া, ইউক্রেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করে আটা-ময়দা উৎপাদন করছেন। তবে স্থানীয়ভাবেও দেশের কয়েকটি জেলা থেকে ভালো মানের গম সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া প্রাণ জমি ইজারা নিয়ে ভালো প্রোটিন পাওয়া যায় এমন জাতের গম উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে। এ জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলে ৬০০ একর জমি ইজারা নেওয়া হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, দেশে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন কারখানায় বছরে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টন গমের চাহিদা রয়েছে, যার বেশির ভাগই আমদানিনির্ভর। উৎপাদিত আটা-ময়দার প্রায় ৭৫ শতাংশ ব্যবহার হয় বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও হোটেলে, বাকিটা ভোক্তারা বাসাবাড়িতে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য তৈরিতে ব্যবহার করেন। সব মিলিয়ে দেশে আটা, ময়দা ও সুজির বাজার প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার। প্রতিবছর এ বাজার ৮-১০ শতাংশ হারে বাড়ছে।

আরও যেসব কারখানা রয়েছে

সরেজমিনে দেখা যায়, কালীগঞ্জে প্রাণের শিল্পপার্কে আটা-ময়দা ছাড়াও ডাল, প্রাণিখাদ্য ও প্যাকেজিংসহ কয়েকটি কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি কারখানার যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছে। বাকি কারখানাগুলো নির্মাণাধীন। আগামী দুই বছরের মধ্যে সব কারখানা উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা বলেন, 'আমরা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য তৈরি করছি, যার মূল কাঁচামাল আটা-ময়দা। এ কারণে প্রথম দিকে পশ্চাৎ-সংযোগ শিল্প (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ) হিসেবে কালীগঞ্জে আটা-ময়দার কারখানা করতে চেয়েছি। তবে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আটা-ময়দার চাহিদাও ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। আবার বিস্কুট, বেকারি, নুডলস ও ফ্রোজেন ফুডসের বাজারও দিন দিন বড় হচ্ছে। এসব কারণে কারখানা বড় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

করপোরেট সংবাদ

বিভিন্ন হজ এজেন্সির সঙ্গে এক্সিম ব্যাংকের মতবিনিময়

বিভিন্ন হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারীদের নিয়ে এক্সিম ব্যাংক সম্প্রতি এক মতবিনিময় সভা করেছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ ফিরোজ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক এস এম রেজাউল করিম; অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হুমায়ূন কবীর; উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহা. জসিম উদ্দিন ভূঞা, মাকসুদা খানম, মো. মইদুল ইসলাম; শরিয়াহ্ সেক্রেটারিয়েটের প্রধান মোহাম্মদ জুলকার নাইন ও বিভিন্ন হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

পূবালী ব্যাংকের ঢাকা স্টেডিয়াম শাখায় ইসলামিক কর্নার

পূবালী ব্যাংকের ঢাকা স্টেডিয়াম করপোরেট শাখায় সম্প্রতি ইসলামিক কর্নার চালু করা হয়েছে। এ কর্নারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ চৌধুরী ও দেওয়ান জামিল মাসুদ, মো. কামরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ঢাকা স্টেডিয়াম করপোরেট শাখার উপমহাব্যবস্থাপক আলমগীর জাহান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী বলেন, ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতি মেনে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার জন্য পূবালী ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। **বিজ্ঞপ্তি**

ভিসা পেমেন্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড জিতল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ তিন বিভাগে ভিসা পেমেন্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ লাভ করেছে। পুরস্কারগুলো হলো 'এক্সিলেন্স ইন কনজ্যুমার কার্ড', 'এক্সিলেন্স ইন কন্টাক্টলেস পেমেন্টস' ও 'এক্সিলেন্স ইন ক্রস-বর্ডার পেমেন্টস-ক্রেডিট'। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নাসের এজাজ বিজয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ওয়েলথ অ্যান্ড রিটেইল ব্যাংকিংয়ের প্রধান মোহাম্মদ লুৎফুল হাবিব সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের পক্ষে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

মোরালেসকে ভোটে লড়তে নিষেধাজ্ঞা

বলিভিয়ার আদালত সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসকে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এএফপি

সংক্ষেপে

যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্র, এক ইরানি অভিযুক্ত

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইরানের এক নাগরিককে অভিযুক্ত করেছে দেশটির বিচার বিভাগ। গত শুক্রবার বিচার বিভাগ বলেছে, ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি) ফরহাদ শাকেরি নামের ওই ব্যক্তিকে ট্রাম্পকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বলেছে, ফরহাদ শাকেরি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানিয়েছেন, গত ৭ অক্টোবর ট্রাম্পকে হত্যার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে দাবি করেছেন, আইআরজিসির বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ট্রাম্পকে হত্যা করার কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তবে গতকাল ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য, শাকেরি ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের সঙ্গে যুক্ত। তিনি শৈশবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। ডাকাতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ২০০৮ সালে তাঁকে ইরানে ফেরত পাঠানো হয়।

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

চীন

সির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। গতকাল শনিবার চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের গ্রেট হলে সাক্ষাৎ হয় দুজনের। চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চীন ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এর আগে গত শুক্রবার বেইজিংয়ে পা রাখেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সদ্য শপথ নেওয়া সুবিয়ান্তো। গত ২০ অক্টোবর রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পাওয়ার পর এটি তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। সি ছাড়াও চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে সুবিয়ান্তোর। আজ রোববার তাঁর চীন সফর শেষ হওয়ার কথা। এদিকে চীন সফর শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটনে যাবেন সুবিয়ান্তো। এরপর পেরু, ব্রাজিল ও যুক্তরাজ্য সফর করে নিজ দেশে ফেরার কথা রয়েছে তাঁর।

এএফপি, *বেইজিং*

কানাডা

অভিবাসী ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিবাসীদের ঢল নামতে পারে এমন আশঙ্কা করছে কানাডা। এ জন্য দেশটি তাদের সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। কানাডা কর্তৃপক্ষ গত শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবার জয়ী হওয়ায় এমন আশঙ্কা করছে কানাডা। কারণ, অভিবাসী নিয়ে ট্রাম্পের রয়েছে কঠোর নেতিবাচক অবস্থান। ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপক হারে অভিবাসীদের সে দেশ থেকে তাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের রক্তকে বিষাক্ত করছে। এর আগে ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকাকালে হাইতিয়ানসহ হাজার হাজার অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উত্তরে পালিয়ে কানাডায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

এএফপি, *অটোয়া*

ইউক্রেন

কিয়েভ সফরে ইইউর পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল ইউক্রেন সফরে গেছেন। গতকাল শনিবার তিনি দেশটির রাজধানী কিয়েভে পৌঁছান। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ব্রাসেলসের শীর্ষ কোনো কর্মকর্তা ইউক্রেনে গেলেন। ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ায় অর্থ-অস্ত্র সহায়তা পাওয়া নিয়ে ইউক্রেনের মধ্যে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ইইউ যে ইউক্রেনের পাশে আছে ও থাকবে, সেই নিশ্চয়তা দিতেই বোরেল কিয়েভ সফরে গেছেন। সফরসঙ্গী এএফপির এক সাংবাদিককে বোরেল বলেছেন, 'আমার বার্তা খুবই স্পষ্ট। সেটা হচ্ছে ইউরোপ ইউক্রেনকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। যুদ্ধের শুরু থেকে আমরা ইউক্রেনকে সহায়তা দিয়ে আসছি। আমাদের সহযোগিতায় কোনো ছেদ পড়বে না। যতটা পারি আমরা সাহায্য করে যাব।'

এএফপি, *কিয়েভ*

দাবানলে জগিং

দাবানলে পুড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত বনাঞ্চল। এর মধ্যেই এক ব্যক্তি ভোরে বেরিয়েছেন জগিংয়ে। গত শুক্রবার নিউ জার্সির অ্যাঙ্গেলউড ক্লিফে। ছবি : রয়টার্স

ডেমোক্র্যাট শিবিরে 'গৃহদাহ'

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

কমলার হারের জন্য বাইডেনকে দোষারোপ করছেন ন্যান্সি পেলোসিসহ অনেক নেতা। তবে কেউ কেউ একে অজুহাত বলছেন।

বিবিসি, *ওয়াশিংটন*

আভাস ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের। কিন্তু ভোট শেষে দেখা গেল, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেননি কমলা হ্যারিস। ট্রাম্পের কাছে তাঁর বড় পরাজয়ের পর এর 'সুরতহাল' করা শুরু করেছেন ডেমোক্র্যাটরা। কমলার হারের নেপথ্যে বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নাম। তবে কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে দলটিতে অন্তর্কোন্দল দেখা দিয়েছে।

কমলার পরাজয়ের জন্য বাইডেনকে দোষারোপ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। *নিউইয়র্ক টাইমসকে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, যদি বাইডেন নির্বাচন থেকে আগে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করতে পারত। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কমলা জিততেন বলে মনে করেন তিনি।

২০২০ সালের মতো এবারের নির্বাচনেও বাইডেন ও ট্রাম্পের মধ্যে লড়াই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম বিতর্কে খারাপ করার পর দলের চাপে গত জুলাইয়ে নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন বাইডেন। এরপর কমলা হন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, বাইডেনকে সরে দাঁড়ানোর জন্য চাপ তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল পেলোসির।

রিপাবলিকান ট্রাম্পের কাছে কমলার হারের জন্য পেলোসি ছাড়াও অনেক ডেমোক্র্যাট নেতা বাইডেনকে দোষারোপ করছেন। আর কমলা হ্যারিসের উপদেষ্টারাও হারের জন্য বাইডেনকে দায়ী করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমলার বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা বলছেন, নির্বাচনের প্রচারে কোনো কমতি রাখা হয়নি। কিন্তু প্রচারের জন্য সময় পাওয়া গেছে অল্প। বাইডেন যদি আরও আগে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য বেশি সময় পাওয়া যেত। এই উপদেষ্টাদের একজন বলেন, 'গত মঙ্গলবারের নির্বাচনে কমলা হ্যারিস ও ডেমোক্র্যাটদের হারের নেপথ্যে একমাত্র কারণ বাইডেন।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাইডেনের একজন উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনে হারের পেছনে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপদেষ্টাদের দায় রয়েছে। কারণ, বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অন্তর্কোন্দলে উসকানি দিয়েছেন তাঁরা। তিনি বলেন, কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হোন, তা চাননি সাবেক এই প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা। এর প্রভাব পড়েছে নির্বাচনের ফলাফলে।

কমলা 'অজুহাত খুঁজছেন'

তবে বাইডেন-ঘনিষ্ঠরা বলছেন অন্য কথা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাইডেনের একজন সাবেক উপদেষ্টা বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে হার নিয়ে কমলা ও তাঁর সমর্থকেরা এখন অজুহাত দিচ্ছেন। নির্বাচনের প্রচারে ট্রাম্পের তুলনায় বিপুল অর্থ ব্যয় করেও কেন সুফল পাওয়া গেল না সেই প্রশ্ন তাঁর। তিনি বলেন, 'কীভাবে আপনি নির্বাচনের প্রচারের কাজে ১০০ কোটি ডলার ব্যয় করেও জিততে পারলেন না?'

পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটর ও ডেমোক্র্যাট নেতা জন ফেটারম্যান অবশ্য মনে করে বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকারীরাই নির্বাচনে হারের জন্য দায়ী। তিনি বলেন, 'তাঁরা বাইডেনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তাঁদের চাওয়া অনুযায়ী নির্বাচনও হয়েছে। এখন নির্বাচনের ফলাফল যেটা এসেছে আর দলের যে বিপর্যয় হয়েছে, তা মেনে নেওয়াই যথোপযুক্ত।'

ডেমোক্র্যাটদের হারের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে 'রাজনৈতিকভাবে সঠিক' থাকার কথা বলছেন নিউইয়র্কের কংগ্রেসম্যান ও দলটির নেতা টম সুওজি। কংগ্রেসম্যান রিচি তোরেস মনে করেন, দলের ভুল নীতির কারণে সংখ্যালঘু অনেক ভোট হারাতে হয়েছে।

গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে কাজ করবেন ট্রাম্প

ট্রাম্প-আব্বাস ফোনালাপ

গাজায় নিহত মানুষের ৪৪ শতাংশ শিশু এবং ২৬ শতাংশ নারী। শিশুদের বেশির ভাগের বয়স ৫ থেকে ৯ বছরের মধ্যে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মাহমুদ আব্বাস

- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফিলিস্তিনি নেতা মাহমুদ আব্বাস।
- গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন ট্রাম্প।

এএফপি, *রামাল্লা*

ফিলিস্তিনি নেতা মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, তিনি গাজায় ন্যায্য ও সর্বাঙ্গীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রস্তুত রয়েছেন। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি এ কথা জানান।

গত বছরের অক্টোবর থেকে গাজায় ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক অস্থিরতা চলছে। এর মধ্যে ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন ইসরায়েলি মিত্র হিসেবে পরিচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে মাহমুদ আব্বাস বলেন, আন্তর্জাতিক বৈধতার ওপর ভিত্তি করে ন্যায্য এবং সর্বাঙ্গীণ শান্তি অর্জনে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। মাহমুদ আব্বাসের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এ যুদ্ধ শেষ করতে কাজ করার বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারের সময় মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। এর বাইরে তিনি গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন।

এদিকে গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধে অনেক বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক কার্যালয়। নিজেদের বিশ্লেষণে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থাটি বলেছে, গত ছয় মাসে গাজায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক কার্যালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে ইসরায়েলের হামলা চালানো এত বেশিসংখ্যক প্রাণহানি হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ। গাজা উপত্যকায় 'অভূতপূর্ব' মাত্রায় আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। 'যুদ্ধাপরাধ ও অন্যান্য সম্ভাব্য নৃশংস অপরাধের' বিষয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নিহত মানুষের প্রায় ৪৪ শতাংশ শিশু এবং ২৬ শতাংশ নারী। বেশির ভাগেরই বয়স ৫ থেকে ৯ বছরের মধ্যে।

সংস্থাটি আরও বলেছে, ভুক্তভোগীদের প্রায় ৮০ শতাংশই আবাসিক ভবন কিংবা একই ধরনের আবাসনব্যবস্থার ওপর হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে জাতিসংঘ। মন্ত্রণালয়টির হিসাব অনুসারে, গত ১৩ মাসে গাজায় ৪৩ হাজার ৫৫২-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া জাতিসংঘ সমর্থিত একটি মূল্যায়নে বলা হয়েছে, শত্রুতা এবং খাদ্যসহায়তা প্রায় বন্ধে উত্তর গাজা উপত্যকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

কাতার থেকে হামাসকে বের করে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

বিবিসি

কাতারে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি আর মেনে নেবে না ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এ কথা বলেছেন। তাঁরা গাজা যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির সর্বশেষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য হামাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে নাম প্রকাশ না করে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, হামাসকে ১০ দিন আগেই তাদের রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে কাতারের সরকার রাজি হয়েছিল।

কাতারে ২০১২ সাল থেকে হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয় রয়েছে। ওবামা প্রশাসনের অনুরোধে হামাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুবিধার জন্য ওই কার্যালয় খোলার অনুমতি দেয় কাতার।

এদিকে হামাসের কর্মকর্তারা বিষয়টি অস্বীকার করেছে। কাতার কর্তৃপক্ষও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

তবে গতকাল কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে এএফপি জানিয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আপাতত কাজ করবে না কাতার। একই সঙ্গে দোহায় অবস্থিত হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয়ের আর প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে তারা।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র কাতার। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিমানঘাঁটি রয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চুক্তির কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয় দেশটি। এর মধ্যে ইরান, তালেবান ও রাশিয়ার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে কাতার ভূমিকা রেখেছে। গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে লড়াইয়ে কাতার ও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মিসর ভূমিকা রেখেছে। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সফলতা আসেনি।

গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে সর্বশেষ গাজা চুক্তির চেষ্টা করা হয়েছিল। স্বল্পমেয়াদি ওই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে হামাস। তারা সব সময় পূর্ণ চুক্তি ও ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে।

গাজা চুক্তি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে ইসরায়েলকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। গত সপ্তাহে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টকে বরখাস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এরপর তিনি নিরাপত্তাপ্রধানদের কথা অগ্রাহ্য করে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে শান্তি চুক্তি প্রত্যাখ্যানের অভিযোগ তোলেন।

কাতার থেকে হামাসকে তাড়ানোর বিষয়টি ক্ষমতা থেকে সরতে যাওয়া বাইডেন প্রশাসনের চাপ প্রয়োগের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রেলস্টেশনে বোমা বিস্ফোরণের পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন লোকজন। গতকাল পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের কোয়েটায়। ছবি : এএফপি

ট্রাম্প-জেলেনস্কি ও মাস্কের ফোনালাপ

সিএনএন

ইলন মাস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ফোন দিয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ওই ফোনকলে যুক্ত হয়েছিলেন স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও ধনকুবের ইলন মাস্কও। প্রায় সাত মিনিট তিনজনের কথা হয়। এই ফোনালাপের বিষয়ে ওয়াকিবহাল একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

আরেক সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনে জয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মার-এ-লাগোতে ট্রাম্পের সঙ্গে ছিলেন মাস্ক। তখন ট্রাম্পকে ফোন করেন জেলেনস্কি। দুজনের মধ্যে ইতিবাচক ও আন্তরিকতাপূর্ণ আলাপ হয়। এ সময় ট্রাম্প ফোনের স্পিকার চালু করে দেন। তখন মাস্কের সঙ্গেও কথা হয় জেলেনস্কির।

ওই সূত্র জানিয়েছে, ফোনকলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনকে মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগে সহায়তার জন্য তাঁকে (মাস্ক) ধন্যবাদ জানান জেলেনস্কি। প্রায় সাত মিনিট তিনজনের কথা হয়। তবে এ সময় তাঁদের মধ্যে নীতিনির্ধারণ বিষয়ক কোনো আলাপচারিতা হয়নি।

এর আগে গত বুধবার এক এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে জেলেনস্কি বলেছিলেন, ট্রাম্পের 'ঐতিহাসিক নিরঙ্কুশ জয়ের' পর তাঁকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, দুই দেশের সহযোগিতার সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে একমত হয়েছেন তাঁরা।

পাকিস্তানের কোয়েটা রেলস্টেশনে বোমায় ১৪ সেনাসহ নিহত ২৬

ডন, *কোয়েটা*

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটার একটি রেলস্টেশনে গতকাল শনিবার শক্তিশালী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২৬ জন নিহত ও অন্তত ৬২ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও হাসপাতাল কর্মকর্তাদের সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। কোয়েটার বিভাগীয় কমিশনার হামজা শাফকাত নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ছিল। এএফপির খবরে বলা হয়, নিহতদের মধ্যে ১৪ জনই ছিলেন সেনাসদস্য।

বেলুচিস্তানের মাস্তুং এলাকার একটি স্কুল ও একটি হাসপাতালের কাছে বোমা বিস্ফোরণে আটজন নিহত হওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় নতুন এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল।

গত বছর থেকে পাকিস্তানে বিশেষ করে বেলুচিস্তান ও পাখতুনখোয়া প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা বাড়তে দেখা গেছে। পাকিস্তানে নিষিদ্ধঘোষিত সশস্ত্র সংগঠন বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এই বিস্ফোরণের ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে।

কোয়েটার বিভাগীয় কমিশনার হামজা শাফকাত বলেছেন, রেলসেবা সাময়িক বন্ধ রাখতে রেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিচ্ছে প্রশাসন। আহত ব্যক্তিদের জন্য রক্ত দান করতে জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মোহাম্মদ বালুচ বলেছেন, ঘটনাস্থলে প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। বিস্ফোরণের সময় জাফর এক্সপ্রেস নামের ট্রেনটি পেশোয়ারের উদ্দেশে রওনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

প্রয়াত টনি

মারা গেছেন টনি টড। ৬ নভেম্বর ৬৯ বছরে প্রয়াত হয়েছেন ক্যান্ডিম্যান তারকা। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

শুটিংয়ে আহত

মুম্বাইয়ের ইলোরা স্টুডিওতে *বরবাদ* সিনেমার শুটিংয়ে আহত হয়েছেন শাকিব খান। পরিচালক মেহেদী হাসান জানান, শাকিব খানকে দ্রুত মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। গত শুক্রবার রাতে পরিচালক জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে। তিনি বলেন, 'একটি দৃশ্য ছিল—দরজা খুলে বের হবেন শাকিব ভাই। হঠাৎ সেই দরজায় শাকিব ভাই কপালে আঘাত পান। ভ্রুর কিছু অংশ কেটেও যায়। শুটিং বন্ধ করে হাসপাতালে ছুটে যাই। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক আশ্বস্ত করেন, ভয় নেই। প্রয়োজনীয় সব ওষুধ দিয়েছেন।' প্রথম লটের শুটিং শেষে ১৬ নভেম্বর ঢাকায় ফিরবেন শাকিব খান।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শাকিব খান। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে

পরের প্রজন্মের 'মাসুম'

আসছে শেখর কাপুরের আলোচিত চলচ্চিত্র *মাসুম*-এর দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৯৮৩ সালের প্রশংসিত এ চলচ্চিত্রে ছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমি এবং শিশুশিল্পী হিসেবে যুগল হংসরাজ। শেখর কাপুর আজকের সময়ের পটভূমিতে আনবেন *মাসুম : দ্য নেক্সট জেনারেশন*। শিগগিরই এই ছবির শুটিং শুরু হবে বলে জানা গেছে। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

মাসুম-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

প্রেমিকের সঙ্গী

ক্রিস্টোফার নোলানের পরের সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন অ্যান হ্যাথওয়ে ও জেনডায়া। ইউনিভার্সাল স্টুডিওর এ ছবিতে আগেই যুক্ত হয়েছেন জেনডায়ার প্রেমিক ব্রিটিশ অভিনেতা টম হল্যান্ড। জেনডায়া ও টমকে প্রথমবারের মতো নোলানের ছবিতে দেখা যাবে। অ্যান অবশ্য আগে পরিচালকের *ইন্টারস্টেলার* ও *দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস*-এ ছিলেন। ছবিটিতে আরও আছেন ম্যাট ডেমন। ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এ ছবি। **বিনোদন ডেস্ক**

জেনডায়া। ছবি : রয়টার্স

শুটিংয়ে ফিরলেন শুভ

দীর্ঘদিন পর শুটিংয়ে ফিরলেন আরিফিন শুভ। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সনি লিভের একটি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করছেন ঢাকাই ছবির এই অভিনেতা। সৌমিক সেন পরিচালিত সিরিজটির নাম *জ্যাজ সিটি*। সাত দিন ধরে সিরিজটির শুটিং চলছে। এরই মধ্যে কলকাতা অংশের শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন শুভ। সিরিজে শুভর বিপরীতে অভিনয় করছেন সৌরসেনী মৈত্র। এ ছাড়া রয়েছেন টলিউড ও বলিউডের একাধিক অভিনেতা। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিরিজটির শুটিং চলবে। **বিনোদন ডেস্ক**

আবার প্লেব্যাকে

অভিনয়ের পাশাপাশি মাঝেমধ্যে গানও গেয়ে থাকেন ফজলুর রহমান বাবু। অডিওর পাশাপাশি চলচ্চিত্রেও গান করেছেন এই অভিনয়শিল্পী। গত শুক্রবার রাতে নতুন আরেকটি চলচ্চিত্রের জন্য গাইলেন বাবু। ঢাকার ইস্কাটনের একটি স্টুডিওতে রেকর্ড হওয়া 'তোক্কা তোক্কা ধোঁকা ধোঁকা' শিরোনামের গানটি *বিভেদ* ছবিতে ব্যবহৃত হবে। ছবির পরিচালক সালমান হায়দারের লেখা ও সুরে গানটির সংগীতায়োজন করেছেন ইকরাম হোসেন। ফজলুর রহমান বাবু বলেন, 'মজার একটি গান। চলচ্চিত্রের গান তো পরিচালক-প্রযোজকের চাহিদামতো গাইতে হয়, তেমনই একটি চাহিদার গান। তবে সবকিছু মিলিয়ে ভালোই লেগেছে।' দেড় বছর আগে এম সাখাওয়াত হোসেনের *বীরাঙ্গনা* ছবির গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন বাবু।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফজলুর রহমান বাবু।
ছবি : অভিনেতার সৌজন্যে

বিয়ন্সে। ছবি : রয়টার্স

গ্র্যামি মনোনয়নে বিয়ন্সের রেকর্ড

বিশ্বসংগীত

৬৭তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের সর্বোচ্চ ১১টি মনোনয়ন পেয়েছেন বিয়ন্সে। সব মিলিয়ে তাঁর গ্র্যামি মনোনয়ন এখন ৯৯।

লতিফুল হক, *ঢাকা*

সর্বোচ্চ ৩২ গ্র্যামি জয়ের রেকর্ডটা তাঁর দখলেই ছিল, সবচেয়ে বেশি মনোনয়নের রেকর্ডটাও এবার বাগিয়ে নিলেন। গত শুক্রবার রাতে ঘোষণা করা হয়েছে ৬৭তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়ন। এতে সর্বোচ্চ ১১টি মনোনয়ন পেয়েছেন বিয়ন্সে। সব মিলিয়ে তাঁর মনোনয়নের সংখ্যা এখন ৯৯, স্বামী জে-জেডের ৮৮ মনোনয়নকেও এবার ছাড়িয়ে গেলেন ৪৩ বছর বয়সী গায়িকা।

কাউবয়দের গল্প

এই বছরের ২৯ মার্চ মুক্তি পায় *কাউবয় কার্টার*। বিয়ন্সের এটি অষ্টম স্টুডিও অ্যালবাম। এই অ্যালবামে গানে গানে মূলত কৃষ্ণাঙ্গ কাউবয়দের সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন বিয়ন্সে। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে লোকসংগীত, রক অ্যান্ড রোল, জ্যাজ, পপসহ নানা ধরনের গান শুনে বড় হয়েছেন বিয়ন্সে। অ্যালবামটিতে শৈশব আর কৈশোরে শোনা সেই সব গানের মূল ভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন এই প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে। সমালোচকদের কাছে ভূয়সী প্রশংসার সঙ্গে ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্যও পায় *কাউবয় কার্টার*। এ অ্যালবামের জন্যই গ্র্যামিতে ১১ মনোনয়ন বাগিয়েছেন বিয়ন্সে, নারী শিল্পী হিসেবে যা এক বছরে সর্বোচ্চ মনোনয়নের রেকর্ড।

এবার অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার, রেকর্ড অব দ্য ইয়ার, সং অব দ্য ইয়ারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন বিয়ন্সে। তবে নিশ্চিতভাবেই অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার পুরস্কারটার দিকেই তাঁর চোখ থাকবে। কারণ, রেকর্ড ৩২ গ্র্যামি জিতলেও এই পুরস্কার তাঁর অধরাই থেকে গেছে, যা নিয়ে গত গ্র্যামির আসরে ভোটারদের রীতিমতো কটাক্ষ করেছেন বিয়ন্সের স্বামী জে-জেড। গ্র্যামিতে কৃষ্ণাঙ্গ শিল্পীদের উপেক্ষা করা হয়, এমন অভিযোগ অনেক পুরোনো। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বিয়ন্সের এবারের রেকর্ড মনোনয়নে হয়তো সে বিতর্ক কিছু কমবে।

চার্লি এক্সসিএক্স। রয়টার্স

সুইফট আছেন, সাবরিনাও আছেন

চলতি বছর রেকর্ড চতুর্থবারের মতো অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার পুরস্কার পান টেলর সুইফট। *দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট*-এর জন্য এবারও পেয়েছেন মনোনয়ন। আরও আছেন চলতি বছরের আলোচিত দুই তরুণ গায়িকা সাবরিনা কার্পেন্টার ও চ্যাপেল রোয়ানও। *শর্ট অ্যান্ড সুইট* দিয়ে টপচার্ট আর স্পটিফাইতে ঝড় তুলেছিলেন সাবরিনা। মনে করা হচ্ছে গ্র্যামির আসরেও বেশ কয়েকটি পুরস্কার বাগিয়ে নেবে এই অ্যালবাম। এবারের গ্র্যামিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭টি করে মনোনয়ন পেয়েছেন বিলি আইলিশ, চার্লি এক্সসিএক্স, কেন্ড্রিক লামার ও পোস্ট ম্যালোন। এ ছাড়া ছয়টি করে পেয়েছেন চ্যাপেল রোয়ান, সাবরিনা কার্পেন্টার ও টেলর সুইফট। সাম্প্রতিক সময়ে কানাডীয় র‍্যাপার ড্রেকের সঙ্গে কাজিয়ায় জড়িয়ে আলোচনায় ছিলেন কেন্ড্রিক লামার। তবে গ্র্যামিতে সাত মনোনয়ন বাগিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিলেন, তাঁকে নিয়ে যত বিতর্কই হোক, গানটা তিনি ভালোই গান।

যত চমক

এবারের গ্র্যামি মনোনয়নের অন্যতম বড় চমক বিটলসের ফেরা! গত বছরই এআই প্রযুক্তির সাহায্যে মুক্তি পায় আলোচিত ব্রিটিশ ব্যান্ডটির নতুন গান 'নাউ অ্যান্ড দেন'। রেকর্ড অব দ্য ইয়ার বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে এ গান।

ব্যান্ড ভেঙে যাওয়ার পাঁচ দশকের বেশি সময় পর মনোনয়ন পেয়েছে দ্য বিটলসের গান।
এএফপি ফাইল ছবি

আগে এককভাবে মনোনয়ন পাননি চার্লি এক্সসিএক্স। অথচ এবার পেয়েছেন ৭ বিভাগে! বিয়ন্সে, সুইফট বা সাবরিনাকে নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও অনেকে মনে করেছেন গ্র্যামিতে বাজিমাত করতে পারেন চার্লি। চলতি বছর *ব্র্যাট* অ্যালবাম দিয়ে আলোচনায় ছিলেন ৩২ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ গায়িকা।

আশ্চর্যভাবে এবার কোনো কে-পপ শিল্পী মনোনয়ন পাননি। তবে তাঁরা হয়তো সান্ত্বনা খুঁজতে পারেন ডুয়া লিপা বা মেগান থি স্টেলিয়নের কাছ থেকে। আলোচিত দুই শিল্পীও মনোনয়ন পাননি।

অন্যদিকে *ইটারনাল সানশাইন* আলোচিত হলেও অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার বিভাগে মনোনয়ন পাননি আরিয়ানা গ্রান্ডে।

২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৩০ আগস্টের মধ্যে মুক্তি পাওয়া গান ও অ্যালবামগুলো ৬৭তম গ্র্যামি মনোনয়নের জন্য বিবেচিত হয়েছে। মূল অনুষ্ঠান হবে ২০২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্রিপ্টোডটকম এরিনায়।

সূত্র : **এএফপি, বিবিসি**

একটা দরজা বন্ধ হলে দশটা খুলে যায়

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রায় ১৪ বছরের ক্যারিয়ার। এই সময়ে ক্যারিয়ার নিয়ে যে অবস্থানে থাকার কথা ছিল, সেখানে থাকতে পারেননি, এমনটাই মনে করেন মৌসুমী হামিদ। তবে হাল ছাড়েননি, নিজের মতো করেই এগিয়ে চলেছেন। জানালেন, ভিউয়ের জোয়ারে শুরু থেকে গা ভাসাননি। ঝুলিতে যে কাজ রয়েছে, সেগুলো নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট।

ধারাবাহিক *রোশনি* দিয়ে প্রথম আলোচনায় আসেন মৌসুমী হামিদ। পরে একাধিক ধারাবাহিকে নাম ভূমিকায় দেখা গেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বেশির ভাগ নাটকই পছন্দ না হওয়ায় কাজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যেই আজ থেকে এনটিএন বাংলায় শুরু হচ্ছে *হাউস হাসবেন্ড* নামের ধারাবাহিক নাটকের প্রচার। আরেকটি ধারাবাহিকেও নাম লিখিয়েছেন।

মৌসুমী হামিদ বলেন, 'এখন *শিউলিমালা* নামে যে ধারাবাহিকে কাজ করছি, সেখানেও প্রধান চরিত্রে রয়েছি। কাল (আজ) থেকে শুরু হচ্ছে হাউস হাসবেন্ড, এখানেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছি। এখন এমন একটা সময় পার করছি, যে সময়টা আমার জন্য হয়তো ভালো না। এখন নাটকে বাণিজ্যিক দিকটা বেশি। এর মধ্যে বাজেট কমছে। মান কমছে। মনের মতো চরিত্র পাওয়া যায় না। সেখানে ধারাবাহিকগুলো আমাকে আশাবাদী করছে।' জানালেন চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে সকাল আহমেদের পরিচালনায় নতুন আরেকটি ধারাবাহিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আসছেন।

একসময় আলোচনায় থাকলেও বর্তমানে ধারাবাহিক নাটকগুলো দিন দিন তার জায়গা হারাচ্ছে, মনে করেন এই অভিনেত্রী। এখানে পেশাদারত্বের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। কারণ হিসেবে মৌসুমী জানালেন, এখন অনেক সময়েই শুধু গ্ল্যামার গল্প, চরিত্র খোঁজা হয়। যে কারণে একসময়ের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী অনেকেই পর্দা থেকে দূরে। তিনি বলেন, 'আমরা যাদের কাছ থেকে কাজ শিখেছি, যাদের কাছ থেকে শিল্পকে ধারণ করেছি, সেই শিল্পচর্চার জায়গায় এখন অনেক ব্যবধান। একই মানের অভিনয়শিল্পীর এখন সংকট। দক্ষ অভিনয়শিল্পী এখন আগের মতো কি তৈরি হচ্ছে? আমরা কিন্তু ধারাবাহিক নাটক থেকেই শিখেছি, তৈরি হয়েছি।'

মৌসুমী হামিদ বললেন, 'তারপরও আমি হতাশ নই, আশাবাদী। আমি মনে করি, একটা দরজা বন্ধ হলে দশটা দরজা খুলে যায়। তারকা হওয়ার চেয়ে অভিনেত্রী হতে চেষ্টা করছি। যে কারণে কখনোই কারও সঙ্গে জুটি বেঁধে শিল্পী হতে চাইনি, অন্য কোনো কিছুর মধ্যেও থাকিনি। পরিচয় দেওয়ার মতো কম হলেও আমার পছন্দের কাজ রয়েছে, যেগুলো আমাকে শিল্পী কথাটা মনে করিয়ে দেয়।'

হাউস হাসবেন্ড নিয়ে তিনি আশাবাদী। ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন ফরিদুল হাসান। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সিনেমা *নয়া মানুষ* ও *রংবাজার*। মৌসুমী হামিদ বলেন, 'সিনেমা, ওটিটির কাজ নিয়ে এখনো স্বপ্ন দেখি। এখানে *গুটি*সহ যত কাজ করেছি, সবই প্রশংসা এনে দিয়েছে। শৈল্পিক কাজের প্ল্যাটফর্ম এখন বদলে যাচ্ছে। কারণ, দিন শেষে অভিনয়টাই মনে রাখে মানুষ।'

মৌসুমী হামিদ।
ছবি : খালেদ সরকার

চলতি বছরের আলোচিত ছবি *থাঙ্গালান*-এ সম্পূর্ণ অন্য রূপে ধরা দিয়েছেন **পার্বতী**। ছবিতে চিয়ান বিক্রমের মতো তারকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছিলেন মালয়ালম অভিনেত্রী। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে এক পাঁচতারা হোটেলে *প্রথম আলোর* মুম্বাই প্রতিনিধি **দেবারতি ভট্টাচার্যের** মুখোমুখি হয়েছিলেন এই দক্ষিণি তারকা

জয়া তুখোড় অভিনেত্রী

বলিউড

স্বভাবতই *থাঙ্গালান* দিয়েই শুরু হলো আলাপ। ছবিতে তিনি একেবারেই গ্ল্যামারহীন। 'গ্ল্যামার চরিত্রে অভিনয় না করলেও এখানে আমার মেকআপ করতে অনেক বেশি সময় লেগেছে। রোজ আমার প্রায় আড়াই ঘণ্টা মেকআপের পেছনে যেত। চড়া রোদের মধ্যে শুটিং হতো। একদিন পরিচালক বেলা দুইটার সময় আমাদের কৃষিকাজ করতে বলেছিলেন। তাপে আমরা ঝলসে যেতাম। আসলে পরিচালক এটাই চেয়েছিলেন। ছবিতে আমাকে গ্ল্যামারাস লুকে দেখা যায়নি। তবে এই লুক আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। আসলে আমি নিজেকে যেকোনো রূপেই ভালোবাসি,' সশব্দে হেসে বলেন পার্বতী।

এ ছবির প্রসঙ্গ ধরেই উঠে আসে দক্ষিণি সুপারস্টার চিয়ান বিক্রমের কথা। পার্বতী জানান, 'থাঙ্গালান' শব্দের অর্থ নেতা, আর চিয়ান বিক্রম প্রকৃতই একজন নেতা। অভিনেত্রী ভাষ্যে, 'সেটে নেতার মতোই আমাদের আগলে রাখতেন বিক্রম। এমনকি আমরা খাওয়াদাওয়া করেছি কি না, সে বিষয়েও নজর থাকত। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শুটিং মোটেও সহজ ছিল না। তাই বিক্রম সেটের পরিবেশ সব সময় হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি শুধু অভিনেতা হিসেবেই তুখোড় নন, মানুষ হিসেবেও ভালো। শুটিং চলাকালীন বিক্রমের সঙ্গে হাত মেলালেই কমরকট নামের এক স্থানীয় টফি পাওয়া যেত। তিনি সেটা এমনভাবে হাতে দিতেন, তখন টের পাওয়া যেত না!'

দক্ষিণের দাপুটে অভিনেত্রী হলেও হাতে গোনা বলিউড ছবিতে পার্বতীকে দেখা গেছে। ইরফান খানের সঙ্গে *করিব করিব সিঙ্গেল*-এ শেষ তাঁকে বড় পর্দার হিন্দি ছবিতে দেখা গেছে। এরপর করেছেন জিফাইভের কড়ক *সিং*। হিন্দি ছবিতে কেন দেখা যায় না? অভিমান নিয়ে পার্বতী বলেন, 'আমি বলিউড থেকে ডাক পাই না। আমি তো হিন্দি ছবি করতে চাই। কিন্তু আমাকে না ডাকলে আমি কী-ই-বা করতে পারি। দক্ষিণি শিল্পীদের হিন্দি নিয়ে সমস্যা থাকে। কিন্তু আমি দক্ষিণি ভাষার আগে হিন্দি লিখতে-পড়তে শিখেছি। বাবা আর্মিতে ছিলেন। ক্যান্টনমেন্টে প্রচুর উত্তর ভারতীয় থাকতেন। বন্ধুদের মধ্যেই অনেক উত্তর ভারতীয় ছিল। ওদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলেছি।'

কড়ক *সিং* ছবিতে পার্বতী ছাড়া ছিলেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী **জয়া আহসান। জয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই পার্বতী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'জয়া অভিনেত্রী হিসেবে তুখোড়। আমরা ভালো সময় কাটিয়েছিলাম। ভবিষ্যতে জয়ার সঙ্গে আরও কাজ করার ইচ্ছে আছে।'**

পার্বতী।
ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

অনামিকা মন্ডল। ছবি : ফেসবুক থেকে

আড়ালের তারকা

আড়ালের অনামিকা

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের নাটক, সিনেমা আর ওটিটির কনটেন্টগুলোর চিত্রনাট্য দলে নারী লেখক খুব বেশি থাকেন না। দেশি কনটেন্টের বিরুদ্ধে অনেক সময় যে বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ ওঠে, অনেক সমালোচক মনে করেন এর অন্যতম বড় কারণ নারী লেখকের শূন্যতা। তাই বেশির ভাগই গল্প লেখা হয় পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এর মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম অনামিকা মণ্ডল। এখন পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে তাঁর লেখা ১২০টি নাটক!

অনামিকার লেখালেখির শুরুটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। দৈনিক পত্রিকায় রম্য গদ্য লিখতেন। তাঁর লেখা চিত্রনাট্য থেকে কয়েকটি নাটকও হয়েছিল সে সময়। তবে নিজেরই মনমতো হচ্ছিল না। তাই লেখা বন্ধ করে দেন। বছর পাঁচেক পর এক ঈদে টিভিতে বিভিন্ন নাটকের প্রোমো দেখার সময় মনে হলো, আবার শুরু করলে কেমন হয়? পরিচালক ওসমান মিরাজ মাঝেমধ্যে ফোন দিয়ে জানতে চাইতেন, নাটক লিখবেন কি না। সব মিলিয়ে একসময় নিজেও সিরিয়াস হলেন। ২০২০ সালের শেষের দিকে ওসমান মিরাজকে একটি গল্প শোনালেন। গল্প পছন্দ হলো, চিত্রনাট্য নয়। তিন-তিনবার বদলের পর তুষ্ট হন নির্মাতা। *গার্লফ্রেন্ড যখন ভাবি* নামের সেই নাটকে অভিনয় করেছিলেন জোভান ও তানজিন তিশা। নাটকটির অনেক ভিউ হয়, চলে আসে ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়েও। এরপর একটার পর একটা প্রস্তাব আসে, বাড়ে ব্যস্ততা। এখন পর্যন্ত অনামিকার লেখা ১২০টির বেশি নাটক প্রচারিত হয়েছে, শুটিং হয়েছে ১৪০টি।

অনামিকার লেখা বেশির ভাগ নাটকই কমেডিধর্মী। জানালেন, এ ধরনের চিত্রনাট্যের চাহিদা বেশি, তাঁর নিজেরও পছন্দ; তাই কমেডি নাটকই বেশি লেখেন। আলাপে আলাপে অনামিকা জানালেন, নাটকের যেন ভিউ বেশি হয়, লেখার সময়ই সেটা তাঁর মাথায় থাকে।

“এ রকম জয়ই চেয়েছিলাম আমরা। নিখুঁত ম্যাচ খেলেছি। এভাবেই পরের ম্যাচগুলো খেলে যেতে হবে।

ব্রাহিম দিয়াজ
ওসাসুনার বিপক্ষে গতকাল ৪-০ গোলে **জয়ের প**র রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার

শারজায় প্রথম জয়ে সিরিজে সমতা

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ

শারজায় ৩৪ বছরে ৭ ওয়ানডে খেলে এটিই বাংলাদেশের প্রথম জয়। যে জয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজেও ১-১ সমতা ফেরাল বাংলাদেশ।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দল হারছে। ব্যাটিং নড়বড়ে। সঙ্গে যোগ হয়েছে চোট, অসুস্থতা ও খেলোয়াড়দের ভিসা জটিলতা। এত কিছুর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আবার বাড়তি চাপ। ম্যাচটা হেরে গেলে তিন ওয়ানডের সিরিজও হেরে যেত বাংলাদেশ।

নাজমুল হোসেনের দল অবশ্য সেটা হতে দিল না। আগে ব্যাট করে বাংলাদেশের করা ৭ উইকেটে ২৫২ রানের জবাবে আফগানিস্তান ৪৩.৩ ওভারে অলআউট হয়ে যায় ১৮৪ রানে। ৬৮ রানের এই জয়ে সিরিজে ১-১ সমতা ফেরাল বাংলাদেশ। আগামী ১২ নভেম্বর একই মাঠে সিরিজের শেষ ম্যাচটি এখন অলিখিত ফাইনালই বলা যায়।

ঐতিহ্যবাহী শারজাতে প্রথম ম্যাচ খেলার প্রায় সাড়ে ৩৪ বছর পর এখানে বাংলাদেশের প্রথম জয়। সময়ের তুলনায় ম্যাচ অবশ্য বেশি নয়। শুধু ওয়ানডে হিসাব করলে এই মাঠে গতকালের ম্যাচটি ছিল বাংলাদেশের সপ্তম। এ ছাড়া তিনটি-টোয়েন্টিও খেলেছে এই মাঠে বাংলাদেশ। জয় ছিল না সেখানেও।

তাড়া করতে নামা আফগানিস্তানকে প্রথম ধাক্কাটা দেন তাসকিন আহমেদ। প্রথম ম্যাচের মতো কালও ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজকে ফেরান তিনি। ১৭তম ওভারে নাসুম বল হাতে নিয়েই স্কয়ার লেগে ক্যাচ বানান ওপেনার সাদিকুল্লাহকে (৩৯ রান)। ২৯তম ওভারে মোস্তাফিজের বাউন্সারে পুল শট খেলতে গিয়ে বাউন্ডারিতে ক্যাচ তোলেন হাশমতউল্লাহ (১৭ রান)। আফগান ইনিংস বড় ধাক্কাটা আসে ৩০তম ওভারে, নাসুমের নতুন স্পেলের প্রথম ওভারে। এবার শিকার সদ্য ক্রিজে

অধিনায়ক নাজমুল করেছেন বাংলাদেশ ইনিংসের সর্বোচ্চ ৭৬ রান, হয়েছেন ম্যাচসেরাও। এসিবি

আসা আজমতউল্লাহ ওমরজাই। একই ওভারে গুলবদিন নাইবের সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝিতে রান আউট হন রহমত (৫২ রান)। আফগানিস্তানের রান তখন ১১৯ রানে ৫ উইকেট। সেখান থেকে দুই অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী ও গুলবদিনের আরও একটি জুটি ম্যাচ জমিয়ে তোলে। ৩৭তম ওভারে শরীফুলের বলে গুলবদিন কাভারে ক্যাচ তুলে আউট হলে আরও একবার পাল্লা বাংলাদেশের দিকে হেলে পড়ে। পরের ওভারে নবীকে বোল্ড করেন মিরাজ। সেখান থেকে বেশিদূর এগোয়নি আফগান ইনিংস।

এর আগে তানজিদ হাসানের ১৭ বলে ২২ রানের ইনিংসে ব্যাট হাতে আক্রমণাত্মক শুরু হয় বাংলাদেশের। তবে এমন শুরুর পর যে গতিতে মাঝের ওভারে রান আসার কথা, তা আসেনি। দুই আফগান স্পিনার রশিদ খান ও গজনফরের বিপক্ষে নাজমুল, সৌম্য সরকার ও পরে মেহেদী মিরাজ ছিলেন খুবই সতর্ক। ১৯তম ওভারে রশিদ খানের বলে ৩৫ রান করা সৌম্য এলবিডব্লু হন। যদিও রিভিউ নিলে আম্পায়ারকে সিদ্ধান্ত বদলাতে হতো। চারে নামা মিরাজকে নিয়ে অবশ্য সে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছিলেন নাজমুল; কিন্তু ২২ রান করে রশিদের গুগলিতে থামে মিরাজের ইনিংস।

হৃদয় ও মাহমুদউল্লাহকে নিয়ে বাংলাদেশের ইনিংসটাকে আরেকটু এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন নাজমুল। অন্য দুই সংস্করণে অধারাবাহিক নাজমুল তাঁর ওয়ানডের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ৭৫ বলে ফিফটি করেন। ৪১তম ওভারে বড় শট খেলে খোলস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন নাজমুল। নানগেয়ালিয়া খারোতের বলে লং অফে ক্যাচ তুলে আউট হন ১১৯ বলে ৭৬ রান করে। একই ওভারে একই জায়গায় ক্যাচ তোলেন মাহমুদউল্লাহ। খারোতেকে মারতে গিয়ে স্কয়ার লেগে ক্যাচ তোলেন হৃদয়ও।

১০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারানো বাংলাদেশের সামনে তখন আরও একটি ধসের চোখরাঙানি। দলের এমন ঘোর বিপদেই জাকের-নাসুম জুটিতে ৪১ বলে ৪৬ রান। শেষের দিকে তাসকিনের সঙ্গেও ১৪ বলে আরও ২২ রান যোগ করেন জাকের। গজনফরের বলে মারতে গিয়ে বোল্ড হওয়ার আগে নাসুম ২৪ বলে ২৫ রান করেছেন। অন্য প্রান্তে জাকেরের ২৭ বলে ৩৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে ছক্কা ছিল ৩টি, যার দুটিই গিয়েছে মাঠের বাইরে।

সংক্ষিপ্ত । স্কোর

বাংলাদেশ : ৫০ ওভারে ২৫২/৭ (তানজিদ ২২, সৌম্য ৩৫, নাজমুল ৭৬, মিরাজ ২২, হৃদয় ১১, মাহমুদউল্লাহ ৩, জাকের ৩৭*, নাসুম ২৫, তাসকিন ২; খারোতে ৩/২৮, রশিদ ২/৩২, গজনফর ২/৩৫)।
আফগানিস্তান : ৪৩.৩ ওভারে ১৮৪ (গুরবাজ ২, আতাল ৩৯, রহমত ৫২, হাশমতউল্লাহ ১৭, আজমতউল্লাহ ০, গুলবদিন ২৬, নবী ১৭, রশিদ ১৪, খারোতে ৪, গজনফর ১, ফারুকি ০*; নাসুম ৩/২৮, মিরাজ ২/৩৭, মোস্তাফিজ ২/৩৭, তাসকিন ১/২৯, শরীফুল ১/৪৫, মাহমুদউল্লাহ ০/৭)।
ফল : বাংলাদেশ ৬৮ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : নাজমুল হোসেন।
সিরিজ : ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-১-এ সমতা।

প্রায় পাঁচ বছর পর পুলে ফিরে নতুন রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন রোমানা আক্তার। ছবি : শামসুল হক

শান্তিরক্ষী থেকে জীবনের পুলে রোমানা

জাতীয় সাঁতার

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খেলা থেকে দূরে প্রায় পাঁচ বছর। বিয়ে-সন্তান-সংসার-চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। মাঝখানে জাতিসংঘ মিশনে সুদান গিয়ে দেখে এসেছেন জীবনের অন্য রূপ। সেই অভিজ্ঞতা রোমানা আক্তারকে জীবনে অনেক কিছু শিখিয়েছে। অনুপ্রেরণা দিয়েছে আবার সাঁতার পুলে ফিরতে।

কিশোরগঞ্জের নিকলির মেয়ে রোমানা পুলে ফিরেই আলো কেড়েছেন। মিরপুর জাতীয় সাঁতার কমপ্লেক্সে গতকাল শুরু হওয়া ম্যাক্স গ্রুপ ৩৩তম জাতীয় সাঁতারের প্রথম দিনে ১০ ইভেন্টের মধ্যে চারটিতে নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। ২৫ বছর বয়সী রোমানা রেকর্ড গড়ে জিতেছেন ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকের সোনা। সেটিও জীবনের সেরা টাইমিং করে। পুলে ফেরাটা এর চেয়ে স্মরণীয় হতে পারত না তাঁর জন্য। ২০১২ সালে প্রথম সোনাজয়ী রোমানার জাতীয় সাঁতারে এটি নবম সোনা।

২০১৬ এসএ গেমসে সাঁতারে ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন রোমানা। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে নেপালে হওয়া সর্বশেষ এসএ গেমসে ৫০, ১০০, ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক—তিনটিতেই হয়েছেন চতুর্থ। সেই গেমসের পর পর সাঁতার থেকে দূরে ছিলেন। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বিয়ে করেন। স্বামী ফয়সাল আহমেদও সাঁতারু। সেনাবাহিনীর করপোরাল পদে আছেন। ফয়সালের মূল ইভেন্ট ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল। গতকাল যিনি ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ব্রোঞ্জ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে রুপা জিতেছেন। রোমানা ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। ফলে স্বামী-স্ত্রী মিলে প্রথম দিনই জিতেছেন মোট চারটি পদক।

২০২১ সালের মার্চে এই সাঁতারু দম্পতির কোলে আসে কন্যাসন্তান ফালাক আহমেদ। ছোট্ট কন্যাকে দেশে রেখেই ২০২২ সালের মার্চে সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যান রোমানা। ফেরেন ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে। মিশনফেরত রোমানা কালই প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে নেমে দারুণ উচ্ছ্বসিত। প্রথম আলোকে বললেন, ‘খেলায় ফেরার ইচ্ছা ছিল। তবে লম্বা বিরতি পড়ায় কিছুটা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছিলাম। সেনাবাহিনী দলে জায়গা পাওয়াও ছিল কঠিন। বাহিনী আমাকে ফিরিয়ে এনেছে আগের পারফরম্যান্স দেখে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে রেকর্ড গড়ে সাঁতারে ফিরব, এটা ভাবনার বাইরে ছিল।’

রোমানার বাবা নেই। ৪ বোন ৬ ভাইয়ের পরিবারে একমাত্র তিনিই সরকারি চাকুরে। চাকরির টাকা নিয়মিত পাঠান মায়ের কাছে, আর এতে খুব গর্বিতও তিনি। নিজের জীবনসংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে একটু আবেগও ছুঁয়ে যায় রোমানাকে, ‘এভাবে পরিবারকে সহায়তা করে যেতে চাই। একটা মেয়ে সংসারজীবনে ঢুকে গেলে খেলায় ফেরা অনেক কঠিন। সন্তান সামলানো সহজ নয়। সঙ্গে চাকরি। যে চাকরি আবার খেলা নিয়ে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে ফিরে এসেছি জীবনের সেরা টাইমিং করে।’

সুদানের জীবনটা ছিল অন্য রকম। মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হয়েছে সেখানে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজ করতে হয়েছে। সেসব দিনে ফিরে রোমানা বলছিলেন, ‘জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীর হয়ে কাজ করেছি। স্থানীয় মানুষদের নিরাপত্তা দেওয়াই ছিল আমার বড় কাজ। সেখানে খেলা থেকে পুরোপুরিই দূরে ছিলাম। কোনো সুইমিং পুল ছিল না। তবে আমাদের পিটি হতো। পিটির মাধ্যমে ফিটনেস ধরে রাখার চেষ্টা করেছি, যা এখন আমার কাজে লেগেছে।’

গত বাংলাদেশ গেমসে অংশ নিতে পারেননি। এসব নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ নেই। যেটি বোঝা যায় তাঁর এই কথায়, ‘মেয়ের জন্য খেলতে পারিনি। ওর বয়স এখন ৩ বছর ৮ মাস। সাঁতার কমপ্লেক্সে আজ ওকে আনিনি। তবে আমার মেয়েই আমার গোল্ড। তার জন্যই আমার আজকের সাফল্য।’

নিকলি স্থানীয় কোচ আবদুল হাশেমের হাত ধরে তাঁর উঠে আসা। হাশেম যখন পুকুরে অন্যদের সাঁতার শেখাতেন, পুকুরপাড়ে যেতেন ছোট্ট রোমানা। খেলা দেখতেন। সাভার বিকেএসপিতে ভর্তি হন ২০০৯ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে। ২০১৪ সালে দশম শ্রেণিতে উঠে বিকেএসপি ছাড়েন। যোগ দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে এসএসসি পাস করেন। উচ্চমাধ্যমিক পেরোন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ইসলামিক স্টাডিজে এখন স্নাতক পড়ছেন উত্তরায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

‘পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাই, খেলাও চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে’—রোমানার এই কথায় ফুটে ওঠে এক সাহসী মেয়ের প্রতিচ্ছবি।

প্রথম দিনে আরও তিন রেকর্ড

কাজল মিয়া ২০০ মিটার বাটারফ্লাই

সামিউল ইসলাম ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক

যুথী আক্তার ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক

পাকিস্তানে যাবে না ভারত

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

খেলা ডেস্ক

আগামী ফেব্রুয়ারিতে হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত তাদের দল পাকিস্তানে পাঠাবে কি না, এ নিয়ে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছে। সে আলোচনা গত পরশু একটু চরমে উঠেছিল। প্রথমে ভারতের সংবাদ সংস্থা একটি খবর দেয় যে বিসিসিআইয়ের দেওয়া হাইব্রিড মডেলে সম্মত হয়েছে পিসিবি। এর পাল্টা দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভি খবর প্রকাশ করে, এটা ভিত্তিহীন। তারা খবরে এ-ও জানায় যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানেই হবে।

সামা টিভির সেই খবরের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম খবর দেয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে যে তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় আছে। *টাইমস অব ইন্ডিয়া*র এ খবরের প্রতিক্রিয়ায় লাহোরে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। তিনি সেখানে বিসিসিআইকে কড়া বার্তা দেন এই বলে যে অতীতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পিসিবি অনেক সৌজন্য দেখিয়েছে, সব সময় এটা তারা দেখাতে পারবে না। নাকভির এ কথার পর গতকাল জানা গেল, পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার বিষয়টি বিসিসিআই আইসিসিকেও জানিয়ে দিয়েছে।

ক্রিকেটবিষয়ক খবরের ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানতে পেরেছে, আইসিসিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলে দিয়েছে যে ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠাবে না। আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানের তিনটি ভেন্যুতে হওয়ার কথা আগামী বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত। ভারতের এ সিদ্ধান্তের পর পিসিবিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের জন্য নতুনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। সে পরিকল্পনায় নিশ্চিত করেই আসবে হাইব্রিড মডেলের বিষয়টি। আর গতকাল *টাইমস অব ইন্ডিয়া*র খবরে তো বিসিসিআইয়ের সূত্র বলেই দিয়েছিল যে তারা হাইব্রিড মডেলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি চায়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে হলে ভারতের ম্যাচগুলো হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের পছন্দের ভেন্যু হিসেবে দুবাইয়ের নাম প্রস্তাব করেছে বিসিসিআই। এর আগে ২০২৩ সালের এশিয়া কাপও হয়েছিল এই মডেলে। সে সময় ভারতের ম্যাচগুলো হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্ক এবং ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর নিরাপত্তার কারণে আর পাকিস্তান সফর করেনি ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ছোট পর্দায় আজ

৩য় ওয়ানডে	*স্টার স্পোর্টস ২*
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান	সকাল ৯-৩০ মি.
জাতীয় ক্রিকেট লিগ	*ইউটিউব/বিসিবি*
ঢাকা বিভাগ-ঢাকা মহানগর	সকাল ১০টা
সিলেট-খুলনা	সকাল ১০টা
রংপুর-রাজশাহী	সকাল ১০টা
চট্টগ্রাম-বরিশাল	সকাল ১০টা
২য় টি-টোয়েন্টি	*সনি স্পোর্টস ৫*
শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড	সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
২য় টি-টোয়েন্টি	*স্পোর্টস ১৮-১*
দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত	রাত ৮টা
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
ম্যান ইউনাইটেড-লেস্টার	রাত ৮টা
চেলসি-আর্সেনাল	রাত ১০-৩০ মি.

গুরুত্বপূর্ণ দুই কমিটি তাবিথের হাতে

বাফুফের প্রথম সভা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাফুফের নতুন কমিটির প্রথম সভা নিয়ে ফুটবলাঙ্গনের আগ্রহ প্রায় তুঙ্গে পৌঁছে প্রতিবারই। তবে এবার তা একটু বেশিই। কাজী সালাহউদ্দিনের ১৬ বছর শেষে তাবিথ আউয়াল প্রথম সভাতেই আলোচ্যসূচিতে ২৮টি বিষয় নিয়ে বসেছেন গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায়।

প্রায় চার ঘণ্টার সভায় বড় সিদ্ধান্ত বলতে সাফজয়ী মেয়েদের জন্য বাফুফের পক্ষ থেকে দেড় কোটি টাকা পুরস্কারের ঘোষণা। গতবার বাফুফে কোনো পুরস্কার দেয়নি। তবে তৎকালীন সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মুর্শেদী ও সভাপতি আতাউর রহমান ব্যক্তিগতভাবে ৫০ লাখ টাকা করে দিয়েছিলেন। বাফুফের তহবিল নাকি এখন শূন্য। এ অবস্থায় মনে হচ্ছে, বাফুফের কর্মকর্তারা নিজেরাই এই টাকার সংস্থান করবেন।

দেড় কোটি টাকা বণ্টনই বা কীভাবে হবে? সভা শেষে বাফুফে ভবন চত্বরে সংবাদ ব্রিফিংয়ে কথা বলতে আসা মিডিয়া কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পাওয়া আমিরুল ইসলাম বাবু তা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারেননি।

প্রথম সভায় ১১টি স্ট্যান্ডিং ও ১২টি অ্যাডহক কমিটির চেয়ারম্যান চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে অর্থ কমিটি (স্ট্যান্ডিং কমিটি) করা হয়েছে চার বছরের জন্য। বাকিগুলোর মেয়াদ এক বছর। স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্যে ইমার্জেন্সি, অর্থ ও জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যানের পদ নিজের কাছে রেখেছেন বাফুফের নতুন সভাপতি তাবিথ আউয়াল। আগের সভাপতি কাজী সালাহউদ্দিন কখনো একই সঙ্গে অর্থ ও জাতীয় দল কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি কমিটির প্রধান হননি। সেই ধারা ভাঙলেন তাবিথ।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা। ছবি : বাফুফে

সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসান পেয়েছেন পেশাদার লিগ কমিটির দায়িত্ব। গত কমিটিতেও একই দায়িত্বে ছিলেন। তবে সালাম মুর্শেদী পদত্যাগ করলে অর্থ কমিটি পান ইমরুল। এবার তিনি অর্থ ও জেলা লিগ কমিটি প্রত্যাশা করেছিলেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলছেন। ইমরুল কালকের প্রথম সভায় আসেননি। অনেকে মনে করছেন, অভিমানে হয়তো আসেননি। তবে তা ঠিক নয় দাবি করে ইমরুল *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘আমি কোনো কমিটির প্রধান হতে চাইনি। সকালে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম অফিসের কাজে। তাই আসতে পারিনি সভায়।’

ডেভেলপমেন্ট কমিটির প্রধান হয়েছেন বাফুফের নতুন সহসভাপতি রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান ও যশোর শামসুল হুদা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা নাসের শাহরিয়ার জাহেদী। বিপণন কমিটির প্রধান সহসভাপতি ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম, ঢাকা মহানগরী লিগ কমিটির প্রধান সহসভাপতি সাব্বির আহমেদ, অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির প্রধান সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী, টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান সিরাজগঞ্জ জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কামরুল হাসান।

অ্যাডহক কমিটির মধ্যে পাইওনিয়ার লিগ কমিটির প্রধান রহমতগঞ্জ ক্লাবের সভাপতি টিপু সুলতান। স্কুল ফুটবল কমিটি প্রধান দুই সাবেক ফুটবলার গোলাম গাউছ ও বিজন বড়ুয়া। অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ কমিটির প্রধান মঞ্জুরুল করিম। অনূর্ধ্ব-১৭ কমিটির প্রধান ছাইদ হাছান কানন, জেলা ফুটবল লিগ কমিটির প্রধান সাবেক ফুটবলার ইকবাল হোসেনকে দেওয়া হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কয়েকটি কমিটির প্রধান অপরিবর্তিত থাকবে। সে হিসেবে নারী কমিটির প্রধান থাকছেন মাহফুজা আক্তারই।

কী লড়াইটাই না হয়েছে

৫ ৯৯ জনের মধ্যে পাঁচজন সাংবাদিক তাঁদের শীর্ষ দশেই রাখেননি রদ্রিকে, ভিনিকে রাখেননি তিনজন।

০ কোনো সাংবাদিকের তালিকার সঙ্গেই এবারের চূড়ান্ত শীর্ষ ৫ মেলেনি। শীর্ষ ৪ জনের তালিকা মিলেছে ৭ সাংবাদিকের সঙ্গে।

ব্যালন ডি'অর

খেলা ডেস্ক

ব্যালন ডি'অর নিয়ে এত বিতর্ক কি এর আগে কখনো হয়েছে? মনে হয় না।

টুকটাক বিতর্ক আগেও হয়েছে। ‘করোনাকালে ফুটবলে সবকিছু যথাযথ বিচার করা সম্ভব নয়’—এই কারণ দেখিয়ে ২০২০ সালের পুরস্কার না দেওয়া নিয়ে যেমন। সেবার পুরস্কার দেওয়া হলে রবার্ট লেভানডফস্কি সেটির সবচেয়ে বড় দাবিদার ছিলেন। এর পরের বছরও লেভাকে পেছনে ফেলে লিওনেল মেসির জয় নিয়েও অনেকের প্রশ্ন আছে। এমনকি বড় প্রশ্ন আছে গত বছর আর্লিং হলান্ডের বদলে মেসির জয় নিয়েও। সেগুলো নিয়ে টুকটাক প্রশ্ন উঠেছে, থেমেও গেছে।

কিন্তু এবার ব্যালন ডি'অর নিয়ে যা হয়েছে, সেটা আসলেই বিস্ময়কর। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র জিততে যাচ্ছেন—এমন আভাস পেয়ে রিয়াল মাদ্রিদের বিশাল আয়োজন করে ফেলা, শেষ পর্যন্ত ভিনিকে পেছনে ফেলে ম্যানচেস্টার সিটির রদ্রির জয়, রিয়াল মাদ্রিদের অনুষ্ঠান বর্জন, ভিনিসহ রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি ও অন্য খেলোয়াড়দের তীব্র প্রতিক্রিয়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমর্থকের মধ্যে পাল্টাপাল্টি—ব্যালন ডি'অর নিয়ে এমন তুলকালাম এর আগে কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলেতে সপ্তাহ দুয়েক আগে হয়ে যাওয়া সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও এর আগে-পরের ঘটনার রেশ রয়ে গেছে এখনো।

রদ্রি না ভিনি, ব্যালন ডি'অরের জন্য কে বেশি যোগ্য ছিলেন—এই বিতর্কের মধ্যেই গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে ভোটের হিসাব। ফাইল ছবি

২০২৪ ব্যালন ডি'অরের শীর্ষ ৫

র‍্যাঙ্কিং	খেলোয়াড়	পয়েন্ট
১	রদ্রি	১১৭০
২	ভিনিসিয়ুস	১১২৯
৩	জুড বেলিংহাম	৯১৭
৪	দানি কারভাহাল	৫৫০
৫	আর্লিং হলান্ড	৪৩২

এর মধ্যেই গতকাল এই পুরস্কারের আয়োজক ফ্রান্স ফুটবল এবারের ভোটের হিসাবের বিস্তারিত প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ১১৭০ পয়েন্ট পেয়ে জিতেছেন সিটির স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রি, তাঁর চেয়ে মাত্র ৪১ পয়েন্ট কম পেয়ে (১১২৯) দ্বিতীয় হয়েছেন ভিনিসিয়ুস।

ভোটাভুটির নিয়মটা অনেকেরই হয়তো জানা। ছেলেদের জাতীয় দলের ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১০০ দেশের প্রতিটি থেকে একজন করে সাংবাদিক ভোট দেন দিতে পারেন ব্যালন ডি'অরে। প্রত্যেককেই বিবেচিত সময়ে তাঁর চোখে সেরা ১০ জন খেলোয়াড় বেছে নিতে হয়। এক নম্বরে থাকা খেলোয়াড় পান ১৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় ১২, তৃতীয় ১০। এভাবে ক্রম অনুযায়ী চতুর্থ থেকে দশম স্থানের খেলোয়াড়েরা যথাক্রমে ৮, ৭, ৫, ৪, ৩, ২ ও ১ পয়েন্ট।

১০০ দেশের ভোটার সাংবাদিকদের মধ্যে এবার সিরিয়ার প্রতিনিধি ভোট দেননি। বাকি ৯৯ জনের মধ্যে রদ্রিকে ১ নম্বর হিসেবে বেছে নিয়েছেন ৪৯ জন, ভিনিকে ৩৫ জন। এই দুজনের বাইরে অন্তত একজন সাংবাদিকের তালিকায় শীর্ষস্থানে ছিলেন, এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৭। রিয়াল মাদ্রিদের জুড বেলিংহামকে শীর্ষে রেখেছেন ৫ সাংবাদিক, দানি কারভাহালকে ৪ জন, টনি ক্রুসকে ২ জন। এই মৌসুমে রিয়ালে যোগ দেওয়া কিলিয়ান এমবাপ্পে, ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ড, ইন্টার মিলানের লাওতারো মার্তিনেজ ও আটালান্টার আদেমোলা লোকমানকে শীর্ষে রেখেছেন একজন করে সাংবাদিক।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, রদ্রি স্পেনের হলেও তাঁর নিজ দেশের সাংবাদিক শীর্ষে রেখেছিলেন ভিনিসিয়ুসকে। অন্যদিকে ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিকের শীর্ষে ছিলেন তাঁর নিজ দেশের খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুসই। আর্জেন্টিনার সাংবাদিক ১ নম্বরে রেখেছেন জার্মান দলকে সম্প্রতি বিদায় বলা টনি ক্রুসকে।

এ রকম ভোটাভুটিতে কিছু বিচিত্র পছন্দের ভোট পড়া অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু না। কিছু ভোট নিয়ে প্রশ্ন সব সময়ই থাকে। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রিভালদোও যেমন প্রশ্ন তুলেছেন। নির্দিষ্ট কোনো দেশের ভোট নিয়ে নয় অবশ্য, তাঁর প্রশ্ন সেরা বেছে নেওয়ার পুরো দায়িত্ব সাংবাদিকদের দেওয়া নিয়েই। বেটফেয়ারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রিভালদো প্রশ্ন তুলেছেন, ‘যেসব সাংবাদিক ভোট দিয়েছেন, তাঁদের সবাই কি ফুটবল বোঝেন? সবাই কি সত্যিই যোগ্যতাসম্পন্ন?’

মনে হতে পারে ব্রাজিলের ভিনিসিয়ুস না জেতাতেই বোধ হয় এই প্রশ্ন তুলেছেন রিভালদো। রিভালদোর ব্যাখ্যাটা জানলে অবশ্য তা মনে হবে না, ‘রদ্রিকে আমি খাটো করতে পারি না। সে আমার পছন্দের খেলোয়াড়। দ্বিতীয় পছন্দ ছিল সে। ভিনিসিয়ুসকে আমি সবচেয়ে বড় দাবিদার মনে করলেও সে পায়নি বলে আমি এই পুরস্কারকে ছোট করতে পারি না। আমি সত্যিই রদ্রিকে পছন্দ করি। তার স্টাইল ও খেলার ধরন আমার পছন্দের।’

শুধু রোনালদোর মন পেলেন না ইয়ামাল

খেলা ডেস্ক

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, নাকি রদ্রি—ব্যালন ডি'অর ট্রফিটা কার হাতে ওঠা উচিত ছিল, এ নিয়ে তর্ক আছে। যা চলতে পারে আরও অনেক দিন। কিন্তু ২০২৪ সালের সেরা তরুণ (অনূর্ধ্ব-২১) খেলোয়াড়ের পুরস্কার কে জিতবেন, সেটা নিয়ে কোনো সংশয়ই ছিল না। পুরস্কার ঘোষণার আগেই লামিনে ইয়ামালের হাতে পুরস্কারটা তুলে দিয়েছিলেন অনেকে। ভোটের হিসাবেও দেখা গেল তার প্রতিফলন।

সাবেক ব্যালন ডি'অর জয়ীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত যে ২৩ জনের ভোটে পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ২২ জনই শীর্ষে রেখেছেন ইয়ামালকে। যাঁদের মধ্যে লিওনেল মেসিও আছেন। শুধু একজনের মনই জিততে পারেননি বার্সেলোনার তরুণ সেনসেশন। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিওর চোখে ইয়ামাল বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড় নন। ‘দ্য ফেনোমেনন’ খ্যাত রোনালদো এক নম্বরে রেখেছেন স্বদেশি সাভিনিওকে। অথচ সম্মিলিত পয়েন্ট তালিকায় গত জুলাইয়ে জিরোনা থেকে ম্যানচেস্টার সিটিতে আসা সাভিনিওর অবস্থান ১৯ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে। আর পুরস্কার জেতা ইয়ামালের পয়েন্ট ১১৩।

রং ডায়িং ফ্যাক্টরিতে রং করা কাপড় শুকাতে দিচ্ছেন শ্রমিকেরা। ধূসর রঙের কাপড়ে বিভিন্ন রাসায়নিক ও চাহিদা অনুযায়ী রঙের ব্যবহার করা হয়। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পোস্ট অফিস রোডের রেললাইন বটতলা এলাকায়। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৩৫০ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গতকাল শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে।

এ নিয়ে চলতি বছর এডিস মশাবাহিত এই রোগে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩৫০ জনের মৃত্যু হলো। আর চলতি মাসে এখন পর্যন্ত এ সংখ্যা ৫৩।

গতকাল শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া অন্য চারজনের মধ্যে দুজন বরিশাল বিভাগের এবং চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় একজন করে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ১৩৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ২৪৩ জন। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে ১৪৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬৩, খুলনা বিভাগে ১১০, বরিশাল বিভাগে ১৩১, রাজশাহী বিভাগে ৩৩, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪১, রংপুর বিভাগে ৫ জন ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ২ জন ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছর এখন পর্যন্ত ৭১ হাজার ৫৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৫ হাজার ২৪১ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩ হাজার ৩১২ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। আর ১২ হাজার ৩৩ ডেঙ্গু রোগী চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

পাঠকের লেখা-৪৪

প্রিয় পাঠক, প্রথম আলোয় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় : readers@prothomalo.com

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

কয়েকটি বিড়ালের গল্প

আমেনা বেগম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে সারা বছরই পোষা কুকুর-বিড়াল থাকত। প্রথম দিকে আমাদের একটি স্ত্রী বিড়াল ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিড়ালটির দুটি বাচ্চা হলো।

কুকুর-বিড়ালের মতো প্রাণীর জন্য মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা যুগ যুগ ধরেই বিদ্যমান। পোষা বিড়ালের ভালোবাসা নিয়ে আমার এই লেখা।

প্রথমটি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যের এডিনবরা শহরে থাকাকালে আমার ৮৬ বছর বয়সী ল্যান্ড লেডি মিসেস ফ্রেজারের বাড়াবাড়ি রকমের প্রশ্রয় ও আদর দেওয়া সাদা, খয়েরি রঙের বিড়াল 'হুইস্কি'। আমি বেজমেন্টের ঘরে থাকতাম। রান্না-খাওয়ার জন্য মিসেস ফ্রেজারের রান্নাঘরটি ব্যবহার করতাম। বয়সের কারণে তিনি একটি হাতল ও চাকাযুক্ত চেয়ারের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে হুইলচেয়ার ঠেলে রান্নাঘরে আসতেন এবং রাতে নিজের ঘরে ফিরতেন। রান্নাঘরের মাঝামাঝি একটি বৈদ্যুতিক হটপ্লেট থাকায় ঘরটি বেশ গরমই থাকত। সকালে তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হুইস্কি হেলেদুলে এসে নিজের নির্ধারিত জায়গায় শুয়ে পড়ত। প্রতি রাতে ঘরে যাওয়ার আগে তিনি হুইস্কির সার্বক্ষণিক শোবার জায়গাটি পরিপাটি করে রাখতেন। হুইলচেয়ারে থেকেই হুইস্কির প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের ট্রেতে রাখা বালু তিন-চারবার পরিষ্কার করতেন। তাঁর নিজের খাবার সামগ্রীর সঙ্গে হুইস্কির খাবারও বাসায় পৌঁছে যেত। মিসেস ফ্রেজার মাঝেমধ্যে হুইস্কি বলে ডাকলেই এসে ওনার কোলে বসে লেজ নেড়ে আদর নিত।

আমি সারা দিন গবেষণাগারে কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে রাতে ফিরলেও দেখতাম মিসেস ফ্রেজার আমার খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। হুইস্কিও তাঁর কোলে বসে দিব্যি আয়েশ করে ঘুমাত। একদিন বেশ রাতে ফিরে খাবার সময় মিসেস ফ্রেজারের হাতের গভীর আঁচড়ের ওপর আমার চোখ পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করাতে, অপরাধী ভাব নিয়ে জানালেন, সময়মতো হুইস্কির খাবার না দেওয়ায় রাগ হয়ে সামান্য আঁচড় বসিয়েছে। আমাকে আশ্বস্ত করলেন, হুইস্কির প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া থাকায় ওনার কোনো ক্ষতি হবে না।

আমার পড়াশোনার তৃতীয় বছরে উনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেলেন। এডিনবরা শহর থেকে কিছু দূরে শহরতলিতে বসবাসরত বড় ছেলে বাড়িতেই স্ত্রীর পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রমে তাঁকে রাখলেন। হুইস্কির খাওয়া আর দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ল। অল্প কিছুদিন পরেই মিসেস ফ্রেজার মারা গেলেন। দু-তিন সপ্তাহ পর হুইস্কিও আর বাঁচল না।

আমার ছোট ছেলে রঞ্জন ঢাকায় হাইস্কুলের পড়া শেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে বৃত্তিসহ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে চাকরি নিয়ে ওখানেই থিতু হয়। অল্প বয়স থেকেই ওর বিড়াল পোষার ইচ্ছা থাকলেও হয়ে ওঠেনি। গ্র্যাজুয়েশনের পর রঞ্জন চাকরিস্থলে তিনতলা একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়। ওই অ্যাপার্টমেন্টের সাবেক ভাড়াটে অন্যত্র যাওয়ার সময় তাঁর বিড়ালটাকে পোষ্য দেওয়ার খোঁজ করছিলেন। রঞ্জনের অনেক দিনের লালিত আশাও পূর্ণ হলো। 'গগলস' নামের এই বিড়ালটাও নাদুসনুদুস, অলস ছিল। সারা দিন খাওয়া আর রঞ্জনের টিভির সামনের সোফায় ঘুমিয়ে কাটাত। রাতে সোফা ছেড়ে রঞ্জনের পাশেই ঘুমাত। নতুন চাকরি, বাড়িভাড়া সব মিলিয়ে রঞ্জনকে খুব হিসাব করে চলতে হতো। গ্রিনকার্ড অথবা নাগরিকত্ব ছাড়া ওই দেশের হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ায় রঞ্জন সহজে চিকিৎসকের কাছে যেত না। কিন্তু গগলসের সামান্য অসুস্থতাতেও ওকে নিয়ে পশুচিকিৎসকের কাছে দৌড়াত। সাত-আট বছর পর গগলসও অসুস্থ হয়ে মারা যায়। গগলসের ছবি রঞ্জন স্ত্রী ও মেয়ের ছবির পাশে সাজিয়ে রেখেছে।

ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে সারা বছরই পোষা কুকুর-বিড়াল থাকত। প্রথম দিকে আমাদের একটি স্ত্রী বিড়াল ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিড়ালটির দুটি বাচ্চা হলো। বাচ্চাগুলো দেখে আমাদের মধ্যে আনন্দের ছড়াছড়ি পড়ে গেল। প্রথম দিকে দেখলাম, বাচ্চাগুলোর চোখ বন্ধ আর মা বিড়ালটা ওদের ঘাড় কামড়ে ধরে কয়েকবারই জায়গা বদল করল। বাচ্চাগুলো কয়েক দিনের মধ্যেই সারা বাড়ি ঘোরাঘুরি শুরু করল। খিদে পেলে 'মিউ মিউ' করে মাকে ডাকলেই মা মুখে দুধ দিয়ে ওদের গা চাটত। যখন বাচ্চাগুলো চলাফেরা শুরু করল, পাড়া থেকে বেশ কয়েকজন বাচ্চাগুলো নেওয়ার আগ্রহ দেখাল। আমার মা দুজনকে বাচ্চাগুলো দিলেন। আমার ছোট বোন বাচ্চাগুলোকে প্রায় সারাক্ষণই কোলে নিয়ে বেড়াত। তাই খুব কষ্ট পেয়েছিল।

কিন্তু আমার মায়ের দৃঢ় সিদ্ধান্ত, আমাদের সংসারের খরচের পর ওদের খাবার জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। বছর না ঘুরতেই এবার বিড়ালটার তিনটি বাচ্চা হলো। এবারও দুটি বাচ্চার আশ্রয়ের ব্যবস্থা হলো। আম্মা তৃতীয় বাচ্চাটা একটা চটের বস্তায় ঢুকিয়ে আমার চাচাতো ভাইকে রিকশায় করে কিছু দূরের এলাকায় ছেড়ে আসতে বললেন। তার পরেরবারের দুটি বাচ্চাকে দূরে ছেড়ে আসার পরই মজার ঘটনা ঘটল। দু-তিন দিনের মধ্যে বাচ্চা দুটি একদিন দুপুরে দিব্যি ফেরত এল। আম্মা দুপুরের বিশ্রাম সেরে রান্নাঘরের দরজায় ওদের দেখে চমকে গেলেন। পরদিন খুব ভোরে উঠে বাচ্চাসহ বিড়ালটাকে বস্তায় ভরে ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে নারায়ণগঞ্জে নেমে কোথাও ছেড়ে আসতে বললেন।

আমার ছোট বোনের কান্নাকাটি উপেক্ষা করেও আম্মা এই কাজ করেছিলেন। অতিরিক্ত কাজ আর খরচের পরিমাণ সামান্য হলেও মা বারবার এ রকম নিষ্ঠুর কাজ করতে চাইছিলেন না। মধ্যবিত্তের সংসারের টানাপোড়েনে মানুষ শখের পোষা প্রাণীর প্রতিও নির্দয় হতে বাধ্য হয়।

স্বাধীন পুলিশ কমিশন জরুরি

নর্থ সাউথে সেমিনার

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পুলিশে পদায়নের ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের ঘুষ লেনদেনের কথা শোনা গেছে।

> পুলিশকে দানবিক করা হয়েছে। পুলিশকে মানবিক করতে হলে স্বাধীন পুলিশ কমিশন করতে হবে।
>
> **এম সাখাওয়াত হোসেন**, উপদেষ্টা, অন্তর্বর্তী সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্মমতা, গুম এবং বিরোধী কণ্ঠ দমনে পুলিশকে ব্যবহার করা হতো—দেশে গত ১৫ বছরের বাস্তবতা অনেকটা এমনই ছিল। যে কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরো পুলিশ বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুলিশকে পেশাদার ও জনমুখী সেবাদানকারী সংস্থায় পরিণত করতে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। এই সংস্কারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করা জরুরি।

'জনমুখী পুলিশ সেবা নিশ্চিতকল্পে পুলিশ কমিশন গঠন ও অন্যান্য সংস্কারের প্রস্তাব' শীর্ষক সেমিনারে বিশিষ্টজনদের আলোচনায় এসব বিষয় উঠে এসেছে। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, সাবেক সচিব, পুলিশের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। গতকাল শনিবার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট হলে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের আয়োজক নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি)।

সেমিনারে বলা হয়, এর আগেও দুবার (২০০৭ ও ২০১৩ সালে) পুলিশের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা না থাকায় ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত সেসব উদ্যোগ আলোর মুখ দেখেনি। তাই পুলিশ সংস্কার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এর কারণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পুলিশ বাহিনীর সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু করলেও সেটি বাস্তবায়ন করবে জাতীয় নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসা কোনো না কোনো দলীয় সরকার।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকারের নৌপরিবহন এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, পুলিশের ভেতর থেকেই এখন একটি কমিশন গঠনের দাবি উঠেছে। বিগত সরকারের সময়ে পুলিশকে 'দানবিক' করা হয়েছে। পুলিশকে মানবিক করতে হলে স্বাধীন পুলিশ কমিশন করতে হবে।

গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময়ে পুলিশে পদায়নের ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের ঘুষ লেনদেনের কথা শোনা গেছে। ঘুষ-বাণিজ্যের যেসব তথ্য তিনি জেনেছেন, সেটি দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) বলেছেন। একজন পুলিশ সুপার নিয়োগে দুই কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। এমনকি ঢাকায় একজন ওসির (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) পদায়নেও দুই কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। তিনি বলেন, এটা যদি হয়, তাহলে এই পুলিশ থেকে কোনো কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না। পুলিশে 'বাণিজ্য' বন্ধ করতে হলে নিয়োগপ্রক্রিয়ার পরিবর্তন করতে হবে, স্বচ্ছতা আনতে হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পুলিশের বিশেষ শাখার সাবেক প্রধান বাহারুল আলম বলেন, তিনটি প্রক্রিয়ায় তিন্ন ভিন্ন পদে পুলিশে নিয়োগ হয়। সেগুলো হলো কনস্টেবল, এসআই (উপপরিদর্শক) এবং সহকারী পুলিশ সুপার বা এএসপি (বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে)। নিম্ন পদে যাঁরা নিয়োগ পান, তাঁদের অনেকে যোগ্য হলেও উচ্চ পদে যেতে পারেন না। এই নিয়োগপ্রক্রিয়া সংস্কার করে তিনটির বদলে দুটি প্রক্রিয়া চালু করা গেলে সমস্যা হয়তো কিছুটা লাঘব হবে।

পুলিশের জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা আগে যা ছিল, গত ১৫ বছরে সেটি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব এস এম জহুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে পুলিশকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আগে জেলা পর্যায়েও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হতো পুলিশ কর্মকর্তাদের। গত ১৫ বছরে পুলিশ রাজনৈতিকভাবে এতটাই জড়িয়ে পড়েছে যে তাদের আর জবাবদিহি করতে হয় না।

শুদ্ধিপ্রক্রিয়া প্রয়োজন

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী। তিনি বলেন, পুলিশ সদস্যদের সর্বোচ্চ নৈতিক এবং নীতিগত মান বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নিরপরাধ ব্যক্তিও পুলিশের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, কখনো কখনো অপরাধী পার পেয়ে যান। সংস্কারের মধ্য দিয়ে পুলিশে পরিবর্তন আসবে বলে আশা করেন তিনি।

পুলিশের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মোশাররফ হোছাইন। তিনি বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় পুলিশের মনোবল কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, সেই বিষয়টি সংস্কারপ্রক্রিয়ায় বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মাহবুবুল করিম বলেন, পুলিশ সংস্কারকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যাবে না। সব সংস্কার প্রচেষ্টাকে একই ধারায় বিবেচনা করা জরুরি। কারণ, পুলিশ এই সমাজের অংশ। এখন একটি জাতীয় শুদ্ধিপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন।

সেমিনারে সঞ্চালক ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ তাওফিক এম হক। আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ।

সেমিনারে পুলিশ সংস্কার-সংক্রান্ত একটি ধারণাপত্র তুলে ধরেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক রিজওয়ানুল ইসলাম এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স ও সোশিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইশরাত জাকিয়া সুলতানা। ধারণাপত্রে বলা হয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স পরিচালিত তিনটি জরিপে দেখা গেছে, পুলিশ বাহিনীর ওপর জনগণের আস্থা ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০১৫ সালে এই হার ছিল ৪৫ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে ১১ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে। পুলিশকে জননিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার বাহিনী হিসেবে নয়; বরং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্কুলছাত্রীকে 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা', তরুণ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *নোয়াখালী*

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

গত শুক্রবার রাত আটটার দিকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার জমিদারহাট এলাকা থেকে মো. ওমর ফারুক ওরফে রাহিম (২০) নামের ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে। রাতে র‍্যাব-১১-এর নোয়াখালী কোম্পানি কমান্ডারের দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগী স্থানীয় একটি মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তার বাবা বিদেশে থাকেন। মাদ্রাসায় যাওয়া-আসার পথে ওমর ফারুক তাকে উত্ত্যক্ত ও প্রেম নিবেদন করতেন। একপর্যায়ে ওই ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে বলে এলাকায় অপপ্রচার চালাতে থাকেন ওমর ফারুক। এ বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন ওমর ফারুককে সতর্ক করলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বেপরোয়া আচরণ শুরু করেন। পাশাপাশি ওই ছাত্রীকে হুমকি দেওয়া শুরু করেন। আসামির এমন কর্মকাণ্ডে সামাজিকভাবে অপমানিত হয়ে রাগে-ক্ষোভে চিরকুট লিখে গত ২৩ আগস্ট দুপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করে। এ ঘটনার পর ওই ছাত্রীর মা কমলনগর থানায় মামলা করেন।

র‍্যাবের কোম্পানি কমান্ডার ও সহকারী পুলিশ সুপার মো. গোলাম মোর্শেদ বলেন, ঘটনার পরপরই র‍্যাব বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্ত ওমর ফারুককে আইনের আওতায় আনতে অভিযান শুরু করে। শুক্রবার রাতে র‍্যাব জানতে পারে, ওমর ফারুক নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের জমিদারহাট এলাকায় অবস্থান করছেন। এরপর তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে তাঁকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামিকে কমলনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন

লড়তে চান রুমিন, স্থানীয় বিএনপির একাংশের আপত্তি

প্রতিনিধি, *সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া*

রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা। তবে বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না সরাইল উপজেলা বিএনপির একাধিক নেতা।

এই আসনে ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর কোনো নির্বাচনে নৌকার প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেননি। ১৯৭৩ সালের পর ছয়টিতে বিএনপি, তিনটিতে জাপা ও দুটি নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এখানে বিএনপির কোনো প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হননি।

রুমিন ফারহানা এখান থেকে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি সভা-সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছেন। ৫ আগস্টের পর সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন তিনি সরাইল ও আশুগঞ্জে অবস্থান করছেন।

রুমিন ফারহানা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এ আসন থেকে আমার বাবা নির্বাচন করেছেন। নাড়ির টানে আমি এখান থেকে নির্বাচন করতে চাই। আমি দীর্ঘদিন ধরে এখান থেকে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিয়ে আসছি। প্রচারণাও চলছে। দুই উপজেলার নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটার আমার পক্ষেই আছেন।'

১৯৭৩ সালের নির্বাচনে এ আসন থেকে রুমিন ফারহানার বাবা অলি আহাদ নৌকার প্রার্থী তাহের উদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তখন তাহের উদ্দিন ঠাকুর নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সরাইল উপজেলা বিএনপির সভাপতি প্রবীণ নেতা আনিছুল ইসলাম ঠাকুর *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আগামী নির্বাচনে আমিও প্রার্থী হতে চাই। এরপরও দল যাঁকে মনোনয়ন দেবে, আমরা তাঁর জন্যই কাজ করব। এটা বিএনপির উর্বর মাটি, ঘাঁটি। দলীয় মনোনয়ন নিয়ে যিনি আসবেন, তাঁর পক্ষে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবেন। তাঁকে বিজয়ী করবেন।'

সরাইল উপজেলা বিএনপির ১৮ বছরের কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের এখানে একজন হেভিওয়েট প্রার্থী (রুমিন ফারহানা) আছেন। আমরা চাই, এখানে তাঁকে দলের প্রার্থী করা হোক। এলাকায় তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। জনগণ তাঁর সঙ্গেই থাকবে। যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করতে চান, তাঁদের কোনো সমর্থন নেই।'

নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্র বদলায়নি

অপরাধ

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় থানাগুলোতে সবচেয়ে কম মামলা হয়েছে আগস্টে। অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে ১৩ থেকে ৪৭ শতাংশ মামলা কম।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পশ্চিমদী সড়ক থেকে গত ৯ আগস্ট তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় ২১ ও ২২ বছরের দুই তরুণীকে। তাঁদের একজন পোশাককর্মী, অন্যজন বিউটি পারলারের কর্মী। একটি বাড়িতে আটকে রেখে ছয়জন তাঁদের দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। পারলারের কর্মী রাতেই পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। পরে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের কাছে ঘটনা খুলে বললে পরদিন সকালে অপর তরুণীকে উদ্ধার করা হয়।

এদিকে ত্রাণের আশায় কয়েকজন নারীর সঙ্গে ঢাকায় এসে গত ৭ সেপ্টেম্বর দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন ৬৫ বছর বয়সী এক নারী। পরদিন লোকজন ৯৯৯ নম্বরে কল করলে শাহবাগ থানা-পুলিশ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন।

ভুক্তভোগী তিনজন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি ছিলেন। সর্বশেষ বয়স্ক নারীকে তাঁর ছেলে ওসিসি থেকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। দুই তরুণী মামলার জন্য থানায় যোগাযোগ রাখছেন।

সারা দেশে অব্যাহতভাবে চলতে থাকা নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনার এ মাত্র তিনটি উদাহরণ।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। এরপর ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এমন পরিবর্তনেও দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্র বদল হয়নি। এ-সংক্রান্ত মাসভিত্তিক মামলার তথ্য সে চিত্রই তুলে ধরছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সারা দেশের থানা ও আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর বিভিন্ন ধারায় মোট ১২ হাজার ৭৬৯টি মামলা হয়েছে। মামলার অর্ধেকই ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে করা হয়েছে। এ সংখ্যা ৬ হাজার ২০২।

এসব মামলার মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগে ৪ হাজার ৩৩২টি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ১ হাজার ৮৭০টি মামলা হয়। এ ছাড়া যৌতুকের কারণে নির্যাতনের ঘটনায় ৩ হাজার ২০৮টি, দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপের কারণে ৪৭, অপহরণের ঘটনায় ৩ হাজার ২৮৭ এবং শিশু পণবন্দী করে রাখার অভিযোগে ২৫টি মামলা হয়েছে।

মামলার তথ্য বলছে, ওই সময়ে যৌতুকের কারণে ১৩৬ নারী এবং ধর্ষণের পর ১২ নারী ও ১১ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।

সর্বশেষ গত মাসের কিছু ঘটনা

গত মাসেও নারী ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আলোচিত ঘটনার একটি ছিল রাজধানীর বনানী এলাকায় গত ১২ অক্টোবর নিম্নবিত্ত পরিবারের এক শিশুকে (৯) এক ব্যক্তি একটি জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করেন।

১৯ অক্টোবর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় গৃহকর্মী কল্পনাকে (১৩)। বাসার মালিক তাঁকে নির্যাতন করতেন। কল্পনাকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তাঁর সামনের চারটি দাঁত ভাঙা, সারা গায়ে মারধর ও ছ্যাঁকার ক্ষত ছিল।

বনানীতে ধর্ষণের শিকার শিশুটিকে ওসিসি থেকে বাড়ি নিয়ে গেছেন মা-বাবা; আর গৃহকর্মী কল্পনা এখনো ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন। এরই মধ্যে ২১ অক্টোবর নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের দুর্গম চরে মা ও মেয়েকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

এ পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সারা দেশে 'র‍্যাপিড রেসপন্স টিম' (দ্রুত সাড়াদানকারী দল) গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, এ দলে প্রশাসন, পুলিশ, আইনজীবী, কাউন্সেলর ও তরুণ সমাজের উপস্থিতি থাকবে। যে করেই হোক নির্যাতন কমিয়ে আনা এ সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

'পুলিশশূন্য সময়' আগস্টে থানায় সবচেয়ে কম মামলা

হাসিনা সরকার পতনের পর দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা ও পুলিশ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পুলিশের অনুপস্থিতিতে কোনো কোনো থানায় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কোনো কোনো নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হয়নি, কোনো ঘটনায় আবার মামলা করতে দেরি হয় ভুক্তভোগীদের।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় থানাগুলোতে সবচেয়ে কম মামলা হয়েছে আগস্টে। অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে ১৩ থেকে ৪৭ শতাংশ মামলা কম হয়েছে। জানুয়ারিতে ৭৮৬, ফেব্রুয়ারিতে ৯৯৩, মার্চে ১ হাজার ১০০, এপ্রিলে ১ হাজার ২৩৬, মে মাসে ১ হাজার ২৯০, জুনে ১ হাজার ১৯১, জুলাইয়ে ১ হাজার ২৪০, আগস্টে ৬৮৪ ও সেপ্টেম্বরে ১ হাজার ৭১টি মামলা হয়। এর বাইরে আদালতে থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় মামলা হয় ৩ হাজার ১৭৮টি।

এ তথ্য থেকে দেখা যায়, আন্দোলনের উত্তাল সময় জুলাই মাসেও নারী ও শিশু নির্যাতনের হার ছিল উচ্চ। তবে ওসিসিতে গিয়ে দেখা যায়, ১৬ জুলাই থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুরা কম এসেছে। ওসিসির সমন্বয়কারী চিকিৎসক সাবিনা ইয়াসমীন *প্রথম আলো*কে জানান, পরিস্থিতির কারণে ভুক্তভোগী কম এসেছিলেন। কোনো ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। মামলা পরে হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন, এ-সংক্রান্ত মামলা ও বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক গবেষণা করেছেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান ও পুলিশবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ উমর ফারুক। *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো অপরাধগুলো সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঘটছে। সামাজিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, পারিবারিক বন্ধন দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এ প্রবণতার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনেও নির্যাতন কমছে না।

মণিপুরে ধর্ষণের পর শিক্ষিকাকে হত্যা, ৩০ বাড়িঘরে আগুন

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল

মণিপুরের জো সম্প্রদায় শিক্ষিকাকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় মেইতেই জঙ্গিদের দায়ী করছে। থানায় স্বামীর অভিযোগ দায়ের।

- ৩১ বছর বয়সী ওই নারী স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ওই নারীর এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে।
- ২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জন নিহত হয়েছেন।

সংবাদদাতা, *কলকাতা*

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যে গত শুক্রবার থেকে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে। এর কারণ, গত বৃহস্পতিবার রাতে আসামঘেঁষা পশ্চিম মণিপুরের জিরিবাম জেলায় তিন সন্তানের মা এক নারীকে ধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এরপর শুরু হয়েছে নতুন করে সংঘাত। যার জেরে ওই অঞ্চলে ভস্মীভূত হয়েছে অন্তত ৩০টি বাড়ি এবং অসংখ্য দোকান।

জিরিবাম জেলার পুলিশ স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, ৩১ বছর বয়সী ওই নারী স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ওই নারীর এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে।

শিক্ষিকা হত্যার ঘটনায় স্বামী জিরিবাম পুলিশের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। এতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর স্ত্রীকে 'সশস্ত্র মেইতেই জঙ্গিরা' ধর্ষণের পর হত্যা করেছে।

জেলার এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, 'অগ্নিসংযোগের ফলে ওই নারী মারা গেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর পোড়া মরদেহ এখন পরিবারের জিম্মায় রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি আসাম রাজ্যের শিলচরে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেও ময়নাতদন্ত করা জরুরি।'

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি আজ শনিবারও বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। ঠিক কতগুলো বাড়ি এবং দোকানঘর আগুনে পুড়ে গেছে, এই মুহূর্তে তা বলা যাচ্ছে না। সহিংসতা বৃদ্ধির আশঙ্কা করে আধা সামরিক বাহিনীর সংখ্যা এই অঞ্চলে বাড়ানো হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামর, জোমি ও কুকি—এই তিন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে 'জো' বলে চিহ্নিত করা হয়। গত বৃহস্পতিবারের সহিংসতার আগে জিরিবাম জেলার পুলিশ সুপার জো সমাজের প্রতিনিধি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বৈঠক করানোর লক্ষ্যে অনেকটাই এগিয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে এই সংঘাতের ঘটনা সেই আলোচনাকে সম্পূর্ণ ভেস্তে দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

স্থানীয় একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আলোচনা ভেস্তে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। জিরিবামে ১৯ অক্টোবরের পর প্রায় দুই সপ্তাহ কোনো সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। এ কারণে মনে হচ্ছিল, আলোচনার একটা বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বৃহস্পতিবারের সংঘাতের পর পরিস্থিতি আবার জটিল হয়ে উঠল।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে ধারাবাহিক সংঘাতে মণিপুর রাজ্যে সরকারি হিসাবে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জন নিহত হয়েছেন। গৃহহীন অন্তত ৬০ হাজার মানুষ। কিন্তু এখনো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুরে যাননি। এ নিয়ে নতুন করে তাঁর সমালোচনা করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৯ নভেম্বর, ২০২৪
২৪ কার্তিক, ১৪৩১
০৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৫

- দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি?
  উত্তর: ৫৫টি। (নতুন করে আরো ৬টির আইন পাশ হয়েছে)
- চলতি বছরে আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কী পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে?
  উত্তর: ৭.০৪ বিলিয়ন ডলার।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন কোন দুটি প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল?
  উত্তর: পূর্ববঙ্গ ও আসাম।
- অন্তবর্তী সরকার UNDP এবং IIX এর সাথে দেশে ১ম বারের মতো চালু করতে যাচ্ছে-
  উত্তর: অরেঞ্জ বণ্ড।
- বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ গণনা করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
  উত্তর: পাগমার্ক ও ক্যামেরা ট্র্যাপিং।

- দেশের কত শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে?
  উত্তর: ২৬ শতাংশ। (সূত্র: 'সমন্বিত খাদ্যনিরাপত্তার পর্যায় চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক জরিপ)
- জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশে কত ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে?
  উত্তর: ৫৪১ কোটি ডলার।
- সারা বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা কত?
  উত্তর: প্রায় ৪৬ কোটি। (বাংলাদেশে প্রায় ৮৪ লাখ)

০৯ নভেম্বর, ২০২৪
আজকের এই দিনে

ঘটনাবলি:

১৯১৭	রাশিয়ায় বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় শ্রমিক-কৃষকের প্রথম সরকার।
১৯৫৩	ফ্রান্স থেকে কম্বোডিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।
১৯৯৯	জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে সদস্য নির্বাচিত হয়।
২০২০	নাগার্নো-কারাবাখে সংঘাত বন্ধে আজারবাইজান-আর্মেনিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জন্ম:

১৮৭৭	পাকিস্তানের জাতীয় কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু:

২০১১	ভারতীয় বংশোদ্ভূত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন বিজ্ঞানী হর গোবিন্দ খোরানা প্রয়াণ লাভ করেন।

বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক

• প্রকাশ	২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
• প্রকাশক	World Intellectual Property Organization (WIPO)
• প্রতিবেদনের শিরোনাম	Global Innovation Index 2024
• অন্তর্ভুক্ত দেশ	১৩৩

- শীর্ষ দেশ: সুইজারল্যান্ড (১)
- সর্বনিম্ন দেশ: অ্যাঙ্গোলা (১৩৩)
- বাংলাদেশের অবস্থান: বাংলাদেশ (১০৬)